উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ৪ পৌষ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 20 December 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 211

কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে **বাংলার বকেয়া ১.৯৬ লক্ষ কোটি টাকারও** বেশি। তবুও, **বিগত ১৫ বছর ধরে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে**, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, প্রতিটি ক্ষেত্রে এবং প্রতিটি অঞ্চলে মা-মাটি-মানুষের সরকার সফলভাবে মানুষের জন্য কাজ করে চলেছে এবং আগামীদিনেও করবে।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নারীর সহায়

লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে বাংলার **২.২১ কোটি মহিলা** প্রতি মাসে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছেন (সাধারণ শ্রেণির মহিলাদের জন্য **১,০০০ টাকা** এবং তপশিলি জাতি/তপশিলি জনজাতির মহিলাদের জন্য **১,২০০ টাকা**)

সরকার সর্বদা কৃষক ও শ্রমিকের পাশে

২০২৫ সাল পর্যন্ত, **কৃষকবন্ধু (নতুন)** প্রকল্পের আওতায় রাজ্যের **১.১০ কোটিরও বেশি** কৃষককে মোট **২৭,০১৬ কোটি টাকা** আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, বিনা মূল্য সামাজিক সুরক্ষা যোজনা-র মাধ্যমে বাংলা জুড়ে **১.৮৪ কোটি অসংগঠিত শ্রমিকের** সামাজিক নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে।

রেশন পৌঁছে যাচ্ছে ঘরে ঘরে

খাদ্য সাথী প্রকল্পে প্রায় ৯ কোটি মানুষ ভরতুকিযুক্ত রেশন পেয়েছেন, আর **দুয়ারে রেশনের** মাধ্যমে ৭.৫ কোটি উপভোক্তার দোরগোড়ায় রেশন পৌঁছে দেওয়া হয়েছে

শিক্ষায় এগিয়ে বাংলা

গত **১৫ বছরে কন্যাশ্রী, শিক্ষাশ্রী, মেধাশ্রী, ঐক্যশ্রী** এবং **সংখ্যালঘু স্কলারশিপ** — এই সকল প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় **৭.১১ কোটি শিক্ষার্থীকে** তাদের শিক্ষার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে

পরিকাঠামোর উন্নয়নে অগ্রণী বাংলা

গত ১৫ বছরে বাংলার সরকার মানুষের জীবন বদলে দিয়েছে **১০০ শতাংশ বিদ্যুদয়ন নিশ্চিত করে, ৯৯ লক্ষ গ্রামীণ পরিবারের কাছে নলবাহিত পানীয় জলের সংযোগ পৌঁছে দিয়ে এবং ১,৮৩,০৮৪ কিমি রাস্তা** তৈরি করে। **'পথশ্রী-রাস্তাশ্রী ৪'** প্রকল্পের আওতায় **২০,০৩০ কিলোমিটার** নতুন রাস্তা নির্মাণ করা হচ্ছে

চিকিৎসার দায়িত্ব নিয়েছে সরকার

স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের আওতায় **২.৪৫ কোটি পরিবারের ৮.৭২ কোটি মানুষ** স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা পেয়েছেন

আবাসেও ভরসা রাজ্য সরকার

২০১১ সাল থেকে, **মা-মাটি-মানুষের সরকার প্রায় ১ কোটি পরিবারের** জন্য মর্যাদাপূর্ণ বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছে

স্বচ্ছল বাংলায় সবল অর্থনীতি

২০১১ সালের পর থেকে **বাংলার অর্থনীতি প্রায় ৪.৪১ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে** এবং গড় মাথাপিছু আয় **তিন গুণ** বেড়ে হয়েছে **১,৬৩,৪৬৭ টাকা**। আমাদের সরকার কঠোর পরিশ্রম করে **১.৭২ কোটি মানুষকে দারিদ্র্য সীমার বাইরে নিয়ে এসেছেন**

কর্মসংস্থানে স্বনির্ভর বাংলা

যখন সারা দেশে গত ৪৫ বছরের মধ্যে বেকারত্বের হার সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে, ঠিক সেই সময়েই বাংলায় **বেকারত্বের হার ৪০% কমেছে** এবং **২ কোটিরও বেশি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে**। কেন্দ্রীয় সরকার MGNREGA-র প্রকল্পের তহবিল বন্ধ করে দেওয়ার পর, **মা-মাটি-মানুষের সরকার কর্মশ্রী** (বর্তমানে পরিবর্তিত নাম **'মহাত্মা-শ্রী'**) **প্রকল্প চালু করে ৭৮.৩১ লক্ষেরও বেশি জব কার্ডধারীর জন্য ১০৪.৫৮ কোটি কর্মদিবস সৃষ্টি করেছে। এতে মোট ব্যয় হয়েছে ২০,৭৭৬ কোটি টাকা**

তপশিলি, অনগ্রসর ও সংখ্যালঘুরা সুরক্ষিত

বাংলায় **১.৬৯ কোটিরও বেশি** তপশিলি জাতি, তপশিলি জনজাতি ও অনগ্রসর শ্রেণিভুক্ত মানুষকে জাতিগত শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে। সেই সঙ্গে, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নে **বাংলা দেশজুড়ে এক নম্বরে রয়েছে** এবং রাজ্যে **৬৯,০০০ জন ইমাম ও মুয়াজ্জিনকে** আর্থিক সহায়তা দেওয়া হচ্ছে

ICA-D2497(12)/2025

মা-মাটি-মানুষের সরকার **'দুয়ারে সরকার'**-এর মাধ্যমে মানুষের দোরগোড়ায় পরিষেবা পৌঁছে দিয়ে, **'বাংলা সহায়তা কেন্দ্র'**-এর মাধ্যমে নাগরিকদের নিরবচ্ছিন্ন সহায়তা প্রদান করে, **'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান'**-এর মাধ্যমে উন্নয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ায় বিকেন্দ্রীকরণ ঘটিয়ে এবং **'সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী'**-র মাধ্যমে অভাব-অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তি সুনিশ্চিত করে — প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এক যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে।

রিপোর্ট কার্ড ডাউনলোড করতে দেখুন : **http://wb.gov.in/report-card.aspx**

আজীবনের সাথী
পশ্চিমবঙ্গ সরকার সর্বদা আপনার পাশে
মাতৃ মা
সুসংহত মা ও শিশুর পরিচর্যা কেন্দ্র
মধুর স্নেহ
পূর্ব ভারতের প্রথম এবং দেশের অত্যাধুনিক মাতৃদুগ্ধ ব্যাঙ্ক
সবুজশ্রী
সন্তানের ভবিষ্যতের জন্য আর্থিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে একটি চারাগাছ প্রদান
কুকড মিড ডে মিল
স্কুল পড়ুয়াদের রান্না করা পুষ্টিকর খাদ্য প্রদান
স্কুল পড়ুয়াদের জন্য বিনামূল্যে বই, ব্যাগ, পোশাক, জুতো প্রদান
শিশু আলয়
৬ বছর বয়স পর্যন্ত প্রত্যেক শিশুকে প্রাক-বিদ্যালয় শিক্ষা এবং পুষ্টি-সহায়তা
শিশু সাথী
সকল শিশুর জন্য জন্মগত রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা
বয়স ০-১৩
এডুকেশন লোন
উচ্চশিক্ষার জন্য সংখ্যালঘু, তপশিলি ও ওবিসি পড়ুয়াদের আর্থিক ঋণ
তরুণের স্বপ্ন
উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কম্পিউটার/ট্যাব/স্মার্টফোন কেনার জন্য ১০,০০০ টাকা
বয়স ১৪+
স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ
আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া পড়ুয়াদের জন্য মেরিট কাম মিনস স্কলারশিপ
স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড
উচ্চশিক্ষার জন্য কোনও জামানত বা সুরক্ষা ছাড়াই পড়ুয়াদের অত্যন্ত কম হারের সুদে শিক্ষাঋণ প্রদান
ঐক্যশ্রী
সংখ্যালঘু শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান
যুবশ্রী
বেকার যুবক-যুবতী, চাকরিপ্রার্থীদের জন্য মাসিক ১,৫০০ টাকা আর্থিক সহায়তা
বয়স ১৮+
উৎকর্ষ বাংলা
আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারের ছেলে মেয়েদের দক্ষতাবৃদ্ধির প্রশিক্ষণ
বাংলাশ্রী প্রকল্প
MSME উদ্যোগপতিদের জন্য আর্থিক ও অন্যান্য সহায়তা
মেয়াদি ঋণ
সংখ্যালঘু, SC, ST ও OBC জনগোষ্ঠীর ব্যবসার উন্নতির জন্য ভরতুকিযুক্ত ঋণ
ভবিষ্যৎ ক্রেডিট কার্ড
কোনও জামানত বা সুরক্ষা ছাড়াই উদ্যোগপতিদের জন্য কম সুদে ভরতুকিযুক্ত ঋণ
শিক্ষাশ্রী
পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত SC এবং ST পড়ুয়াদের আর্থিক সহায়তা প্রদান
সবুজ সাথী
নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের বিনামূল্যে সাইকেল প্রদান
মেধাশ্রী
আর্থিকভাবে দুর্বল ওবিসি পড়ুয়াদের জন্য স্কলারশিপ
কন্যাশ্রী
ছাত্রীদের শিক্ষায় উৎসাহিত করতে শর্তসাপেক্ষ নগদ সাহায্য
বিনা মূল্যে সামাজিক সুরক্ষা যোজনা
অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য একসঙ্গে সমস্ত সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধা
নিজ গৃহ, নিজ ভূমি
ভূমিহীন ও গৃহহীন গ্রামীণ কৃষিশ্রমিক, কারিগর ও মৎস্যজীবী পরিবারের জন্য বসতবাড়ির জমি
জাতিগত শংসাপত্র (SC, ST ও OBC)
সরকারি সুবিধা পেতে দ্রুত জাতিগত শংসাপত্র প্রদান
কর্মসাথী (পরিযায়ী শ্রমিক)
মৃত্যু, দুর্ঘটনাজনিত গুরুতর আঘাতের ক্ষেত্রে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান
শ্রমশ্রী
ফিরে আসা পরিযায়ী শ্রমিকদের মাসিক আর্থিক সহায়তা, জবকার্ড, দক্ষতা বৃদ্ধি, রেশনে খাদ্যশস্য ও স্বাস্থ্য পরিষেবার সুবিধা প্রদান
ওয়েস্ট বেঙ্গল কেন্দু লিভস কালেক্টর সোশাল সিকিউরিটি স্কিম
কেন্দুপাতা সংগ্রাহকদের জন্য আর্থিক সুবিধা প্রদান
বাংলা শস্য বিমা
চাষিদের জন্য শস্য বিমা প্রদান
খাদ্য সাথী
রাজ্যের মানুষদের ভরতুকিযুক্ত খাদ্যশস্য প্রদান
হাসির আলো
দুঃস্থ গার্হস্থ্য বিদ্যুৎ গ্রাহকদের বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ
বাংলার বাড়ি
স্থায়ী বাড়ি নির্মাণের জন্য ১.২ লক্ষ টাকা অনুদান
রূপশ্রী
কন্যাসন্তানের বিবাহের জন্য আর্থিকভাবে অসচ্ছল পরিবারগুলিকে এককালীন ২৫,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার
রাজ্যের ২৫-৬০ বছর বয়সী সকল মহিলাকে মাসিক ভাতা প্রদান (সাধারণদের জন্য ১,০০০ টাকা এবং SC-ST-দের জন্য ১,২০০ টাকা)
চা সুন্দরী
চা বাগানের যে সমস্ত স্থায়ী শ্রমিকের পাকা বাড়ি নেই, তাদের জন্য পাকা বাড়ি নির্মাণ
বয়স ১৮-৬০
আনন্দধারা
স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের ঋণ অথবা আর্থিক সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি বিশেষ প্রশিক্ষণ
স্বাস্থ্য সাথী
তালিকাভুক্ত পরিবারের জন্য বার্ষিক ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ক্যাশলেস স্বাস্থ্য বিমা
চোখের আলো
বয়স্কদের জন্য বিনামূল্যে চোখের ছানি অপারেশন ও চশমা প্রদান
স্বাস্থ্য ইঙ্গিত
তৃণমূল স্তরে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করতে সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে টেলিমেডিসিন পরিষেবা
কৃষকবন্ধু (নতুন)
কৃষকদের বার্ষিক ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা এবং মৃত্যুজনিত এককালীন আর্থিক সাহায্য
লোকপ্রসার প্রকল্প
লোকশিল্পীদের আর্থিক সহায়তার পাশাপাশি পেনশনের সুবিধা প্রদান
সমব্যথী
শেষকৃত্য সম্পন্ন করার জন্য এককালীন ২,০০০ টাকা আর্থিক সহায়তা
বিধবা ভাতা
বিধবাদের মাসিক ১,০০০ টাকা ভাতা প্রদান
জয় বাংলা পেনশন
(তপশিলি বন্ধু এবং জয় জোহার)
রাজ্যের SC এবং ST অন্তর্ভুক্তদের জন্য মাসিক ১,০০০ টাকা বার্ধক্য ভাতা
বয়স ৬০+
মানবিক
বিশেষভাবে সক্ষমদের জন্য মাসিক ১,০০০ টাকা আর্থিক সাহায্য
বার্ধক্য ভাতা
ষাটোর্ধ্ব নাগরিকদের মাসিক ১,০০০ টাকা ভাতা প্রদান
ICA-D2498(12)/2025
দুয়ারে সরকার
স্থানীয় পর্যায়ে দোরগোড়ায় পরিষেবার মাধ্যমে বৃদ্ধ, বিশেষভাবে সক্ষম এবং নারী ও দুঃস্থদের অগ্রাধিকার দিয়ে সমস্যার সমাধান
সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী
কোনও সমস্যার দ্রুত ও কার্যকর সমাধানে রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ
বাংলা সহায়তা কেন্দ্র
তৃণমূল স্তরে সাধারণ মানুষকে নিখরচায় পরিষেবা পৌঁছে দিতে অনলাইন সুবিধা
আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান
রাজ্যের ৮০,০০০ বুথে স্থানীয় সমস্যা সমাধানের জন্য মোট ৮,০০০ কোটি টাকা (প্রতি বুথে ১০ লক্ষ টাকা) কীভাবে ব্যয় হবে, সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন জনগণই
জীবনের যাত্রায় একসঙ্গে পথচলা

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৪,৯২৯.৩৬ (+৪৪৭.৫৫)

নিফটি : ২৫,৯৬৬.৪০ (+১৫০.৮৫)

মতুয়া-গড়ে আজ মোদি

এসআইআর-এর আবহে নদিয়ার রানাঘাটে মতুয়া-গড়ে শনিবার সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মতুয়াদের নাগরিকত্ব নিয়ে বার্তা দেবেন প্রধানমন্ত্রী, এমনটাই আশা রাজ্য বিজেপির। » ৯

যুবভারতী কাণ্ডে রিপোর্ট

যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় নবান্নে প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট জমা দিল বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট। শুক্রবার সিটের প্রধান পীযূষ পান্ডে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে এই রিপোর্ট জমা দেন। » ৯

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৭°	১২°	২৭°	১২°	২৭°	১৩°	২৫°	১২°

রোহিতের চোখে সেরা কিপার ঋদ্ধি » ১১

শিলিগুড়ি ৪ পৌষ ১৪৩২ শনিবার ৫.০০ টাকা 20 December 2025 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 211

চড়া ভারতবিরোধী সুর — বাঙালি সংস্কৃতিতে আঘাত

বাংলাদেশ

জুলাই অভ্যুত্থানের অন্যতম পরিচিত মুখ এবং ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি-র মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ফের জ্বলছে বাংলাদেশ। ভারতবিরোধী মুখ হিসেবে হাদি সেদেশে পরিচিত ছিলেন।

ঘটনার ঘনঘটা

১২ ডিসেম্বর ২০২৫ (শুক্রবার), দুপুর ২:২৫ মিনিট

■ রাজধানী ঢাকার বিজয়নগরের বক্স কালভার্ট এলাকায় জুম্মার নমাজ শেষে মোটর সাইকেলে আসা তিন দুষ্কৃতী ওসমান হাদিকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। তাঁর মাথায় গুলি লাগে

১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ (সোমবার)

■ অবস্থার অবনতি হওয়ায় সরকারি উদ্যোগে এয়ার অ্যাম্বুল্যান্সে করে হাদিকে উন্নত চিকিৎসার জন্য সিঙ্গাপুর জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়

১৮ ডিসেম্বর ২০২৫ (বৃহস্পতিবার), রাত ৯:৪৫ মিনিট (বাংলাদেশের সময়)

■ টানা ৬ দিন মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে সিঙ্গাপুরের হাসপাতালেই হাদি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন

■ মৃত্যুর খবর নিশ্চিত হওয়ার পর রাজধানী ঢাকার শাহবাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং দেশের বিভিন্ন জেলা শহরে তাৎক্ষণিক বিক্ষোভ শুরু হয়

■ হাদির অনুসারীরা ঢাকার কারওয়ান বাজার এলাকায় দেশের দুটি শীর্ষস্থানীয় দৈনিক প্রথম আলো ও দ্য ডেইলি স্টার-এর কার্যালয়ে ভাঙচুর চালায় ও আগুন ধরিয়ে দেয়

■ প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস গভীর রাতে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন এবং খুনিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির প্রতিশ্রুতি দেন

১৯ ডিসেম্বর ২০২৫ (শুক্রবার)

■ বিক্ষোভকারীরা 'ভারতীয় আধিপত্যবাদ' বিরোধী স্লোগান দিয়ে ঢাকায় ভারতীয় সহকারী হাইকমিশন ও রাজশাহিতে ভারতীয় উপ-হাইকমিশন অভিমুখে মিছিল নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটালে উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়

■ বিকেলে ওসমান হাদির মরদেহ সিঙ্গাপুর থেকে ঢাকায় এসে পৌঁছায়, যা বিক্ষোভের উত্তাপ আরও বাড়িয়ে দেয়

এই দেশ কি আর স্বপ্ন দেখাবে? কিশোরীর আতঙ্কিত চোখজুড়ে যেন এই প্রশ্নই। ঢাকায় বৃহস্পতিবার গভীর রাতে।

ছাত্র নেতার মৃত্যুতে দক্ষযজ্ঞ

পদ্মাপারে অশান্তি

ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর : উগ্র ভারত বিরোধিতার পাশাপাশি বাঙালি সংস্কৃতিতে আঘাতের পালে যেন আঘাত দিল বাংলাদেশের ওসমান হাদির মৃত্যু। যিনি নিজেও ছিলেন চরম ভারতবিরোধী। তাঁর মৃত্যুর পর বাংলাদেশজুড়ে নতুন করে নৈরাজ্যের ছায়া। চট্টগ্রামে আক্রান্ত ভারতের হাইকমিশন। বঙ্গবন্ধুর আগেই ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া বাসভবনে আবার বুলডোজার হামলা হয়েছে। তছনছ করে দেওয়া হয়েছে আন্তর্জাতিক গুরুত্বের রবীন্দ্রসংগীত চর্চার প্রতিষ্ঠান ছায়ানটকে।

বাঙালি সংস্কৃতি ও ধর্মনিরপেক্ষ ভাবনার কান্ডারি তথা ছায়ানটের প্রতিষ্ঠাতা সনজিদা খাতুনের ছবিকেও রেহাই দেয়নি হামলাকারীরা। রবীন্দ্রনাথ, লালন ফকির প্রমুখ বাঙালি সংস্কৃতির প্রতীক মনীষীদের ছবি ছিঁড়ে, ফেলে পায়ে মাড়ানো হয়েছে। রেহাই পায়নি সংবাদমাধ্যমও। দেশের দুটি নামী সংবাদপত্র প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার-এর দপ্তরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল বৃহস্পতিবার গভীর রাতে।

শুক্রবার দিনভরও নৈরাজ্যের জাঁতাকলে বাংলাদেশ। জুলাই-অগাস্ট আন্দোলনের অন্যতম মুখ ওসমান হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে তাণ্ডব চালাচ্ছে মৌলবাদী শক্তি। বিভিন্ন জায়গায় অবাধে চলছে ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ। নৈরাজ্য শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস জাতির উদ্দেশে ভাষণে সবাইকে ধৈর্য ধরতে বলেন। হিংসা বরদাস্ত করা হবে না বলে বার্তাও দেন বটে। কিন্তু তাতে গোলমালে লাগাম পরেনি।

বরং বৃহস্পতিবার গোটা রাত এবং শুক্রবার দিনভর দেশজুড়ে যেখানেই ঝামেলা হয়েছে, সেখানে কার্যত সেনা-পুলিশের দেখা মেলেনি। অবাধে চলেছে লুঠতরাজও। ঘটনাক্রম থেকে স্পষ্ট, ঢাকা-৮ আসনের সম্ভাব্য প্রার্থী হাদির মৃত্যুকে পুঁজি করে বাংলাদেশের মৌলবাদীরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি, সংখ্যালঘু সুফিবাদী ও মাজারপন্থীদের পুরোপুরি কোণঠাসা করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে।

দুই বাংলায় তো বটেই, গোটা বিশ্বে পরিচিত শিক্ষাবিদ পবিত্র সরকারের মতে, ইসলামিক স্টেট বা

আইএস যেভাবে সিরিয়ার সংস্কৃতিকে গণহত্যা করেছিল, বাংলাদেশেও তাই হচ্ছে। হাদির হত্যাকাণ্ডে নিশ্চয়ই খুনিদের শাস্তির দাবি করা যেত। তা না করে হামলা হয়েছে ছায়ানটের মতো গৌরবময় প্রতিষ্ঠানে। যাতে মনে হচ্ছে নেপথ্যে রবীন্দ্র বিরোধের ভাবনা থাকতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তো ওদের শত্রু।'

ময়মনসিংহে দীপুচন্দ্র দাস নামে এক হিন্দু তরুণকে পিটিয়ে খুন করে তাঁর দেহ পুড়িয়ে দেয় উন্মত্ত জনতা। খুলনায় নৃশংসভাবে এক সাংবাদিককে খুন করা হয়েছে।

এরপর আটের পাতায়

পিটিয়ে, পুড়িয়ে খুন হিন্দু তরুণকে

ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর : ওসমান হাদির মৃত্যুর ঘটনায় সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবের হাত থেকে বাংলাদেশের ধর্মীয় সংখ্যালঘুরাও রেহাই পেলেন না। ময়মনসিংহের ভালুকায় এক হিন্দু তরুণকে একদল ধর্মোন্মাদ জনতা প্রথমে পিটিয়ে খুন করে তাঁর লাশ গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে জ্বালিয়ে দেয়। নিহতের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ধর্মীয় অবমাননা করেছেন। ছাত্র নেতার মৃত্যুর ঘটনায় বৃহস্পতিবার রাতে রাজধানী ঢাকায় জনরোষ আছড়ে পড়েছিল। দ্রুত সেই রোষের আগুন দেশের অন্য প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

পুলিশ জানিয়েছে, ভালুকা উপজেলার স্কোয়ার মাস্টার বাড়ি ডুবালিয়া পাড়ায় ওই হিন্দু তরুণকে নারকীয়ভাবে হত্যা করা হয়। নিহতের নাম দীপুচন্দ্র দাস। ভাড়াবাড়িতে থেকে তিনি স্থানীয় একটি বস্ত্র কারখানায় কাজ করতেন। ভালুকা থানার স্টেশন ডিউটি অফিসার রিপন মিয়াঁ বলেন, 'বৃহস্পতিবার রাত ৯টা নাগাদ একদল ক্ষুব্ধ জনতা দীপুচন্দ্র দাসকে গণপিটুনি দেয় বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে। তিনি ধর্মীয় অবমাননাকর মন্তব্য করেছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গণপিটুনিতে ওই তরুণের মৃত্যু হয়। মৃতদেহ একটি গাছের ডালে উলটো

এরপর আটের পাতায়

স্পর্শকাতর সীমান্তে ঘাঁটি গাড়ছে সেনা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : কাঁটাতারের ওপারে রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রেক্ষিতে উত্তরবঙ্গ সহ উত্তর-পূর্ব ভারতজুড়ে থাকা বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফের পাশাপাশি তৎপরতা বাড়াচ্ছে ভারতীয় সেনা। বিশ্বস্ত সূত্রের খবর, সীমান্ত সুরক্ষা আরও জোরদার করতে 'স্পর্শকাতর' এলাকার কাছাকাছি তাঁবু গাড়ছে সেনা। স্পর্শকাতর এলাকা চিহ্নিত করতে ইতিমধ্যেই দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্তরে সেনা ও বিএসএফের শীর্ষস্থানীয় আধিকারিকদের মধ্যে একপ্রস্থ আলোচনা হয়েছে। শুক্রবার থেকেই সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে শুরু করেছেন সেনার ইস্টার্ন কমান্ডের প্রধান লেফটেন্যান্ট জেনারেল আরসি তিওয়ারি। ত্রিপুরা ও অসমের সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে এদিন বৈঠক করেন তিনি। ত্রিপুরার একাধিক স্পর্শকাতর এলাকার বিএসএফ ক্যাম্পেও যান, কথা বলেন স্থানীয় বিএসএফ কর্তাদের সঙ্গে। সূত্র বলছে, ত্রিপুরা, মেঘালয়, অসম, মিজোরাম এবং

এরপর আটের পাতায়

গোয়েন্দা বার্তা

■ ইচ্ছাকৃত সমস্যা বাধাতে স্থানীয় নাগরিকদের ভারতীয় এলাকায় ঢুকিয়ে দিতে পারে বাংলাদেশ

■ জেহাদিদের এপারে পাঠানোর ছক কষছে জামাত

■ ভারতীয় মাদক কারবারিদের টাকার লোভ দেখিয়ে এপারে অস্ত্র মজুত করতে পারে জঙ্গিরা

অ্যাম্বুল্যান্স সিন্ডিকেটের দাদাগিরি রুখবে কে...

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্সের সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। দাবি করা হচ্ছে, বহুবার জেলা প্রশাসনকে চিঠি দিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে। একবার আলোচনা নাকি অনেকদূর এগিয়েছিল। তারপর অবশ্য সবকিছুই থমকে যায়। শুক্রবার ফের মেডিকেলের তরফে দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি দিয়ে পদক্ষেপের দাবি জানানো হল।

প্রশাসন ও সুপারের দায় ঠেলাঠেলি

মেডিকেল কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ তথা হাসপাতাল সুপার ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বলেছেন, 'আমরাও চাই, বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ন্ত্রণে নির্দিষ্ট নিয়ম চালু হোক। এটা জেলা প্রশাসনকেই করতে হবে। আমাদের হাতে কিছু নেই। আমরা বিভিন্ন দপ্তরে চিঠি দিয়েছি। কিন্তু কেউ কিছু করছে না। ফলে রোগীরা সমস্যায় পড়ছেন।'

দার্জিলিংয়ের আঞ্চলিক পরিবহণ আধিকারিক মিল্টন দাসের পালটা যুক্তি, 'আমরা নিয়মিত অ্যাম্বুল্যান্সগুলোর ওপরে নজরদারি চালাই। তবে মেডিকেল কলেজের ভেতরের বিষয় সেখানকার কর্তৃপক্ষের দেখার কথা। মানুষের দুর্ভোগ রুখতে প্রয়োজনে আমরা আবারও জেলা প্রশাসন, মেডিকেল কর্তৃপক্ষকে নিয়ে আলোচনায় বসে সিদ্ধান্তে নেব।'

বৃহস্পতিবার বাগডোগরার এক ব্যক্তি মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ সংক্রান্ত

এরপর আটের পাতায়

ভিন্ন মতাদর্শকেও স্বাগত সংঘের

রাজনীতির সঙ্গে সংশ্রব নেই সংঘের, বিভিন্ন পেশার পরিচিত মুখদের সেটাই বোঝানোর চেষ্টা করলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। প্রত্যেকের মননে সংঘের বীজ বপন করে গেলেন তিনি।

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : শুধু বিজেপি সমর্থক নয়, অন্য দলের অনুগামীদেরও প্রভাবিত করার চেষ্টা শুরু করেছে আরএসএস। উত্তরবঙ্গে মোহন ভাগবতের তৃতীয় দিনের কর্মসূচি সেই চেষ্টার প্রমাণ। তিনি শুক্রবার বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে বৈঠক করেন শিলিগুড়িতে। সেই বৈঠকে এমন চিকিৎসক, অধ্যাপক, ব্যবসায়ী, সংস্কৃতিকর্মী ছিলেন যাঁরা তৃণমূল ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত কিংবা বাম ও কংগ্রেসমনস্ক।

ভাগবত রাজনৈতিক ভাবাদর্শ নির্বিশেষে সবাইকে সংঘের কাজে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান। মনে করা হচ্ছে, চিরাচরিত ভোটব্যাংক দিয়ে বাংলায় বিজেপিকে জেতানো কঠিন আঁচ করে সমর্থনের পরিধি বাড়ানোর কৌশল নেওয়া হচ্ছে আরএসএসের মাধ্যমে। সরাসরি রাজনৈতিক কথা না বলে সুস্থ ও সমৃদ্ধ সমাজ গঠনে সজ্জন শক্তির পারস্পরিক পরিপূরক হয়ে এক দিশায় কাজ করার ওপর গুরুত্ব দেন ভাগবত।

১০০ বর্ষের সংঘযাত্রা অনুষ্ঠানে মোহন ভাগবত। শিলিগুড়িতে।

সমাজের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক আছে, এমন মানুষদের মাধ্যমে চরিত্র গঠনের কথা বলেন তিনি। সেই লক্ষ্যেই সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রভাবশালীদের শুক্রবার আরএসএস প্রধানের বৈঠকে ডাকা হয়েছিল শিলিগুড়িতে। যেখানে উপস্থিত থাকতে দেখা গিয়েছে উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট চিকিৎসক মলয় চক্রবর্তী, শঙ্খ সেন, সজল বিশ্বাস, গোষ্ঠবিহারী দাস প্রমুখকে। কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন আইনজীবী অলোক ধারা, শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যাপক বিদ্যাবতী আগরওয়াল, পরিবেশকর্মী সুজিত রাহা, ফুটবলার বাইচুং ভুটিয়ার মতো ব্যক্তিত্বও উপস্থিত ছিলেন।

যদিও এঁদের অনেকে সংঘের অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমকে এড়িয়ে চলে যান। কয়েকজন অবশ্য প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন। চিকিৎসক মলয় চক্রবর্তীর কথায়, 'আমার জরুরি অস্ত্রোপচারের ডাক এসে গিয়েছিল। তাই অল্প সময় থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলাম।' উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের নিউরোসার্জন সজল বিশ্বাস ছিলেন পুরো অনুষ্ঠানেই।

এরপর আটের পাতায়

হরিরামপুরে উদ্ধার পাথর জেলা প্রশাসনের কাছে পাঠানোর পরিকল্পনা

কী পড়ল, উল্কা না অন্য কিছু...

সৌরভ রায়

হরিরামপুর, ১৯ ডিসেম্বর : আকাশে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে প্রচণ্ড গতিতে ছুটে চলে এসেছিল আলোর একটি বল। সবে তখন সন্ধে সাতটা। এলাকার একটি ব্রিজে দাঁড়িয়ে আড্ডা দিচ্ছিলেন কয়েকজন তরুণ। পাশের ফাঁকা জমি হঠাৎ আলোময় হয়ে ওঠে। সঙ্গে বিকট আওয়াজ। ভয়ে এক মুহূর্ত আর সেখানে কেউ দাঁড়াননি। বাড়িমুখো হন সকলেই। বৃহস্পতিবার রাতে হরিরামপুর ব্লকের গোকর্ণ পঞ্চায়েতের লহুচর গ্রামের অদূরে এমন ঘটনা হল।

শুক্রবার সকালে ওই তরুণদের অভিজ্ঞতার বর্ণনা এভাবে দিচ্ছিলেন গোকর্ণ পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মুজিবর রহমান। উপপ্রধান বললেন, 'রাতে বাড়িতে ফিরে অনেকেই আলোচনা করেছিলেন। কিন্তু সেভাবে কেউ জানতে পারেনি। এদিন সকালে খবর পেয়ে অনেকেই পাহিন্দ্রা ভাঙা ব্রিজের কাছে যান। কী ঘটেছিল তা দেখার জন্য।'

পাথর নিয়ে হইচই

- বৃহস্পতিবার সন্ধে সাতটায় এলাকার একটি ব্রিজে আড্ডা দিচ্ছিলেন কয়েকজন তরুণ
- হঠাৎ পাশের জমি আলোময় হয়ে ওঠে, সঙ্গে বিকট আওয়াজ
- শুক্রবার সকালে পুলিশ এসে সেখানে একটি পাথরখণ্ডের মতো কিছু পড়ে থাকতে দেখতে পায়
- সেটি জেলা প্রশাসনের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছেন আইসি
- তবে সেই পাথরখণ্ডটি উল্কাপিণ্ড কি না তা নিয়ে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি বিশেষজ্ঞরা

সেখানে যেতেই দেখা যায়, একটি পাথরখণ্ডের মতো কিছু একটা পড়ে রয়েছে। হরিরামপুর থানার পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে সেটি নিয়ে থানায় যায়। সেখানে ছিলেন সাব ইনস্পেক্টর বিমল বিশ্বাস। হরিরামপুর থানার আইসি অভিষেক তালুকদার জানিয়েছেন, সবুজ-কালচে পাথরের মতন খানিকটা পোড়া পাথরখণ্ডই মনে হয়েছে। তবে পাথর কি না তা বলতে পারব না। সেটিকে জেলা প্রশাসনের কাছে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

এক কেজি ৬৫০ গ্রাম ওজনের ওই বস্তুটিকে স্থানীয় মানুষজন তারাখসা বলছেন। বস্তুটির দৈর্ঘ্য ৩.৫ ইঞ্চি ও প্রস্থ ৪.৫ ইঞ্চি।

আবহাওয়া বিভাগের অধীন কলকাতার সল্টলেকে অবস্থিত পজিশনাল অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল সেন্টারের প্রধান দেবপ্রিয় রায় জানিয়েছেন, বিভিন্ন মাধ্যম থেকে আকাশে আগুনের গোলা, কোথাও মাটিতে পড়ে থাকা পাথরের অংশ দেখে প্রাথমিক অনুমান, উল্কা হতেই পারে। তবে সরকারিভাবে কোনও ছবি তাঁদের কাছে আসেনি। কোনও প্রশাসন থেকেও এই বিষয়ে তাঁদের কিছুই জানায়নি। তবে ছবির বিশ্লেষণ করে এবং পাথরের কেমিক্যাল পরীক্ষা না করে চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায় না। উল্কাপাতেরও কোনও পূর্বাভাস তাঁরা দেন না। তবে বড় আকারের উল্কা মাটিতে পড়ে।

এবিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার সম্পাদক অনিমেষ লাহিড়ির বক্তব্য, 'উল্কাপিণ্ড আসলে মহাকাশের ধূলিকণা বা পাথরের টুকরো। যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করার পরে বায়ুর ঘর্ষণ ও প্রচণ্ড গতিবেগের কারণে জ্বলে ওঠে ও বেশিরভাগটাই পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আর যে অংশটুকু পোড়ে না তা পৃথিবীপৃষ্ঠে আছড়ে পড়ে, সেটাই উল্কাপিণ্ড।'

তিনি আরও বললেন, 'উল্কাপিণ্ড মূলত লোহা, নিকেল ও সিলিকেট খনিজের সংমিশ্রণে গঠিত সৌরজগতের প্রাচীনতম বস্তুগুলোর মধ্যে একটি।'

কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার মন্তব্য, 'জেলা প্রশাসন যদি মনে করে তাহলে ওই প্রস্তরখণ্ডটিকে ইসরোতে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে।'

নেওটিয়া হাসপাতালের সাফল্য

নিউজ ব্যুরো

১৯ ডিসেম্বর : নেওটিয়া গেটওয়েল হাসপাতাল প্রথমবার লিডলেস পেসমেকার প্রতিস্থাপনে সাফল্য অর্জন করল। লিডলেস পেসমেকার একটি অত্যাধুনিক কার্ডিয়াক ডিভাইস, যা ধীরগতির হৃৎস্পন্দন (ব্র্যাডিকার্ডিয়া)-এর চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। প্রচলিত পেসমেকারের মতো এই লিডলেস পেসমেকার প্রতিস্থাপন করতে অস্ত্রোপচার করে বুকের ভেতর পকেট তৈরি করতে হয় না। ডিভাইসটি তারের মাধ্যমেও বুকের সঙ্গে যুক্ত থাকে না। এই পেসমেকার প্রতিস্থাপন করলে, পরবর্তীতে ইনফেকশন বা তার সরে যাওয়ার মতো জটিলতা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা কম।

জ্যোতিষ

২০ বৎসরের অভিজ্ঞ কেপি জ্যোতিষ গুরু ডঃ গৌতম আচার্য্যের কাছে তিন মাসে জ্যোতিষ শিখুন। (M) 9749396806. (C/119236)

বাস্তু দোষ

বাসস্থান, অফিস, দোকান, কারখানা, জমি ইত্যাদিতে বাস্তুদোষ কাটিয়ে অর্থ, উন্নতি, শারীরিক সুস্থতা, সুখ, শান্তি সহ জ্যোতিষী পরামর্শ পেতে যোগাযোগ করুন - স্বর্ণপদক প্রাপ্ত বাস্তুবিদ শ্রীদেবঋষিশাস্ত্রী। (M) 9832097405. (C/119711)

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+, পুরুষ বা মহিলা অভিভাবক ও Document সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M. No. - 7439962789. (C/119819)

অ্যাফিডেভিট

I, Jahadul Miya S/o Ali Hossain Miya, R/o Gaochulka, Kumarganj, Cooch Behar, West Bengal- 736134 have changed my name to Jaidul Miya. (K)

●

আমার কন্যার হসপিটাল ডিসচার্জ শংসাপত্রে আমার স্ত্রীর নাম ভুল থাকায় গত 25.11.25 তারিখে J.M. 2nd কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Fulbanu Begam এবং Fnlbaun Bibi এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (C/119240)

●

আমি Sudarshan Das, পিতা: Sudhir Chandra Das, গ্রাম: শান্তিনগর, পো: থানা, ও জেলা: আলিপুরদুয়ার। আমার ভোটার ও প্যান কার্ডে পিতার নাম Sudhir Chandra Das, পিতার ডেথ সার্টিফিকেটে (Reg No : 333, Dt. 16.11.2015) Sudhir Chand Das, আমার বিদ্যালয়ের ট্রান্সফার সার্টিফিকেটে (Sl No: 155) Sudhir Kr Das, আমার পাসপোর্টে (No: N4623912) Sudhir Das উল্লেখ আছে। তাই ১৫/১২/২০২৫ তারিখে আলিপুরদুয়ার 1st class J.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট (No: 7561) বলে আমার স্বর্গীয় পিতা Sudhir Chandra Das, Sudhir Chand Das, Sudhir Kr Das, Sudhir Das-কে একই ব্যক্তি বলে ঘোষণা করলাম। (C/118775)

●

আমার কন্যার জন্মের হসপিটাল ডিসচার্জ শংসাপত্রে আমার নাম ভুল থাকায় গত 25.11.25 তারিখে J.M. 2nd কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Md. Chapikul Islam এবং Sapikul Islam এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C/119239)

কর্মখালি

মাইক্রো ক্রেডিট কোম্পানিতে কাজ করার জন্য লোক চাই। Interview date :- 22-12-2025 Mobile : 8944080396. (C/119715)

অ্যাফিডেভিট

আমি Anarul Momin S/o - Khursed Momin গ্রাম - অমৃতি মোমিন পাড়া, পো :- অমৃতি, থানা - ইংলিশবাজার, মালদা। আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণ পত্রে (Reg. No - B/2025/0527991, Dt - 09-04-2025) মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 13/06/2025 তারিখে মালদা প্রথম শ্রেণি J.M. 2nd কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Rabiya Khatun থেকে Arbiya Khatun করা হইল। যাহা উভয় নামই এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/119827)

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেলের কসমস এগ্রি এন্টারপ্রাইজেস এল এল পি, পার্টনার শ্রী সরোজ দত্ত ও সুস্মিতা দাস ব্যাবসা করার জন্য একটি জমি খরিদ করিয়া লয়। যাহার এল আর খতিয়ান নম্বর ৮০৫, JL-৫০, মৌজা-জামালদহ। কিন্তু উক্ত খতিয়ানে বর্গাদার থাকার কারণে আমার মক্কেল কোনরূপ কাজ করতে পারছে না। অতএব উক্ত খতিয়ানের বর্গাদার বাতিল করার জন্য আমার মক্কেলগন মেখলিগঞ্জ BL & LRO অফিসে যথাযথ কাগজ-পত্রাদি জমা করেন। উক্ত খতিয়ানের বর্গা বাতিল করার বিষয়ে যদি কোন বর্গাদার বা তাহাদের কোন উত্তরাধিকারের কোনরূপ কোন আপত্তি থাকে তাহলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে মেখলিগঞ্জ B L & LRO অফিসে অথবা আমার মক্কেলের 8334904646 ফোন নম্বরে যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন অভিযোগ গ্রাহ্য করা হইবে না।

তপশীল বর্নিত ভূমি

JL-৫০, মৌজা-জামালদহ LR খতিয়ান ৮০৫, LR PLOT-২৩৭৩, ২৩৭৪, ২৩৭৫

মানস রায়, অ্যাডভোকেট
দিনহাটা বার অ্যাসোসিয়েশন

রাজেশ-এডওয়ার্ডের নতুন দল ডুয়ার্সে

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১৯ ডিসেম্বর : কয়েকমাস পরেই পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচন। ইতিমধ্যেই জনসাধারণের মন পেতে শাসক-বিরোধী দুই পক্ষই ভোটের ময়দানে যুযুধান। এদিকে, নিজেদের অস্তিত্ব বাঁচানোর লড়াইয়ে রয়েছে কাস্তে ও হাত শিবিরও। এসব ছবি রাজ্যবাসীর চেনা। তবে এর মধ্যেই উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে নতুন ঢেউ উঠতে চলেছে। শুক্রবার মালবাজার থেকে সেই নতুন রাজনৈতিক দল তরাই-ডুয়ার্স জনশক্তি ফ্রন্টের আত্মপ্রকাশ হল। উপস্থিত ছিলেন দার্জিলিংয়ের গোর্খা নেতা অজয় এডওয়ার্ড। এদিন মালবাজার বাসস্ট্যান্ড চত্বরে নতুন দলের হয়ে তৃণমূল এবং বিজেপিকে কার্যত এক হাত নেন অজয়। স্পষ্ট জানালেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ১০টি আসনে তাঁদের দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে অজয় প্রথমে ভানু ভক্ত আচার্য এবং বিরসা মুন্ডার মূর্তিতে মালা দেন। পরে ফিতে কেটে নতুন দলের কার্যালয় উদ্বোধন করেন। যদিও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে গিয়ে দড়ি ছিঁড়ে যাওয়ায় পতাকা মাটিতে পড়ে বিপত্তি ঘটে। সেই বিষয়ে দুঃখপ্রকাশ করেন আয়োজকরা। নতুন দলের পতাকাও উন্মোচন করেন কনভেনার অজয়। দলের প্রতীক হল সেতু। এরপর দলের পদাধিকারীদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন। দলের সভাপতির দায়িত্ব পেয়েছেন রাজেশ লাকড়া। এছাড়া সহ সভাপতির পদে জয় প্রফুল লাকড়া, আরপি শর্মা, সাধারণ সম্পাদকের পদে চন্দন লোহার দায়িত্ব পেয়েছেন। যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে বিজয় ছেত্রী, কোষাধ্যক্ষ হিসাবে পাপ্পু গুপ্তা এবং চিফ কোঅর্ডিনেটর হিসাবে আয়ুষ অধিকারী কাজ করবেন।

নিশানায় রাজ্য-কেন্দ্র

- নতুন রাজনৈতিক দল তরাই-ডুয়ার্স জনশক্তি ফ্রন্টের আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোর্খা নেতা অজয় এডওয়ার্ড
- এদিন মালবাজার বাসস্ট্যান্ড চত্বরে নতুন দলের হয়ে তৃণমূল এবং বিজেপিকে কার্যত এক হাত নেন অজয়
- স্পষ্ট জানালেন, আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ১০টি আসনে তাঁদের দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে

এদিকে, দলের আত্মপ্রকাশের অনুষ্ঠানেই অজয় রাজ্য সরকারের বঞ্চনার কথা তুলে ধরেন। অপরদিকে, কেন্দ্রকে তুলোধোনা করতেও ছাড়েননি। এদিকে, ১০টি আসনে লড়ার কথা বললেও ঠিক কোন কোন আসনে নতুন দল ভোটযুদ্ধে নামবে তা জানানো হয়নি। তবে ডুয়ার্সের মাল, নাগরাকাটা, কালচিনি, কুমারগ্রাম, মাদারিহাটে নিজেদের প্রার্থী দেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে দলের। এবিষয়ে রাজেশ বলেন, 'চা বাগানের শ্রমিকদের স্বার্থে এই দল লড়াই করবে। তাঁদের অধিকার ছিনিয়ে আনতে বৃহত্তর আন্দোলন হবে।' অন্যদিকে জয় প্রফুল জানান, রাজনৈতিক সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন। অধিকারের লড়াইয়ের সঙ্গে থাকবে ষষ্ঠ তফশিলের দাবি।

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গে তৃণমূলের অবস্থা নিয়ে খুশি না হওয়ার কথা নিজেই স্বীকার করেছেন দলের সেকেন্ড-ইন কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বিজেপি নিজেদের শক্ত ঘাঁটি ধরে রাখতে চেষ্টা চালাবে। এমন পরিস্থিতিতে নতুন দল উত্তরের রাজনীতিতে কতটা প্রভাব ফেলবে সেটাই এখন দেখার। এবিষয়ে তৃণমূলের মাল টাউন সভাপতি পুলিন গোলদার বলেন, 'গণতান্ত্রিক দেশে হাজারটা রাজনৈতিক দল থাকতে পারে। তবে ডুয়ার্সের চা বাগানের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা করেছেন তা একটি রেকর্ড। জনগণ বিচার করবেন, কে কাজ করছে আর কে কুৎসা।' অন্যদিকে, রাজেশদের দল নিয়ে মাথাব্যথা নেই বলেই জানালেন বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহা। তিনি জানান, নির্বাচনে শেষ কথা বলে জনগণ।

ইচ্ছাশক্তি যে কোনও কিছুকেই দমিয়ে রাখতে পারে না তার প্রমাণ পাওয়া গেল চা বাগানের ডানিয়ান লুগুনকে দেখে। সে ৬৯তম ন্যাশনাল স্কুল গেমসে বাংলার হয়ে খেলার সুযোগ পেয়েছে।

জাতীয় স্কুল গেমসে চা বাগানের ছেলে

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : ৬৯তম ন্যাশনাল স্কুল গেমসের উশু প্রতিযোগিতায় অনূর্ধ্ব ১৯ বছর বয়সিদের ৪৫ কিলোগ্রাম বিভাগে বাংলার প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পেল আলিপুরদুয়ার জেলার কুমারগ্রাম ব্লকের রায়ডাক চা বাগানের ডানিয়ান লুগুন। ১৪ থেকে ১৮ জানুয়ারি পর্যন্ত মণিপুরের ইম্ফলে হবে প্রতিযোগিতা।

কার্তিকা সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলের একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া ডানিয়ান। বাড়ি থেকে প্রায় ২৫ কিলোমিটার দূরে কামাখ্যাগুড়িতে এসে নিয়মিত অনুশীলন করে সে। এই বছর সল্টলেকে আয়োজিত রাজ্য স্কুল গেমসে প্রথম হয়েছে সে। তার কথায়, 'খেলাধুলোর পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে আমাদের এলাকায়। কীভাবে খেলা চালিয়ে যাব, জানি না। সরকারি সুবিধার অভাবে ভুগছি। দারিদ্রের সঙ্গে লড়াই করে জাতীয়স্তরে সুযোগ পেয়েছি। অন্য খেলার মতো উশুকে মূলস্রোতে আনার জন্য পরিকাঠামো গড়ে তোলা হোক।'

ডানিয়ানের বাবা ফাবিয়ানুশ লুগুন ও মা জশিমা টপ্পো লুগুন চা শ্রমিক। ফাবিয়ানুশের কথায়, 'ইচ্ছাশক্তির জোরে ও এতদূর পৌঁছেছে। ওকে আমরা সেভাবে কিছুই দিতে পারিনি। ওর কোচের সহযোগিতায় জাতীয়স্তরে খেলতে যাচ্ছে। আগামীতে সরকারি সহযোগিতা না পেলে খেলা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না।'

ডানিয়ান লুগুন

কোচ উৎপল রায় ৩ বছর বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন ডানিয়ানকে। নিয়মিত অনুশীলনে আসতে পারে না সে। উৎপলের কথায়, 'অধ্যবসায় ওকে সাফল্য এনে দিয়েছে। ভবিষ্যতে আরও সফল হবে, আশা রাখছি।'

আগুনে 'ভূতের' আতঙ্ক

মালদা, ১৯ ডিসেম্বর : 'ভূতের' আতঙ্ক গ্রাস করেছে মালদা শহরতলির এক পরিবারকে। আচমকা বাড়িতে আগুন ধরে যাচ্ছে। গত দশদিনে ৬ বার এমন ঘটনা হয়েছে। 'ভূত' ধরতে বুধবার আসরে নামে পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চ। খতিয়ে দেখে তাঁরা জানান, কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে আগুন ধরিয়ে দিচ্ছেন বাড়ির ভেতর।

ইংরেজবাজার ব্লকের যদুপুর-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের আমজামতলার বাসিন্দা সনজ মণ্ডলের বাড়ির। পেশায় তিনি রাজমিস্ত্রি। বাড়িতে রয়েছেন স্ত্রী লক্ষ্মী মণ্ডল ও তাঁদের ১১ বছরের একটি ছেলে। পৈতৃক ভিটেতে সপরিবারে বাস করেন তিনি। সনজের অভিযোগ, 'বাইরে থেকে তালাবন্ধ থাকলেও আগুন ধরে যাচ্ছে ঘরে। মনে হয় কেউ বাণ মারছে।' তিনি আরও বলেন, 'বিজ্ঞানমঞ্চের সদস্যরা এসেছিলেন। বলেছেন, ভূত বলে কিছু নেই। রাগের বশে কেউ আগুন লাগিয়ে দিচ্ছেন।' তাঁর স্ত্রী লক্ষ্মীর দাবি, 'কীভাবে আগুন লাগছে, বুঝতে পারছি না। তবে কাউকে সন্দেহ হয় না।' স্থানীয় বিধান মণ্ডলও বলছেন, 'কাউকে আগুন লাগাতে দেখিনি।'

শুক্রবার আবার আগুন লাগে। বিজ্ঞানমঞ্চের জেলা সভাপতি সুনীল দাসের দাবি, ভৌতিক বলে কিছু হয় না।

e-Tender Notice
Office of the BDO, Banarhat Block

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide. **e-NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-014/2025-26 (2nd Call)** Last date of online bid submission **02/01/2026 11:00 AM**. For further details you may visit **https://tenders.wb.gov.in**

Sd/-
BDO, Banarhat Block

হকিতে পলাশবাড়ির ফের জয়জয়কার

পলাশবাড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : চলতি বছরের এপ্রিল মাসে মালদায় বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নেতাজি সুভাষ স্টেট গেমসের হকিতে রাজ্য চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল আলিপুরদুয়ার জেলার ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৭ দল। আর এবার মালদাতে অনুষ্ঠিত ২০২৫-এর বেঙ্গল স্টেট হকি চ্যাম্পিয়নশিপের নর্দার্ন জোনের খেলায় আলিপুরদুয়ার জেলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করা পলাশবাড়ির মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৬ ও অনূর্ধ্ব-১৯ দল এবং ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৯ দল চ্যাম্পিয়ন হল। এছাড়া আলিপুরদুয়ার জেলার ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৬ দল এবং মেয়েদের সিনিয়ার দল রানার্স হয়েছে। এই জয়ে খুশি পলাশবাড়ির খেলোয়াড়রা। নর্দার্ন জোনের তিনটি চ্যাম্পিয়ন টিমই শুক্রবার মালদা থেকে কলকাতায় পাড়ি দেয়। শনিবার কলকাতায় রাজ্যের তিন জোনের চ্যাম্পিয়ন টিমদের মধ্যে খেলা হবে।

আলিপুরদুয়ার জেলা হকি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জীবন সরকার বলেন, 'নর্দার্ন জোনের খেলায় আমরা ভালো সাফল্য পেয়েছি। পলাশবাড়ি থেকে মোট পাঁচটি দল মালদায় আসে। পাঁচ দলই আলিপুরদুয়ার জেলার হয়ে খেলে। তার মধ্যে তিনটি দল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। আর দুটি দল রানার্স হয়েছে। এবার কলকাতায় তিন জোন মিলে চূড়ান্ত পর্বের খেলাতেও সাফল্য মিলবে বলে আমরা আশাবাদী।'

e-Tender Notice

Sealed tender are hereby invited by the Block Dev Officer, **H.C.Pur-I Dev. Block under (APAS)** Schemes **NIT no. e32H1DB202526** vide Memo No. 3277/HCP-1, **Date : 25/11/2025. Closing Date 26.12.25** Interested persons may visit **https://wbtenders.gov.in** for details.

Sd/-
Block Dev Officer
H.C.Pur-I, Dev. Block
H.C.Pur Malda

Notice Inviting Tender

Tenders are invited vide NIT No.- 02/BDO/K-I of 2025-26 Dated-18.12.2025 by the B.D.O Kaliachak-I B.D.O, Malda on behalf of P&RD Dept., Govt. of West Bengal, Intending bidders are requested to visit the Block Office for details. Last date of application for Tender Paper at 26.12.2025 up to 14:00 PM.

Sd/-
Block Dev. Officer
Kaliachak-I Development Block, Malda

NOTICE INVITING e-TENDER

N.I.e.T. No. WB/APD/KMG/BDO-ET/22/2025-26, Dt. 18/12/2025, Last date and time for bid submission-29/12/2025 at 9.00 hours, For more information please visit : **www.wbetenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer
&
Block Development Officer
Kumargram Development Block
Kumargram :: Alipurduar

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩২৫০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৩১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৬৫৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২০১০০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২০১১০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

সাইয়ারা (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৮.০০ সোনি ম্যাক্স

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ ফাটাফাটি, দুপুর ১.০০ জিও পাগলা, বিকেল ৪.১৫ লাভেরিয়া, সন্ধে ৭.১৫ অগ্নি, রাত ১০.৩০ অন্ধ বিচার

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.১৫ আক্রোশ, দুপুর ১২.৩০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, বিকেল ৪.০০ জামাই রাজা, সন্ধে ৭.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, রাত ১০.০০ লে হালুয়া লে

জি বাংলা সোনার : সকাল ৮.৩০ সুন্দর বউ, ১০.৩০ বচ্চন, বিকেল ৪.০০ সাথীহারা, রাত ১০.৩০ রক্ত নদীর ধারা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ সমুদ্র সাক্ষী, সন্ধে ৭.৩০ শুধু তোমারই জন্য

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ নাচ নাগিনী নাচ রে

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জয়ী

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.০১ কমান্ডো-থ্রি, দুপুর ১২.৩৫ গাঙ্গুবাই কথিয়াওয়াড়ি

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৯.৪০ হিম্মত, দুপুর ১২.৫০ বম বম বোলে, বিকেল ৩.৫০ হিম্মতওয়ালা, সন্ধে ৬.৫০ জিদ্দি, রাত ১০.০০ অ্যাডভেঞ্চার্স অফ টারজান

সোনি ম্যাক্স ওয়ান : দুপুর ১২.৪৫ আর্টিক্যাল ৩৭০, বিকেল ৫.৫৬ ড্রাঙ্কেন মাস্টার, সন্ধে ৭.৫৯ পাওয়ারস্টার মাস্টার, রাত ১০.৫৪ মালাঙ্গ

চিরদিনের বন্ধনে আর্য
চিরদিনই তুমি যে আমার
সন্ধে ৬.৩০ জি বাংলা

বম বম বোলে দুপুর ১২.৫০
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড

জি বলিউড : বেলা ১১.১৬ হিরো হিন্দুস্তানি, দুপুর ১.৪৬ নসীব, বিকেল ৫.১৮ ইনসাফ কি পুকার, সন্ধে ৭.৫৯ মর্দ, রাত ১১.২০ মসিহা

ভদ্রকালী (ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার) রাত ৮.০০ স্টার গোল্ড

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব আরও বাড়বে। পিঠ ও কোমরের ব্যথায় ভোগান্তি। বৃষ : পরীক্ষার ফল বেশ ভালো হবে। বেড়াতে গিয়ে শারীরিক সমস্যা হতে পারে। প্রেমে শুভ। মিথুন : বাবা ও মায়ের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। পেটের অসুখের কারণে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বন্ধ করতে হতে পারে। কর্কট : খাওয়াদাওয়ার ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকা দরকার। আর্থিক প্রতারণার শিকার হতে পারেন। সিংহ : প্রেমের সম্পর্ক নিয়ে সংসারে অশান্তি। দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে উপহার পেতে পারেন। কন্যা : পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে আনন্দ। প্রেমে আনন্দ। তুলা : ব্যবসার কাজে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। পথে চলতে খুব সতর্ক থাকুন। বৃশ্চিক : কোনও মহৎ ব্যক্তির সান্নিধ্য লাভ। নতুন কোনও ব্যবসা নিয়ে ভাবনাচিন্তা। ধনু : বাড়িতে পুজো, আচার অনুষ্ঠান। অপ্রত্যাশিত ভালো খবর পেতে পারেন। মকর : আলস্যের কারণে ভালো সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। খুব কাছের লোকের দ্বারা ঠকতে পারেন। কুম্ভ : বন্ধ থাকা কোনও প্রকল্পে হাত দিলে সুফল পাবেন। মায়ের শরীর নিয়ে চিন্তা। মীন : পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দ। সম্পত্তি নিয়ে মামলার ফল আপনার পক্ষে যাবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৪ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ২৯ অগ্রহায়ণ, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫, ৪ পুহ, সংবৎ ১৫ পৌষ বদি, ২৮ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১৮, অঃ ৪।৫২। শনিবার, অমাবস্যা প্রাতঃ ৬।৪৫। মূলানক্ষত্র রাত্রি ১।৩৩। গণ্ডযোগ সন্ধ্যা ৫।১১। নাগকরণ প্রাতঃ ৬।৪৫ গতে কিন্তুঘ্নকরণ রাত্রি ৭।৩৬ গতে ববকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, রাত্রি ১।৩৩ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পত্তির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, প্রাতঃ ৬।৪৫ গতে পূর্ব্বে। কালবেলাদি ৭।৩৮ মধ্যে ও ১২।৫৪ গতে ২।১৩ মধ্যে ও ৩।৩২ গতে ৪।৫২ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৩৩ মধ্যে ও ৪।৩৮ গতে ৬।১৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৭।৩৮ গতে যাত্রা শুভ পূর্ব্বে নিষেধ, রাত্রি ১।৩৩ গতে যাত্রা মধ্যম, শেষরাত্রি ৪।৩৮ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- প্রতিপদের একোদিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৯ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১২।৫ গতে ২।৫৬ মধ্যে ও ৩।৩৮ গতে ৪।৫২ মধ্যে এবং রাত্রি ১।৪ গতে ২।৫০ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।৫০ গতে ৩।৪৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

জলপাইগুড়িতে এলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি

উদ্বোধনের চূড়ান্ত প্রস্তুতি

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : শনিবার পাহাড়পুরে জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের নবনির্মিত স্থায়ী ভবন পরিদর্শন করবেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল সহ অন্য বিচারপতিরা। এরপর জেলা প্রশাসনের সঙ্গে তাঁরা একটি বৈঠক করতে পারেন। শুক্রবারই প্রধান বিচারপতি কলকাতা থেকে বিমানে বাগডোগরা নামেন। এরপর সড়কপথে পৌঁছে যান জলপাইগুড়ি। রাত কাটান জলপাইগুড়ি সার্কিট হাউসে। প্রধান বিচারপতির আগমনকে কেন্দ্র করে এদিন পাহাড়পুর এলাকায় প্রশাসনিক তৎপরতা ছিল তুঙ্গে।

আগামী ১৭ জানুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের নবনির্মিত স্থায়ী ভবনের উদ্বোধন। এখন চলছে শেষ পর্যায়ের কাজ। মূল কোর্ট ভবন নির্মাণের কাজ বেশ কয়েকমাস আগে সম্পন্ন হয়েছে। সার্কিট বেঞ্চের সামনের সার্ভিস রোডের আলো থেকে শুরু করে বিচারপতিদের বাংলো এবং কর্মী আবাসনের কাজ চলছে। নির্মাণকারী সংস্থাকে অবশিষ্ট কাজ চলতি মাসের মধ্যে শেষ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

নবনির্মিত জলপাইগুড়ির সার্কিট বেঞ্চ। -সংবাদচিত্র

গত সপ্তাহে সার্কিট বেঞ্চের স্থায়ী ভবন পরিদর্শন করেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রোটোকল কমিটির চেয়ারম্যান বিচারপতি দেবাংশু বসাক। তিনি হাইকোর্টের স্থায়ী পরিকাঠামো ঘুরে দেখার পাশাপাশি উদ্বোধন প্রসঙ্গে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনাও করেন। উদ্বোধনের আগে সম্ভবত এটাই প্রধান বিচারপতির চূড়ান্ত পরিদর্শন। বিচারপতিদের আবাসন থেকে শুরু করে স্থায়ী ভবনের প্রতিটি এজলাস ঘুরে দেখবেন তিনি। উদ্বোধনের অনুষ্ঠানসূচি প্রসঙ্গে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে।

জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অভিজিৎ সরকার বলেন, 'এই সার্কিট বেঞ্চ আমাদের দীর্ঘ আন্দোলনের প্রাপ্তি। ১৭ জানুয়ারি স্থায়ী ভবনের উদ্বোধন। আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। উদ্বোধনের আগে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি পরিদর্শনে আসছেন। তিনি সার্কিট বেঞ্চে বার অ্যাসোসিয়েশনেও আসবেন। আশা করছি উদ্বোধন নিয়ে আলোচনা হবে।'

কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের নবনির্মিত স্থায়ী ভবনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সহ একাধিক মন্ত্রী। উপস্থিত থাকতে পারেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সহ আরও পাঁচ বিচারপতি। এছাড়াও আমন্ত্রিতদের তালিকায় রয়েছেন দেশের পাঁচটি হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিরা, একাধিক অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি।

উদ্বোধনের দিন অতিথিদের নিরাপত্তায় কোনওরকম খামতি রাখতে চায় না জেলা প্রশাসন। গোটা কর্মসূচি নিয়েই প্রশাসনের বিভিন্ন মহলে দফায় দফায় আলোচনা হচ্ছে। এই আবহে কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির পরিদর্শন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন জেলার আইনজীবীরা।

কর্মসূচি

শুক্রবার জলপাইগুড়িতে পৌঁছেছেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল

আগামী ১৭ জানুয়ারি জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের নবনির্মিত স্থায়ী ভবনের উদ্বোধন

উদ্বোধনের আগে চূড়ান্ত পরিদর্শনে প্রধান বিচারপতি, সঙ্গে রয়েছেন আরও কয়েকজন বিচারপতি

তাঁরা বিচারপতিদের আবাসন থেকে শুরু করে স্থায়ী ভবনের প্রতিটি এজলাস ঘুরে দেখবেন

তথ্যে ভুল, ফর্ম দিতে নারাজ স্কুল

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তির ফর্ম দেওয়া নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুলে। পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য ফর্ম তুলতে গেলে ফর্ম দেওয়ার বদলে অভিভাবকদের সঙ্গে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে হাইস্কুলের টিচার ইনচার্জের বিরুদ্ধে। গত কয়েকদিন ধরে এমন ঘটনার পর শুক্রবার বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক)-এর সঙ্গে দেখা করেন অভিভাবকরা। অভিভাবকদের অভিযোগ, মেয়েদের পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য টিচার ইনচার্জের সঙ্গে কথা বলতে গেলে তিনি ধাক্কা মেরে অফিস থেকে বের করে দেন। এরপরই জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুলের টিচার ইনচার্জ বনানী রায়ের নামে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে অভিযোগ জানান ক্ষুব্ধ অভিভাবকদের একাংশ।

ইতিমধ্যেই স্কুলগুলিতে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সেইমতো জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুলে মেয়েদের ভর্তির জন্য ফর্ম তুলতে গিয়েছিলেন ১০-১২ জন অভিভাবক। তাঁদের অভিযোগ, মেয়েদের নথিতে কিছু তথ্যগত ভুল রয়েছে। এই কারণ দেখিয়ে ফর্ম দেওয়া হচ্ছে না। কিন্তু ঠিক কী সমস্যা রয়েছে নথিতে?

এদিন রমা পাল নামে এক অভিভাবক জানান, তাঁর মেয়ে জ্যোৎস্নাময়ী প্রাথমিক স্কুলে পড়াশোনা করছে। এবছর চতুর্থ শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে উঠবে। সে কারণেই ফর্ম নিতে এসেছিলেন জ্যোৎস্নাময়ী গালর্স হাইস্কুলে। অভিযোগ, তাঁকে বলা হয় মেয়ের আধার কার্ডে এবং জন্ম শংসাপত্রে বাবার নামের বানান ভুল রয়েছে। সে কারণে নাকি ফর্ম দেওয়া যাবে না। ওই অভিভাবকের প্রশ্ন, মেয়ে তো এই স্কুলেরই প্রাথমিক বিভাগে পড়াশোনা করেছে, তখন সমস্যা হয়নি। তাহলে এখন সমস্যা হচ্ছে কেন? তাছাড়া আধার, জন্ম শংসাপত্রে যে ভুল রয়েছে তা ঠিক করার জন্য টিচার ইনচার্জের কাছে সময় চাইলেও তিনি কোনও কথাই বলতে চাইছেন না বলেও অভিযোগ করেন ওই অভিভাবক।

যার বিরুদ্ধে এত অভিযোগ পুরো বিষয়টি নিয়ে সেই টিচার ইনচার্জের কোনও বক্তব্য পাওয়া যায়নি। ১২টা ৩৮ নাগাদ তাঁকে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি। এছাড়াও তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য দুপুর ১টা ৩০ পর্যন্ত স্কুলের গেটে অপেক্ষা করেও তাঁর কাছে পৌঁছানো যায়নি। বিদ্যালয়ে ঢুকতে গেলে গেটম্যান জানিয়ে দেন, 'ম্যাডাম এখন কথা বলতে পারবেন না।'

বৃহস্পতিবার প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ থেকে পঞ্চম শ্রেণি চালুর অনুমোদন পেয়েছে জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস প্রাথমিক স্কুল। তবে প্রাথমিক স্কুলে পঞ্চমে ভর্তি করাতে অনীহা রয়েছে সিংহভাগ অভিভাবকের। সেকারণেই তাঁরা হাইস্কুলে ফর্ম তুলতে যান। লিপি গঙ্গাধারণ নামে এক অভিভাবক বলেন, 'স্কুল থেকে যদি আমাদের লিখিত দিয়ে দেয় তথ্য সংশোধনের পর ভর্তি নেবে তাহলে আমরা নিশ্চিত হব। পাশাপাশি সরকারি পাঠ্যবই ও ইউনিফর্ম যদি দেওয়া হয় তাহলে মেয়েরা নির্দিষ্ট দিন থেকে স্কুলে আসতে পারবে।'

পুরো বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) বালিকা গোলে বলেন, 'ভর্তি নিয়ে কোনও সমস্যা না হওয়ার কথা। তবে কেন টিচার ইনচার্জ অভিভাবকদের এমন বলেছেন তা কথা বলে দেখতে হবে। তাছাড়া পড়ুয়াদের তথ্যগত কোনও ভুল থাকলে তা সংশোধনের জন্যও সময় দেওয়া হয়।'

বিতর্কে জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস

জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুলের সামনে উত্তেজনা। শুক্রবার।

অ্যাকাউন্ট পরীক্ষা

চোপড়া, ১৯ ডিসেম্বর : চোপড়া ব্লকে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের ১০ হাজার উপভোক্তার অ্যাকাউন্ট পরীক্ষার জন্য শুক্রবার ১ টাকা করে পাঠাল ব্লক প্রশাসন। ব্লকে দ্বিতীয় পর্বে তালিকাভুক্ত (বাংলার বাড়ি গ্রামীণ) উপভোক্তার সংখ্যা ১০৭৯৭ জন। প্রথম পর্বে ব্লকে প্রায় আড়াই হাজার উপভোক্তা আবাসের সুবিধা পেয়েছেন। অ্যাকাউন্টে কোনও সমস্যা রয়েছে কি না, তা দেখতে ১ টাকা করে পাঠানো হয়েছে।

অভিযান

শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : বেসরকারি স্কুলবাসগুলিতে বিশেষ নিরাপত্তা অভিযান চালানো হয়েছে। শুক্রবার শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এনজেপি ট্রাফিক গার্ডের উদ্যোগে এনজেপি-র নেতাজি মোড়ে এই অভিযান হয়। বাসের ফার্স্ট এইড বক্স, ইমার্জেন্সি গেট ইত্যাদি ঠিকমতো কাজ করে কি না, চালকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স, গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ইত্যাদি নথিগুলিও যাচাই করা হয়। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতেও এমন অভিযান চলবে বলে জানিয়েছেন এনজেপি ট্রাফিক গার্ডের সেকেন্ড অফিসার এসআই সুরেন্দ্র সিং নেগি।

প্রতিযোগিতা

খড়িবাড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : খড়িবাড়ি ব্লকের রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের আন্তঃপ্রাথমিক বিদ্যালয় এবং শিশুশিক্ষাকেন্দ্রসমূহের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হল শুক্রবার। এদিন বাতাসি পিএসএ ক্লাব মাঠে আয়োজিত প্রতিযোগিতায় ৩৪টি ইভেন্টে মোট ৪৭০ জন পড়ুয়া অংশ নিয়েছিল। রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সান্ত্বনা সিংহ এদিন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। বাতাসি চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক দিলীপচন্দ্র বর্মন জানান, ২৩ ডিসেম্বর বাতাসিচক্র স্তরের ১৮তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা পিএসএ ক্লাব মাঠেই হবে।

পাতা হল খাঁচা

নকশালবাড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গ সংবাদের খবরের জেরে চিতাবাঘ ধরতে পাতা হল খাঁচা। নকশালবাড়ি জাবরা চা বাগানের ৪ নম্বর সেকশনে পানিঘাটা রেঞ্জের তরফে শুক্রবার খাঁচাটি বসানো হয়েছে। কয়েকদিন ধরে জাবরা চা বাগানের শ্রমিক মহল্লা থেকে গোরু, ছাগলের ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার ঘিরে শোরগোল পড়ে যায় এলাকায়। শ্রমিকরা গত সপ্তাহের শনিবার পানিঘাটা বন দপ্তরের কলাবাড়ি বিট অফিসকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান। পানিঘাটা বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসার প্রণবকুমার দাস বলেন, 'শ্রমিকদের দাবি শুনে এদিন জাবরা চা বাগানে একটি খাঁচা বসানো হয়েছে।'

ঝুলন্ত দেহ

ফাঁসিদেওয়া, ১৯ ডিসেম্বর : ফাঁসিদেওয়া ব্লকের পশ্চিম নিতবাজারে শুক্রবার উদ্ধার হল এক মহিলার ঝুলন্ত দেহ। মৃত রুফিনা তিরকি (৪০) ওই এলাকারই বাসিন্দা। এদিন তাঁর বাড়ি থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।

বিজ্ঞানমেলায় স্কাইগার্ড এআই

শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : বিমান দুর্ঘটনা এড়াতে স্কাইগার্ড এআই-এর মডেল তৈরি করে তাক লাগাল দুই পড়ুয়া। বৃহস্পতিবার দার্জিলিং জেলা বিজ্ঞানমেলার উদ্বোধন হয়। এই বিজ্ঞানমেলায় প্রথম হয়েছে এয়ার ফোর্স স্কুলের বিজ্ঞান বিভাগের একাদশ শ্রেণির পড়ুয়া কিঞ্জল দাস এবং মাহাকে আখতার বানু। তাদের তৈরি মডেল নজর কেড়েছে বিচারকদের পাশাপাশি বিজ্ঞানপ্রেমীদেরও। জেলা বিজ্ঞানমেলায় প্রথম হয়ে রাজ্য স্তরের বিজ্ঞানমেলায় অংশগ্রহণ করার সুযোগ পেয়েছে তারা।

পড়ুয়াদের বিজ্ঞান নিয়ে আগ্রহী করে তুলতে প্রতিবছর এই বিজ্ঞানমেলার আয়োজন করা হয়। চলতিবছর প্রায় ২৫টি স্কুল থেকে ১০০-র বেশি পড়ুয়া এই বিজ্ঞানমেলায় অংশ নিয়েছে। শুক্রবার পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক শংকর ঘোষ। এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করা কিঞ্জল দাস জানায়, স্কাইগার্ড এআই হল এমন একটি প্রযুক্তি, যা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে বিমানবন্দরের রানওয়ে এবং আশপাশের পাখি শনাক্ত করতে সাহায্য করে। এর মাধ্যমে পাইলট এবং গ্রাউন্ড স্টাফরা সময়মতো সতর্ক হয়ে পাখি তাড়ানোর ব্যবস্থা নিতে পারেন। তার কথায়, 'যাত্রীরা যাতে সুরক্ষিতভাবে বিমান যাত্রা করতে পারে, সেজন্য আমরা এই মডেল তৈরি করেছি।'

দার্জিলিং জেলা বিজ্ঞানমেলায় বিজয়ীরা। শুক্রবার।

অন্যদিকে, 'অ্যাকোয়া বট' মডেল তৈরি করে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে সারদা বিদ্যামন্দির হাইস্কুলের নবম শ্রেণির পড়ুয়া ত্রিদেব রায়। এছাড়াও এআই নার্স 'সহায়িকা' সহ আরও বেশকিছু মডেল বিজ্ঞানপ্রেমীদের নজর কাড়ে। বিজ্ঞানকেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে, বিজ্ঞানমেলায় প্রথম সারিতে স্থান পাওয়া মোট চারটি মডেল রাজ্য বিজ্ঞানমেলায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। এদিন প্রতিযোগিতায় তৃতীয় ও চতুর্থ হয়েছে আর্মি পাবলিক স্কুল ও লিটল অ্যাঞ্জেলস স্কুলের পড়ুয়ারা। এদিন বিজ্ঞানকেন্দ্রে পড়ুয়াদের বিজ্ঞান সম্পর্কিত একটি আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়।

সেরা চার মডেল ১৩ জানুয়ারি কলকাতার বিড়লা ইন্ডাস্ট্রিয়াল অ্যান্ড টেকনলজি মিউজিয়ামে অনুষ্ঠিত রাজ্য স্তরের বিজ্ঞানমেলায় জেলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবে। এদিনের বিজ্ঞানমেলায় উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞানকেন্দ্রের প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর ঋতব্রত বিশ্বাস এবং এডুকেশন অফিসার বিশ্বজিৎ কুণ্ডু।

ইভটিজিং

শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার দার্জিলিং মোড়ে চা খেতে গিয়ে ইভটিজিং-এর শিকার হতে হল এক নাবালিকাকে। অভিযোগ, দুই তরুণ ওই নাবালিকাকে কুপ্রস্তাব দেয়। নাবালিকা তাঁদের কুপ্রস্তাবে রাজি না হলে ওই দুজন নাবালিকাকে ধরে টানাটানি করতে থাকে। নাবালিকা কোনওভাবে পালিয়ে বাঁচে। বাড়ি ফেরার পর নাবালিকার থেকে পুরো বিষয়টা জানার পর পরিবারের সদস্যরা প্রধাননগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে প্রধাননগর থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবারই দুই অভিযুক্ত সমীর ছেত্রী এবং সঞ্জয় রাইকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ধৃতদের শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তাঁদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। প্রধাননগর থানার আইসি বাসুদেব সরকার বলেন, 'অভিযোগ পাওয়া মাত্র আমরা তদন্ত শুরু করি। ঘটনায় জড়িত দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

সাতসকালে কাজে ব্যস্ত।। শুক্রবার সকালে ইসলামপুরের ডিমরুল্লায় সুদীপ্ত ভৌমিকের তোলা ছবি।

সুপ্রিম কোর্টে আপিলের প্রস্তুতি জিটিএ'র

দুর্নীতির তদন্তে সিবিআই দাবি

রণজিৎ ঘোষ ও তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : চাকরি বাতিলের রায়ে সন্তুষ্ট থাকতে নারাজ মামলাকারীরা। এবার পাহাড়ে নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে সিবিআই ও ইডি'র মতো কেন্দ্রীয় এজেন্সির হাতে তদন্তভার তুলে দেওয়ার দাবি জানালেন তাঁরা। শুক্রবার শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করে জয়েন্ট আনএমপ্লয়েড ইউথ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সভাপতি সুদন গুরুং এই বিষয়ে সরব হন।

তাঁর বক্তব্য, 'নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে মোটা টাকার বিনিময়ে পাহাড়ে অযোগ্যদের শিক্ষকতার চাকরি পাইয়ে দেওয়া হয়েছিল। আদালতের রায়কে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। তবে, এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত পাহাড়ের নেতা, শিক্ষা দপ্তরের কর্তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে।' অন্যদিকে, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতিও (এবিটিএ) এদিন সাংবাদিক বৈঠক করেছে। দুর্নীতির নিরপেক্ষ তদন্ত এবং প্রকৃত মেধাবীদের চাকরির সুযোগ দেওয়ার দাবি জানিয়েছে ওই শিক্ষক সংগঠন।

শিলিগুড়ি জার্নালিস্টস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠকে সুদন গুরুং। শুক্রবার।

এদিকে, হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে জিটিএ। রাজ্য সরকারের পদাধিকারী ও আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলতে ইতিমধ্যে কলকাতায় পৌঁছেছেন জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা। বিধানসভা ভোটের আগে ভাবমূর্তি ঠিক রাখতে আপাতত চাকরি বাতিলের নির্দেশের ওপর স্থগিতাদেশ পেতে চাইছেন অনীতরা।

২০১৭ সালে বিনয় তামাং আর অনীত রাজ্য সরকারের সমর্থনে পাহাড়ের রাশ হাতে নেন। এরপরেই সেখানকার বিভিন্ন হাইস্কুলে স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষক হিসাবে কর্মরতদের মধ্য থেকে ৩১৩ জনকে স্থায়ী শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হয়। ২০১৯ সালের জুন মাসে প্রত্যেকের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিয়েছিল জিটিএ। এই নিয়োগকে অবৈধ বলে দাবি করে মামলা রুজু হয় হাইকোর্টে। অবশেষে, চলতি বছরের ১৭ ডিসেম্বর ৩১৩ জনের চাকরি বাতিল করে দিয়েছে আদালত।

এদিন সুদন সাংবাদিক বৈঠকে দাবি করেন, 'নিয়োগের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ পরিবারতন্ত্র কায়েম হয়েছে।

> আদালতের রায়কে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। তবে, এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে যুক্ত পাহাড়ের নেতা, শিক্ষা দপ্তরের কর্তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত করে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। সিআইডি তদন্তে আমাদের ভরসা নেই। সিবিআই, ইডি-কে তদন্তভার দেওয়া হোক।
>
> **সুদন গুরুং** সভাপতি জয়েন্ট আনএমপ্লয়েড ইউথ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন

যোগ্যতার বদলে শুধু টাকা আর নিজের লোকজনকে চাকরি পাইয়ে দেওয়া হয়। এই দুর্নীতিতে জিটিএ'র তৎকালীন দায়িত্বপ্রাপ্ত একাধিক কর্তা, শিক্ষা দপ্তরের পাহাড় ও কলকাতার বহু আমলা জড়িত।' তাঁর যুক্তি, 'সিআইডি তদন্তে আমাদের ভরসা নেই। সিবিআই, ইডি-কে তদন্তভার দেওয়া হোক।'

জিটিএ'র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মার পাল্টা কটাক্ষ, 'কে সুদন গুরুং? তাঁর তো নিজেরই শিক্ষকতার যোগ্যতা নেই। তাহলে ৩১৩ জন শিক্ষককে নিয়ে বলার অধিকার ওঁকে কে দিয়েছে? ২০১৯ সালে নতুন কোনও নিয়োগ হয়নি। স্বেচ্ছাসেবক শিক্ষক হিসাবে কর্মরতদের মধ্য থেকেই যোগ্যতার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়েছিল।'

শিলিগুড়িতেই অপর একটি সাংবাদিক বৈঠকে এবিটিএ'র দার্জিলিং জেলা সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরু বলেছেন, 'এতগুলো ছেলেমেয়ের চাকরি চলে গেল, তার দায় রাজ্য সরকারকেই নিতে হবে। কারণ, তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন সরকারের মদতে রাজ্যের পাশাপাশি পাহাড়েও শিক্ষক নিয়োগে কেলেঙ্কারি হয়েছে। যোগ্যদের বদলে অধিকাংশই অযোগ্য এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের চাকরি পেয়েছেন। আমরা চাই, মেধার ভিত্তিতে নতুন করে নিয়োগ হোক।'

তাঁর পর্যবেক্ষণ, 'সামনেই মাধ্যমিক পরীক্ষা। পাহাড়ে সরকারি স্কুলগুলোর পরিকাঠামো বেহাল। এমন পরিস্থিতিতে এত সংখ্যক শিক্ষক-শিক্ষিকার চাকরি চলে যাওয়ায় পড়ুয়ারা আরও সমস্যায় পড়ল।'

অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা দেখলেন বিশেষজ্ঞরা

শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল শুধু দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি নয়, উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলা এবং অন্য রাজ্যের বহু মানুষের চিকিৎসার ভরসা। প্রতিদিন বহির্বিভাগ এবং অন্তর্বিভাগ মিলিয়ে বহু রোগী চিকিৎসা পরিষেবা নিতে আসেন। কিন্তু এখানকার অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা এখনও পর্যাপ্ত নয়। একাধিক ভবনে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা তৈরি হয়নি। যেখানে পরিষেবা রয়েছে, সেগুলিও মান্ধাতা আমলের। এখানে আগেও বেশ কয়েকবার ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (সিসিইউ), ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট (আইসিইউ) সহ বেশ কিছু জায়গায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছিল। এমনকি এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় একজনের মৃত্যুও হয়েছিল। কিন্তু অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা আঁটোসাঁটো করা হয়নি। ফলে মেডিকেলের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে আগে থেকেই প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে।

এখানে অন্তর্বিভাগ, বহির্বিভাগ, ল্যাবরেটরি, প্রশাসনিক ভবন, ওষুধ সহ অন্য সামগ্রী মজুত রাখার ঘর মিলিয়ে প্রচুর ভবন রয়েছে। পাশাপাশি সুপারস্পেশালিটি ব্লকও বর্তমানে বেশ কিছু বহির্বিভাগ, করোনারি কেয়ার ইউনিট থেকে শুরু করে অন্তর্বিভাগও চালু হয়েছে। সেখানকার অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাও এদিন খতিয়ে দেখেন ইঞ্জিনিয়াররা।

অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা উন্নত করতে বিশেষজ্ঞ কমিটি গোটা মেডিকেল ঘুরে দেখেন। তাঁরা মেডিকেলের ভবনগুলিতে গিয়ে কোথায় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা রয়েছে, কোথায় নেই সেই সমস্ত তথ্য নথিভুক্ত করেন। ভবনের নকশায় বিভিন্ন জায়গাকে চিহ্নিত করেন। পরিদর্শনে আসা এক ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার তাপসকুমার সিনহা বলেন, 'অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা সম্প্রসারণ করতেই এই পরিদর্শন। যে জায়গাগুলোতে এখনও অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থার সংযোগ যায়নি সেই জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এর সঙ্গে এই ব্যবস্থাকে আরও উন্নত এবং আধুনিকীকরণ করা হচ্ছে।'

মেডিকেল সুপার সঞ্জয় মল্লিকের প্রতিক্রিয়া, 'এখানকার অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাকে আরও সম্প্রসারিত করার প্রক্রিয়া চলছে। আশা করছি দ্রুত এখানকার সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও আধুনিক হয়ে উঠবে।'

অগ্নিকাণ্ড

চোপড়া, ১৯ ডিসেম্বর : চোপড়া থানার মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের কালীগছ গ্রামে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় অগ্নিকাণ্ডের জেরে গণেশ ওরাওঁ নামে এক ব্যক্তির বাড়ি পুড়ে যায়। স্থানীয়দের মধ্যে গুজব রটে উল্কাপাতের ফলে আগুন ধরেছে। যদিও চোপড়া থানার কাঁচাকালী ক্যাম্পের পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে জানিয়েছে, শর্টসার্কিট থেকেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে।

হাতির করিডরে বটলিফ কারখানা

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৯ ডিসেম্বর : একদিকে ইকো সেনসিটিভ জোন, তার ওপর হাতির করিডর। আর সেখানেই তৈরি করা হয়েছে চা তৈরির বটলিফ ফ্যাক্টরি। মাদারিহাট ব্লকের খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্য মাদারিহাটে এই কারখানা তৈরির বিরুদ্ধে গণস্বাক্ষরিত অভিযোগপত্র কয়েকবার জমা দিয়েছে এলাকার জনগণ। কিন্তু বহাললতবিয়তে প্রায় সাত মাস ধরে চলছে চা উৎপাদনের কাজ। দিনরাত মেশিনের আওয়াজে ওই কারখানার আশপাশে থাকা অন্তত ১৩টি বাড়ির লোকজনের রাতের ঘুম চলে গিয়েছে।

ওই কারখানার মালিক অভিনব গান্ধি অবশ্য দাবি করেছেন, তিনি সমস্ত দপ্তরের এনওসি নিয়েই কারখানা তৈরি করেছেন। তিনি এলাকার জনগণের ছাড়পত্র নিয়েছে এবং সরকারি নিয়ম মেনে কারখানা তৈরি করেছেন। স্থানীয়দের কাজ দিয়েছেন। এতে অন্যায় কোথায়?

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বিভাগীয় বনাধিকারিক পারভিন কাশোয়ান বলছেন, 'কারখানা তৈরির অনুমোদনে ইকো সেনসিটিভ জোন কমিটি থেকে সবদিক খতিয়ে দেখেই দেওয়া হয়েছে।' তবে কারখানার জন্য ট্রেড লাইসেন্স তাঁর কাছ থেকে নেওয়া হয়নি বলে জানিয়েছেন খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মন্টু রায়। কারখানা কর্তৃপক্ষ কোথা থেকে ট্রেড লাইসেন্স পেলেন তিনি জানেন না। কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি কারখানা কর্তৃপক্ষকে চিঠি পাঠাবেন। ওই কারখানার গা ঘেঁষেই বাড়ি মনোরঞ্জন দাস, হর্ষবর্ধন ঘোষ, শিপ্রা দাস, সুরজলাল বর্মা, মণীন্দ্র দাসদের। মনোরঞ্জন বলেন, 'দুই বছর আগে এখানে কারখানা তৈরির সময় থেকে আমি প্রশাসনের সমস্ত জায়গায় গণস্বাক্ষরিত অভিযোগপত্র জমা করেছি। কিন্তু আজও কোনও সমাধান হল না। দিব্যি চা তৈরির কাজ চলছে। একদিকে হাতির করিডর। আবার এখান থেকে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের দূরত্ব ৪০০-৫০০ মিটার হবে। ইকো সেনসিটিভ জোনের মধ্যেই এই এলাকা পড়ে। কীভাবে কারখানা তৈরির জন্য সরকারি অনুমোদন পেল বুঝতে পারছি না।'

স্থানীয় বাসিন্দা হর্ষবর্ধন জানালেন, তাঁর বয়স এখন ৭৫ বছর। শ্বাসকষ্টে ভুগছেন। ২৪ ঘণ্টা কারখানার মেশিনের আওয়াজে অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে। এরপর কয়লার গুঁড়ো এবং এই কারখানায় যাওয়ার কাঁচা রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাতায়াতে ধুলোয় বসবাস করাই কঠিন হয়ে গিয়েছে। তাঁর বাড়িতেই রয়েছেন ক্যানসার রোগী। তাঁকে দরজা-জানলা বন্ধ করে ঘরে রাখতে হচ্ছে। ৭০ বছর বয়সি সুরজলালের ঘরের পাশেই এই কারখানা। দিনরাত মেশিনের আওয়াজে তাঁর ঘুম হয় না। শ্বাসকষ্ট বেড়েই চলেছে।

মধ্য মাদারিহাটের পঞ্চায়েত সদস্য রাখি সিং জানেন না, এখানে কার অনুমতি নিয়ে কারখানা তৈরি হয়েছে। অথচ কারখানা তৈরির জন্য পঞ্চায়েত সদস্যর এনওসি লাগে। তিনি বলেন, 'আমার কাছ থেকে কোনও এনওসি কারখানার মালিক নেননি। এমনকি আমাকে পাত্তাই দেন না তিনি।

> ইকো সেনসিটিভ জোনে অনুমতি দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন

মধ্য মাদারিহাটে রাজ্য সড়ক থেকে কাঁচা রাস্তা ধরে ৫০০ মিটার গেলেই বটলিফ কারখানার গেট। কাঁচা রাস্তায় অনবরত গাড়ি কারখানায় যাতায়াত করছে। ট্রাক্টর-ট্রলি যাতায়াতে করায় রাস্তার শোচনীয় অবস্থা শীতকালেই। ধুলোর আস্তরণ পড়েছে গাছের পাতা থেকে আশপাশের বাড়িঘরে। এলাকার বাসিন্দারাই জানালেন, যাতায়াতের করিডরে বাধা পেয়ে হাতির দল এখন মাঝেমধ্যেই ঘরবাড়িতে তাণ্ডব চালাচ্ছে। তাঁদের কথা যে নেহাত মিথ্যা নয়, বাড়িঘরে সেই চিহ্নও রয়েছে। কারখানার গুঁড়ো কয়লা উড়ে আসছে আশপাশের বাড়িতে। কারখানায় ঢুকে দেখা গেল স্থানীয়দের তুলনায় বহিরাগত কর্মীর সংখ্যা অনেক বেশি। অথচ কারখানা তৈরির সময় মালিক আশ্বাস দিয়েছিলেন, স্থানীয়দের নিয়োগ করেই কারখানা চালানো হবে।

ইকো সেনসিটিভ জোন ও হাতির করিডরে তৈরি বটলিফ কারখানা।

শহরের এক কোণে।। শিলিগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন দেবায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

সার্ভার ডাউন, সময়ে রেজাল্ট নিয়ে আশঙ্কা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : বাংলার শিক্ষা এসএমএস পোর্টালের সার্ভার বেশিরভাগ সময় ডাউন থাকায় বিভিন্ন স্কুল সমস্যায় পড়েছে। কয়েকদিন পরই নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হবে। ডিসেম্বরের মধ্যেই স্কুলগুলিকে পড়ুয়াদের হাতে রেজাল্ট তুলে দিতে হবে। ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্কুলে সেই প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। তবে বেশিরভাগ সময় বাংলার শিক্ষা পোর্টালের সার্ভার ডাউন থাকায় স্কুলগুলির সমস্যা বাড়ছে। দ্রুত সমাধান না হলে রেজাল্ট দিতে যে সমস্যায় পড়তে হবে তা শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাথমিক) তরুণকুমার সরকার স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, 'বিভিন্ন স্কুলের তরফে আমাকে এই সমস্যার কথা জানানো হয়েছে। রাজ্যজুড়েই অবশ্য এই সমস্যা হচ্ছে।'

শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী সরকারপোষিত স্কুলগুলিতে প্রাকপ্রাথমিক থেকে নবম শ্রেণির পড়ুয়াদের পরীক্ষার নম্বর বাংলার শিক্ষা পোর্টালে অন্তর্ভুক্ত করতে হয়। তারপর সেই মার্কশিট প্রিন্ট

> **দুর্ভোগ বাড়ছে**
>
> - বাংলার শিক্ষা এসএমএস পোর্টালের সার্ভার বেশিরভাগ সময় ডাউন
> - সমস্যার কারণে পোর্টালে পরীক্ষার নম্বর আপলোডে সমস্যা হচ্ছে
> - এর জেরে পরীক্ষার রেজাল্ট সময়মতো দেওয়া যাবে কি না তা নিয়ে উদ্বেগে স্কুলগুলি
> - দিনেরবেলায় সমস্যা বেশি থাকায় শিক্ষকদের অনেকে রাতে, ভোরে নম্বর আপলোডের কাজ করছেন

করে তাতে প্রধান শিক্ষকের সই সহ পড়ুয়াদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তবে বাংলার শিক্ষা পোর্টালের সার্ভার বেশিরভাগ সময় ডাউন থাকায় তথ্য আপলোড করতে শিক্ষক-শিক্ষিকারা সমস্যায় পড়ছেন। বিশেষ করে যে সকল স্কুলে পড়ুয়ার সংখ্যা বেশি তাদের এই সমস্যা আরও বেশি হচ্ছে। বেশ কিছু স্কুল এখনও রেজাল্ট দেওয়ার তারিখ জানায়নি।

একটিয়াশাল তিলেশ্বরী অধিকারী হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পার্থ দত্ত বলেন, 'সার্ভার ডাউন থাকায় আমরা বাংলার শিক্ষা পোর্টালে নম্বর আপলোড করতেই পারছি না। এদিকে, ২৩ ডিসেম্বর স্কুলের ফল প্রকাশ করার কথা রয়েছে। কীভাবে তা সম্ভব হবে তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছি।' দিনের বেলায় এই সমস্যা থাকায় অনেক শিক্ষক আবার রাতে বাড়িতে বসে এই কাজ করছেন। কেউ কেউ আবার ভোরে পোর্টাল খুলে নম্বর আপলোড করছেন। নেতাজি বয়েজ প্রাথমিক স্কুলের টিচার ইনচার্জ কাঞ্চন দাস বলেন, 'মার্কশিট আদৌ পড়ুয়াদের হাতে নির্দিষ্ট সময়ে তুলে দিতে পারব কি না তা নিয়ে চিন্তায় রয়েছি।' স্কুলগুলোতে এই সমস্যার কথা তুলে ধরে শুক্রবার এবিটিএ'র তরফে সাংবাদিক সম্মেলনও করা হয়। সংগঠনের দার্জিলিং জেলার সহ সভাপতি ভজর প্রসাদ শিবাকোটি সেখানে রাজ্যের সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার পরিকাঠামো নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।

ধৃত চালক

খড়িবাড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : আন্তঃরাজ্য গোরু পাচারের ছক বানচাল করল খড়িবাড়ি পুলিশ। শুক্রবার ভোররাতে খড়িবাড়ির বাংলা-বিহার সীমানার চক্করমারি এলাকায় নাকা চেকিংয়ের সময় সন্দেহজনকভাবে ত্রিপল দিয়ে ঢাকা ওই ট্রাকটি আটক করে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। ট্রাকচালককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলে তাঁর কথাবার্তায় অসংগতি ধরা পড়ে। এরপর পুলিশ ট্রাকটিতে তল্লাশি চালালে ট্রাকের ভেতর থেকে ১৭টি গোরু উদ্ধার হয়। চালক গোরুগুলির কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে না পারায় ট্রাকটি বাজেয়াপ্ত করে গোরু সহ চালককে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। ধৃত ট্রাকচালকের নাম সঞ্জয় দেবনাথ। বাড়ি বর্ধমান জেলায়। পুলিশ জানিয়েছে, গোরুগুলি বিহার থেকে কোচবিহারে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ধৃত চালককে শুক্রবার দুপুরে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে শর্তসাপেক্ষে জামিন দিয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

বৈঠক

ফাঁসিদেওয়া, ১৯ ডিসেম্বর : শুক্রবার টোটো রেজিস্ট্রেশন নিয়ে ফাঁসিদেওয়া বিডিও অফিসে বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। এই বৈঠকে ব্লকের টোটোচালকরা উপস্থিত ছিলেন। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে চালকদের টোটো রেজিস্ট্রেশন করতে বলা হয়েছে প্রশাসনের তরফে। চালকদের কী কী সমস্যা রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা হয়েছে বৈঠকে। বৈঠকে ফাঁসিদেওয়ার বিডিও বনানী মজুমদার, ট্রাফিক ইনস্পেক্টর (গ্রামীণ) পূর্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় উপস্থিত ছিলেন।

কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ গ্রামবাসীর

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : নিম্নমানের কাজের অভিযোগ তুলে অধিকারী পিডব্লিউডি মোড়ে খড়িবাড়ি-শিলিগুড়ি রাজ্য সড়কে সংস্কারের কাজ বন্ধ করে দিলেন স্থানীয়রা। ঠিকাদারি সংস্থার প্রতিনিধিদের ঘিরেও চলে তুমুল বিক্ষোভ। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে টেলিফোনে কথা বলেন। এরপর ঠিকাদারি সংস্থার প্রতিনিধি শিডিউল মেনে কাজ করার আশ্বাস দিলে শুক্রবার বিকেলে সংস্কারের কাজ শুরু।

প্রায় তিন বছর ধরে বেহাল অবস্থায় থাকা খড়িবাড়ি কদমতলা মোড় থেকে অধিকারী পিডব্লিউডি মোড় পর্যন্ত প্রায় তিন কিলোমিটার রাজ্য সড়ক সংস্কারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পূর্ত দপ্তর। বৃহস্পতিবার বিকেলে শুরু হয়েছে কাজ। কিন্তু ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিম্নমানের কাজের অভিযোগে সরব স্থানীয়রা। শুক্রবার দুপুরে তাঁরা কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখান। আন্দোলনকারী বিপুল সরকারের অভিযোগ, 'গর্তের বালি পরিষ্কার না করে বালির উপর পিচ দিয়ে সংস্কারের কাজ করা হচ্ছে। ব্যবহার করা হচ্ছে না রোড রোলার।'

প্রশান্ত দাস বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে রাস্তাটি অবহেলায় পড়ে রয়েছে। রাজ্য সড়ক অথচ ইট দিয়ে হয়েছে সংস্কার। রাস্তা দিয়ে চলাফেরা দায়। খড়িবাড়ির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা হওয়া সত্ত্বেও প্রশাসনের কোনও নজর নেই।' এলাকায় রয়েছে বিডিও অফিস, পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়, হাসপাতাল, স্কুল সহ একাধিক সরকারি প্রতিষ্ঠান। এরপরেও কেন কাজের ক্ষেত্রে প্রশাসনের নজর নেই, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন আন্দোলনকারীরা। আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে অবশ্য এদিন পূর্ত দপ্তরের কোনও আধিকারিক ঘটনাস্থলে আসেননি। এমন অভিযোগ পেয়ে পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলেন কিশোরীমোহন। তারপরই ঠিকাদারি সংস্থার তরফে বিপদভঞ্জন ঘোষ বলেন, 'গর্তগুলিতে প্রচুর ধুলো জমে রয়েছে। বালি ঠিকভাবে পরিষ্কার

রাস্তা খুঁড়ে প্রতিবাদ স্থানীয়দের।

করেনি কর্মীরা। তাছাড়া রোড রোলার হঠাৎ খারাপ হয়ে যাওয়ায় সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। তবে এখন থেকে শিডিউল মেনে কাজ হবে।' তাঁর এই বক্তব্যের পরই আন্দোলন প্রত্যাহৃত হয়। তবে নজরদারি রাখা হবে বলে জানান স্থানীয়রা।

প্রায় তিন বছর ধরে খড়িবাড়ি কদমতলা মোড় থেকে অধিকারী পিডব্লিউডি মোড় পর্যন্ত রাজ্য সড়কটি বেহাল অবস্থায় থাকায় অনেকবারই আন্দোলনে নামেন স্থানীয়রা। পুজোর আগে বর্ষায় বেহাল রাজ্য সড়কে ইট দিয়ে সংস্কার হয়। এতে আরও বেহাল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ইদানীং রাস্তা দিয়ে চলাচল মুশকিল হয়ে পড়ায় বড় ধরনের আন্দোলনের হুমকি দিয়েছিলেন স্থানীয়রা। তার জেরেই কাজ শুরু করে পূর্ত দপ্তর। কিন্তু শুরুতেই উঠেছে নিম্নমানের কাজের অভিযোগ।

গ্রামসভা

বাগডোগরা, ১৯ ডিসেম্বর : লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের গ্রামসভা হল শুক্রবার। এদিন পঞ্চায়েত অফিসের সামনে ওই সভাটি হয়। ছিলেন নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আনন্দ ঘোষ, উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ প্রমুখ। সেখানে ২০২৪-'২৫ অর্থ বছরের ৩ কোটি ২৮ লাখ ৩৫ হাজার টাকা খরচের হিসেব পেশ করা হয়। এরপর ২০২৬-'২৭ অর্থ বছরের ৩২ লাখ ১১ হাজার টাকার একটি খসড়া বাজেট পেশ করা হয়।

দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : পুরনিগমের ১ নম্বর ওয়ার্ডের ধরমনগরে মহানন্দা নদীতে শুক্রবার একটি সদ্যোজাত শিশুর দেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, এদিন এলাকার বাচ্চারা খেলাধুলো করার সময় হঠাৎই সদ্যোজাত শিশুর দেহটি তাদের নজরে আসে। প্রধাননগর থানার পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, শিশুটিকে কেউ নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিল। দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে।

পাশে মেয়র

শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : ২৩ নম্বর ওয়ার্ডে প্রবীণ বিজেপি নেতা মাখনলাল সরকার সহ ওয়ার্ডের পাঁচজন বয়স্ক মহিলা ও পাঁচ প্রবীণ ব্যক্তিকে মেয়র গৌতম দেব শীতের শাল, ডায়েরি ও ফল দিয়ে সংবর্ধনা জানালেন। এছাড়াও মেয়র নিজের ফোন নম্বরও তাঁদের দিয়েছেন। যে কোনও প্রয়োজনে তাঁরা যেন যোগাযোগ করেন সেই বার্তাও গৌতম দিয়েছেন।

গ্রেপ্তার ছয়

শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : ধারালো অস্ত্র সহ ছ'জনকে গ্রেপ্তার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। ধৃতদের শুক্রবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

গাড়ি কম টাইগার হিলে, ধাক্কা পর্যটনে

বড়দিন ও নববর্ষ নিয়ে চিন্তা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : ঘোষণা আগেই ছিল, শুক্রবার সেইমতো টাইগার হিলে গেল না পাহাড়ের কোনও গাড়ি। ফলে পর্যটনের ভরা মরশুমে টাইগার হিলে নৈসর্গিক সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখা থেকে বঞ্চিত হলেন পর্যটকরা। যদিও সমতলের ১০-১২টি গাড়ি এদিন পর্যটকদের নিয়ে কাকভোরে টাইগার হিলে পৌঁছে গিয়েছিল।

এদিকে, গাড়িচালকদের সমস্যার কারণে পর্যটকরা যদি এভাবে বঞ্চিত হন তাহলে আগামীদিনে পাহাড়ের পর্যটন ব্যবসা ফের একবার মুখ থুবড়ে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে হতাশা দেখা দিয়েছে বর্তমানে পাহাড়ে থাকা পর্যটকদের মধ্যেও। অন্যদিকে, নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকার হুঁশিয়ারি দিয়ে আন্দোলনকারীদের নেতা রাহুল শারদার জানিয়েছেন, গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ) বৈঠক না ডাকা পর্যন্ত আন্দোলন জারি থাকবে।

সমতলের পর্যটন ও পরিবহণ ব্যবসায়ী সংগঠনগুলি শুক্রবার ফের বৈঠকে বসে নতুন করে তৈরি হওয়া অচলাবস্থা সহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছে। সেই বৈঠক থেকে দ্রুত টাইগার হিলে পর্যটকদের স্বাভাবিক যাতায়াত সুনিশ্চিত করার দাবি উঠেছে। সমতলের পর্যটন ও পরিবহণ ব্যবসায়ীদের কথায়, টাইগার হিল দার্জিলিংয়ের অন্যতম দর্শনীয় স্থান। সেখানে পর্যটকরা যেতে না পারলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হবে। যার জেরে দার্জিলিংয়ের পর্যটন মুখ থুবড়ে পড়বে। দ্রুত পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপও চাওয়া হয়েছে।

সমতলের গাড়িগুলিকে পর্যটক নিয়ে পাহাড়ের দর্শনীয় স্থানে যেতে না দেওয়ার দাবিতে সরব হয়েছে সেখানকার পরিবহণ সংগঠনগুলি। তাদের বক্তব্য, পর্যটন ও পরিবহণ ব্যবসায়ীরা শিলিগুড়ি সহ সমতল থেকে প্যাকেজ ট্যুর বুক করে পর্যটকদের নির্দিষ্ট গাড়িতে পাহাড়ে নিয়ে আসছে। ওই গাড়িতেই পর্যটকরা টাইগার হিল, রক গার্ডেন,

পর্যটকশূন্য টাইগার হিল ভিউ পয়েন্ট। শুক্রবার। -সংবাদচিত্র

পিস প্যাগোডা সহ বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানে ঘুরছেন। যার ফলে পাহাড়ের স্থানীয় গাড়িচালকদের রুজিরুটি মার খাচ্ছে। এরপরই পাহাড়ের দর্শনীয় স্থানগুলিতে শুধুমাত্র স্থানীয় গাড়ি চলাচলের অনুমতি দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছে তারা। যদিও বিষয়টি নিয়ে দার্জিলিং জেলা প্রশাসনের এক শীর্ষস্থানীয় আধিকারিক জানিয়েছেন, একই রাজ্যে একটা জেলার মধ্যে সমতলের গাড়ি পাহাড়ে ঘুরতে পারবে না এটা হতে পারে না। কোনও আইনেই এটা কার্যকর করা সম্ভব নয়। সেটা প্রথম বৈঠকেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, পর্যটনের ভরা মরশুমে যদি এভাবে পাহাড়-সমতলের গাড়িচালকদের সমস্যার কারণে পর্যটকরা বঞ্চিত হন তাহলে পর্যটন ব্যবসায় তার প্রভাব পড়বে বলে মনে করছেন সমতলের পর্যটন ব্যবসায়ীরা। পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে শুক্রবার শিলিগুড়িতে বৈঠকে বসে সমতলের পর্যটন ও পরিবহণ সংগঠনগুলির জয়েন্ট ফোরাম। বৈঠক শেষে ফোরামের তরফে দীপক মণ্ডল বলেন, 'দু'দিন পর থেকে বড়দিন এবং নববর্ষের মরশুম শুরু হচ্ছে। তার আগেই টাইগার হিলের পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে হবে। সমস্ত পর্যটক যাতে বিনা বাধায় পাহাড়ে ঘুরতে পারেন, সমস্ত দর্শনীয় স্থানে যেতে পারেন সেই উদ্যোগ নিতে হবে।' একই কথা জানান ফোরামের আরেক সদস্য সমীর পাণ্ডে। এই অচলাবস্থা কাটাতে শনিবার কার্শিয়াংয়ে পাহাড় এবং সমতলের পর্যটন ও পরিবহণ সংগঠনগুলি আলোচনায় বসছে। আশা করা হচ্ছে দ্রুত সমস্যা সমাধান হবে।

এ কোন সোনার বাংলা!

এই সেই ভাইরাল দৃশ্য। পিটিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে তরুণকে। ময়মনসিংহে।

আক্রান্ত সংবাদমাধ্যম

ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর : আগুনে ঝলসে গিয়েছে পুরো অফিস। দেওয়ালে, মেঝেতে কালো পোড়া দাগ। লিফটের দরজা ভেঙে ঝুলছে। তার সামনে দাঁড়িয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন দ্য ডেলি স্টারের আলোকচিত্রী প্রবীর দাস। শুক্রবার তাঁর হাতে ক্যামেরা নেই। অফিসের ড্রয়ারে রাখা ছিল। সেটাও পুড়ে গিয়েছে। চোখে জল নিয়ে শিশুর মতো বললেন, 'এত বছরের পরিশ্রম... সব শেষ হয়ে গেল।' ছবিটা প্রায় একই প্রথম আলো দৈনিকের দপ্তরেও।

ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক ওসমান হাদির মৃত্যুর পর বৃহস্পতিবার রাত থেকে উন্মত্ত হিংসা চলছে বাংলাদেশে। দেশের প্রথম সারির বাংলা সংবাদপত্র প্রথম আলো এবং ইংরেজি দৈনিক ডেলি স্টার-এর অফিসে বৃহস্পতিবার রাতেই তাণ্ডব চালায় উত্তেজিত জনতা। দুই সংবাদপত্রের দপ্তরে ঢুকে যথেচ্ছ ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি আগুনও লাগিয়ে দেয় তারা। প্রথম আলো-র চারতলা ভবন প্রায় পুরোটাই ভস্মীভূত। একই দশা ডেলি স্টার-এর ভবনের নীচের দু'টি তলার। কীভাবে অফিসের ছাদে লুকিয়ে, গাছের ভারী টব দিয়ে দরজা আটকে কোনওমতে প্রাণে বেঁচেছেন, সেসবের রোমহর্ষক বর্ণনা দিয়েছেন সাংবাদিকরা।

বৃহস্পতিবার খুলনায় আততায়ীদের গুলিতে খুন হন ইমদাদুল হক মিলন (৪৫) নামে এক সাংবাদিক। তবে নাম এক হলেও ইনি প্রবীণ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক ইমদাদুল হক মিলন নন। 'বর্তমান সময়' নামে এক পত্রিকায় কর্মরত ইমদাদুল শলুয়া প্রেস ক্লাবের সভাপতি ছিলেন।

সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের ওপর হামলার নিন্দা করেছেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। তাঁর প্রেস উইংয়ের এক বার্তায় ইউনূসকে উদ্ধৃত করে বলা হয়েছে, 'আপনাদের প্রতিষ্ঠান ও সংবাদকর্মীদের ওপর এই অনাকাঙ্ক্ষিত ও ন্যক্কারজনক হামলা আমাকে গভীরভাবে ব্যথিত করেছে। আপনাদের এই দুঃসময়ে সরকার আপনাদের পাশে আছে।'

ডেলি স্টার-এর দপ্তর রয়েছে ঢাকার কারওয়ান বাজার এলাকায় একটি ১০ তলা ভবনে। তার অদূরেই প্রথম আলো-র দপ্তর। রাত ১২টা নাগাদ আগে সেখানে যায় উত্তেজিত জনতা। ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয় ওই ভবনে। পরে হিংস্র জনতা ধেয়ে যায় ডেলি স্টার-এর দিকে।

ওই সময় ডেলি স্টার-এর এক সাংবাদিক ছাদে ছিলেন। স্লোগান দিতে দিতে জনতাকে এগিয়ে আসতে দেখে তিনি সতর্ক করে দেন সহকর্মীদের। রাতে দপ্তরে যে ক'জন ছিলেন, ছাদে উঠে পড়েন। কেউ কেউ নীচে নামার চেষ্টা করলেও ততক্ষণে ভবনে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। কালো ধোঁয়ায় ঢেকে গিয়েছে চারপাশ। ফলে তাঁরাও ছাদে উঠে যান। এরপর শুরু হয় আতঙ্কের প্রহর।

ডেলি স্টার ভবনের ১০ তলার ছাদে অন্তত ২৮ জন কর্মী আটকে পড়েছিলেন। নীচে তাঁদের দপ্তরে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। চলে যথেচ্ছ ভাঙচুর। প্রাণের ভয়ে ক্যান্টিনের এক কর্মী পাইপ বেয়ে নীচে নামার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁকে নাগালের মধ্যে পেয়ে গণধোলাই দেয় দুষ্কৃতীর দল। সেই দৃশ্য ছাদে বসে দেখেন সহকর্মীরা। আর কেউ বেরোনোর চেষ্টা করার সাহস পাননি। এভাবে চার ঘণ্টারও বেশি সময় তাঁরা ছাদে বসে ছিলেন।

দমকলের কর্মীরা দপ্তরের নীচের তলার আগুন নেভানোর চেষ্টা করছিলেন। তাঁদের মধ্যে কয়েকজনকে ছাদে উঠতে দেখে পিছু পিছু উঠে পড়ে বিক্ষোভকারীরাও। কোনও রকমে দরজা বন্ধ করে তাঁদের আটকানো হয়। ভুক্তভোগী সাংবাদিকরা জানিয়েছেন, ছাদের বড় বড় গাছের টব দরজার সামনে রেখে ব্যারিকেড তৈরি করা হয়েছিল, যাতে সহজে দরজা না ভাঙা যায়। বেশ কিছুক্ষণ ছাদের দরজায় ধাক্কাধাক্কি করে উন্মত্ত জনতা। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামে বাংলাদেশের সেনা।

উদ্ধারকারী সেনা জওয়ানেরা ভোর পৌনে ৪টে নাগাদ আপৎকালীন সিঁড়ির বন্দোবস্ত করে ছাদ থেকে সাংবাদিকদের উদ্ধার করেন। তারও অনেক পরে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে ভবনের আগুন। বহু গুরুত্বপূর্ণ নথি, ছাপার যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং সংরক্ষিত কাগজ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিক্ষোভকারীদের শান্ত করতে গিয়ে মার খেয়েছেন নিউ এজ সম্পাদক তথা সম্পাদক পরিষদের সভাপতি নুরুল কবীর এবং চিত্রসাংবাদিক শহিদুল আলম। ডেলি স্টার-এর সাংবাদিক জাইমা ইসলাম রাতেই সমাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, 'আমি আর নিঃশ্বাস নিতে পারছি না। প্রচণ্ড ধোঁয়া। আপনারা আমাদের মেরে ফেলছেন।'

ডেলি স্টারের অফিসে উদ্বিগ্ন মুখে ঘুরছিলেন অন্য এক সংবাদকর্মী। চোখমুখ উদ্ভ্রান্ত, কিছুটা উত্তেজিতও। বললেন, 'কী করেছে দেখছেন? চার তলা থেকে ছয় তলা পর্যন্ত সব পুড়িয়ে দিয়েছে। একটা ড্রয়ারও আস্ত রাখেনি।'

প্রথম আলোর ওপর হামলার ঘটনা দেশের সংবাদমাধ্যম, বাকস্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রের জন্য কালো দিন বলে মন্তব্য করেছেন প্রথম আলোর নিবাহী সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ। তিনি বলেছেন, 'বাংলাদেশের বাকস্বাধীনতা, ভিন্নমতের প্রকাশ ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ওপর একটি কঠিন আক্রমণ করা হয়েছে।'

প্রথম আলো এবং ডেলি স্টার— দুটি দপ্তরেই কাজকর্ম সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে। দুটি সংবাদপত্রের কোনও মুদ্রিত সংস্করণ শুক্রবার প্রকাশিত হয়নি। তারা বিবৃতি দিয়ে পরিস্থিতির কথা জানিয়েছে এবং সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছে সাধারণ মানুষের কাছে।

ছাদে উঠে প্রাণে বাঁচলেন সাংবাদিকরা

পুড়ছে প্রথম আলোর কার্যালয়। ঢাকায়।

বঙ্গবন্ধুর ধানমন্ডির বাড়িতে উল্লাস উন্মত্ত জনতার।

নজরুলের পাশে হাদির সমাধি!

ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর : সিঙ্গাপুর থেকে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বিশেষ উড়ানে শুক্রবার সন্ধ্যায় শরিফ ওসমান হাদির মৃতদেহ ঢাকায় আনা হয়। সেজন্য এদিন দুপুর থেকে ঢাকার হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে কড়া নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। বাংলাদেশ সেনা, পুলিশ, বিজিবি, র‍্যাব ও আনসার সহ বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ব্যাপক উপস্থিতি দেখা গিয়েছে। যাঁরা বিমানবন্দরে প্রবেশ করেছেন, তাঁদের কড়া তল্লাশির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে।

এদিন স্থানীয় সময় বিকেল ৫টা ৪৫ মিনিটে হাদির মরদেহবাহী বিজি-৫৮৫ উড়ানটি ঢাকা বিমানবন্দরে অবতরণ করে। বিমানবন্দরের বাইরে তখন হাদি অনুগামীদের উপচে পড়া ভিড়। বিমানবন্দরের ৮ নম্বর গেট দিয়ে একটি শববাহী গাড়িতে ছাত্র নেতার দেহটি বের করতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়েছে নিরাপত্তাবাহিনীকে। বাংলাদেশের সরকারি সূত্রে খবর, শনিবার সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় মসজিদ প্রাঙ্গণ থেকে হাদির দেহ নিয়ে শেষযাত্রা শুরু হবে। হাদির মরদেহ তাঁর জন্মস্থান ঝালকাঠি জেলার নলছিটি উপজেলায় নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে পারিবারিক কবরস্থানে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁকে কবর দেওয়া হবে। যদিও অন্য একটি সূত্রের দাবি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি নজরুলের পাশে সমাহিত করা হতে পারে হাদিকে।

শরিফ ওসমান হাদি ছিলেন গত বছর জুলাই আন্দোলনের সামনের সারির নেতা। শেখ হাসিনার পতনে তাঁর নেতৃত্বাধীন ইনকিলাব মঞ্চ অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল। রাজনৈতিক অঙ্গনে হাদি তাঁর কট্টর জাতীয়তাবাদী এবং ভারত-বিরোধী অবস্থানের জন্য পরিচিত ছিলেন। বিশেষ করে ভারতীয় ভূখণ্ড সংবলিত 'বৃহত্তর বাংলাদেশ'-এর মানচিত্র প্রচার করে তিনি দেশ-বিদেশে ব্যাপক বিতর্কের জন্ম দিয়েছিলেন। ওই মানচিত্রে উত্তর-পূর্ব ভারতের বড় অংশকে বাংলাদেশের সঙ্গে যুক্ত দেখানো হয়েছিল। আগামী ১২ ফেব্রুয়ারির সাধারণ নির্বাচনে তিনি ঢাকা-৮ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য প্রচার চালাচ্ছিলেন। প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস হাদির হত্যাকাণ্ডে গভীর শোক প্রকাশ করে শনিবার দেশজুড়ে একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালনের কথা ঘোষণা করেছেন।

দেশে ফিরছেন তারেক

লন্ডন ও ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর : জুলাই-অগাস্ট আন্দোলনের অন্যতম মুখ তথা ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে উত্তাল বাংলাদেশ। এই অস্থির পরিস্থিতির মধ্যে দীর্ঘ ১৭ বছরের নির্বাসনে ইতি টেনে দেশে ফেরার কথা ঘোষণা করেছেন বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়ার বড় ছেলে তারেক রহমান। ২৫ ডিসেম্বর তাঁর এই প্রত্যাবর্তনের খবর বাংলাদেশের রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করেছে। বর্তমানে লন্ডনে অবস্থানরত তারেক রহমান ইতিমধ্যে বাংলাদেশ দূতাবাসে ট্রাভেল পাসের আবেদন করেছেন।

তারেক রহমানের দেশে ফেরার দিনক্ষণ ঠিক হওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। ২০০৮-এ চিকিৎসার জন্য সপরিবারে ব্রিটেনে যাওয়ার পর থেকে তিনি সেখানেই ছিলেন। ২৫ ডিসেম্বর তিনি ও তাঁর মেয়ে আইনজীবী জাইমা রহমান একই বিমানে ঢাকা পৌঁছোবেন। বিএনপি নেতাদের দাবি, ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় জাতীয় নির্বাচনকে সামনে রেখে তাঁর উপস্থিতি দলের নেতাকর্মীদের মনোবল বাড়াবে। এদিকে হাদি খুনে উত্তাল ঢাকার রাজপথে তারেক রহমানের এই ফেরা ভিন্ন কোনও রাজনৈতিক মোড় নেয় কি না, তা নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ।

হাদির মৃত্যুকে 'ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের এক অপূরণীয় ক্ষতি' হিসেবে আখ্যা দিয়ে প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস শনিবার সারা দেশে রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছেন। এদিন জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে। সরকার ইতিমধ্যে হাদির পরিবার ও তার একমাত্র সন্তানের দায়িত্ব নেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এছাড়া ঘাতকদের ধরিয়ে দিতে ৫০ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে এবং সীমান্তে রেড অ্যালার্ট জারি করা হয়েছে। হাদির মৃত্যু এবং তারেক রহমানের দেশে ফেরার ঘোষণার পরেই বাংলাদেশের স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে সেনাবাহিনী ও পুলিশের সমন্বয়ে নজিরবিহীন নিরাপত্তা বলয় তৈরি করা হয়েছে।

রাতভর তাণ্ডব ছায়ানটে

বাংলাদেশে মৌলবাদীদের হাতে ধ্বংস শিল্প

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে ফিরে এল ২০২৪ সালের ৫ অগাস্টের দুঃসহ মুহূর্তগুলো। ইনকিলাব মঞ্চের আহ্বায়ক শরিফ ওসমান হাদিকে অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তিরা গুলি করে হত্যা করার পরই পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। এই আগুন জ্বলল শিল্পে, সংগীতের মন্দিরে। সংস্কৃতির পীঠস্থান বিখ্যাত ছায়ানটে রাতভর তাণ্ডব চালাল সে দেশের একদল সশস্ত্র 'বিপ্লবী'। সে ভিডিও নেটে ঘুরছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, বিপ্লবীরা হারমোনিয়ম, তানপুরা, তবলা ভাঙছে। বৃহস্পতিবার রাত একটায় ধানমণ্ডি এলাকায় ছায়ানটে আগুন লাগায় 'বিপ্লবী'রা। শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় ছায়ানটের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সনজিদা খাতুনের নাতনি সায়ন্তনী তিসা ধ্বংসস্তূপের কিছু ছবি শেয়ার করেছেন। সে ছবিতে স্পষ্ট ভাঙা হারমোনিয়ম, তবলা, তানপুরা। ঘরময় ছড়িয়ে আছে স্বরলিপি লেখা পাতা, গান লেখা কাগজ। ছাই হয়ে গিয়েছে অন্য গুরুত্বপূর্ণ নথি, আসবাব, বহুমূল্য সামগ্রী, ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে লালন সাঁইয়ের এবং সনজিদার ছবিও। ভারতীয় সংস্কৃতি চর্চার বিরুদ্ধেও স্লোগান দেওয়া হয়।

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে শিল্প ও সংস্কৃতি আদানপ্রদানের সেতু ছিল ছায়ানট। এদেশের বহু শিল্পী ছায়ানটে অনুষ্ঠান করেছেন। তার ধ্বংসস্তূপ দেখে মুহ্যমান তাঁরা। যেমন শ্রাবণী সেন বলেছেন, 'বাংলাদেশের ছায়ানটের নাম পৃথিবী জোড়া। এখান থেকে বহু গুণী শিল্পীকে আমরা পেয়েছি। আমরাও শিখেছি ওখান থেকে। আমি ভাবতে পারছি না। সনজিদা খাতুনের ছবি ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে। এটা মেনে নেওয়া যায় না। কাল রাত থেকেই আমার মন খুব খারাপ। কবে আবার সব ঠিক হবে, জানি না। ' ছায়ানটের বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছেন জয়তী চক্রবর্তী। তিনি আবেগবিহ্বল হয়ে পড়েছেন এই ধ্বংসের ঘটনায়। তিনি বলেছেন, 'এত ক্ষোভ, দুঃখ, হতাশা ভিড় করে আসছে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। অত্যন্ত নিন্দনীয় ঘটনা। সনজিদা খাতুন, লালন সাঁইয়ের ছবি, হারমোনিয়ম-তবলা যেভাবে মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে, তা চোখে দেখা যায় না।' ... শিল্প, খাদ্য, বস্ত্র বাসস্থানের মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়। শারীরিকভাবে বেঁচে থাকার জন্য শিল্পের দরকার পড়ে না। শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি মনের খোরাক। যে দেশে মনগুলো এত ধ্বংসাত্মক, এত বিধ্বংসী, সেখানে শিল্পের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? সেই কারণে শিল্পকেই প্রথমে টার্গেট করা হচ্ছে। ' ঢাকা এবং পার্শ্ববর্তী কিছু জায়গায় অনুষ্ঠান করেছেন সৌরেন্দ্র-সৌম্যজিৎ। ছায়ানটে কখনও করেননি, তবে আশা ছিল একদিন নিশ্চয় করবেন। তা হল না। সকাল থেকে ছায়ানটের ধ্বংস দেখে মন খারাপ তাঁদের। সৌম্যজিৎ বললেন, 'কী বলব! হারমোনিয়ম, তবলা পুড়তে দেখলে একজন শিল্পীর যেমন মনের অবস্থা হতে পারে, আমাদের অবস্থাও তেমনই। তবে আশা হারালে চলবে না। বিশ্বাস করি, একদিন সব ঠিক হবে। ' সে দেশের গায়ক সায়ক অর্ণব চৌধুরী-ও প্রায় একই বক্তব্য রেখেছেন তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায়। ভেঙে যাওয়া ছায়ানটের ছবি শেয়ার করে তিনি লিখেছেন, 'আমাদের সক্রিয়ভাবে অংশ নিতে হবে, ভোট দিতে হবে। নাহলে আমরা বিপদে পড়ব। ...আমরা একমাত্র যেভাবে লড়াই করতে পারি, তা হল, ভোট দিয়ে এবং অন্যদের ভোট দিতে উৎসাহ দিয়ে।' এদিকে হামলা, ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের প্রতিবাদে ছায়ানট ভবনের সামনে অবস্থান কর্মসূচি পালন করেছেন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং সাংস্কৃতিক কর্মীরা। বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড হাতে গানে গানে প্রতিবাদ জানান তাঁরা।

'ওসমান হাদির খুনিদের বিচার চাই', 'পত্রিকা-বিদ্যালয়ে আগুন নয়', 'শিশুরা কাঁদছে, বিদ্যালয়ে আগুনে বই পুড়ছে', 'ছায়ানটে হামলা কেন?' এমন নানা স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে ছিল শিক্ষক, শিক্ষার্থীদের।

১৯৬১ সালে ছায়ানট প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী সনজিদা খাতুন। তখনকার পূর্ব পাকিস্তানে মূলত রবীন্দ্রসংগীত চর্চার জন্য এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। পাকিস্তান তা নিষিদ্ধ করলে রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী কলিম শরাফি, সনজিদা খাতুন ও অন্যরা এই ছায়ানট প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে এ প্রতিষ্ঠান ঐতিহাসিক স্থান তো বটেই, হেরিটেজও। ৬৪ বছর পর ওসমানের দল সেই ঐতিহ্যকে নিশ্চিহ্ন করে দিল।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২১১ সংখ্যা, শনিবার, ৪ পৌষ ১৪৩২

নৈরাজ্যের বাংলাদেশ

বাংলাদেশ নতুন করে মব সন্ত্রাসের আগুনে জ্বলছে। সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে চিকিৎসাধীন চরমপন্থী ছাত্র নেতা ওসমান হাদির মৃত্যুর বিচারের দাবিতে বৃহস্পতিবার রাতভর তাণ্ডব চালায় ধর্মোন্মাদ জনতা। বাংলাদেশের দুটি প্রথম সারির সংবাদপত্র দপ্তরে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, ভাঙচুর চলে। সন্ত্রাসীদের হাত থেকে রক্ষা পায়নি রবীন্দ্রসংগীত নিয়ে চর্চাকেন্দ্র ছায়ানট। সেখানে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, লালন ফকিরের ছবি ছিঁড়ে, অসংখ্য বই নষ্ট করে, বাদ্যযন্ত্র ভেঙে নৈরাজ্যবাদীরা বুঝিয়ে দিয়েছে, বাঙালি আক্ষরিক অর্থেই আত্মঘাতী জাতি।

ধর্মোন্মাদদের রোষে গুঁড়িয়ে যাওয়া মুজিবুর রহমানের ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাসভবনের শেষাংশটুকুতেও তাণ্ডব চলে। ধর্মীয় অবমাননার অভিযোগে ময়মনসিংহে এক হিন্দু তরুণকে গণপিটুনির পর জ্যান্ত পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। খুলনায় খুন হয়েছেন এক সাংবাদিক। গুলিতে গুরুতর জখম এক চিকিৎসক। গত বছর ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের আড়ালে বাংলাদেশে যে নৈরাজ্য তৈরি হয়েছিল, দেড় বছর পরও সেই পরিস্থিতি বহাল।

ডিসেম্বর মাস বাংলাদেশ ও ভারতের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ৫৪ বছর আগে এই মাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানকে ঘাড় নীচু করে আত্মসমর্পণে বাধ্য করেছিল ভারত। বিজয়ের মাসে বাংলাদেশে এমন অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতির দায় নিশ্চয়ই মুহাম্মদ ইউনূসের সরকারের। গত দেড় বছর বাংলাদেশের ক্ষমতায় থাকলেও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতির দিকে এই সরকার নজর দেয়নি।

বরং বঙ্গবন্ধু, হাসিনা ও আওয়ামী লিগকে ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে লাগাতার। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও চেতনাকে মুছে ফেলার পাশাপাশি উগ্র ভারত বিরোধিতার অস্ত্রে শান দেওয়া চলছে পদ্মাপারে। কখনও স্বয়ং ইউনূস, কখনও তাঁর ঘনিষ্ঠ ছাত্র নেতারা ভারতবিরোধী মন্তব্য করে চলেছেন। উত্তর-পূর্বের সাতটি রাজ্য দখলের হুমকিও দিচ্ছেন।

বাংলাদেশে ভারতীয় হাইকমিশনের বাইরে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি তাণ্ডব করার পরিকল্পনা হয়েছিল। ইউনূস সরকারের প্রশ্রয়ে পাকিস্তানপন্থী জামায়াতে বাংলাদেশকে নৈরাজ্যের দেশে পরিণত করায় ভারতীয় উপমহাদেশের শান্তিশৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা যথেষ্ট। হাসিনা নয়াদিল্লিতে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকায় ভারত বিরোধিতা চরম আকার নিচ্ছে।

মানবতাবিরোধী অপরাধে তাঁর ফাঁসির সাজা সত্ত্বেও ভারত হাসিনাকে ঢাকার হাতে তুলে দিতে রাজি না হওয়ায় ক্রুদ্ধ সেদেশ। ভারত সরকার উলটে হাসিনার সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার পাশাপাশি বিএনপি-র সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়ানোয় মন দিয়েছে। কেননা, বিএনপি আসন্ন সংসদ নির্বাচনে বাংলাদেশের মসনদ দখল করতে পারলে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক তুলনামূলক সহজ থাকতে পারে।

কিন্তু জামায়াতে ও পাকিস্তানপন্থী শক্তি বাংলাদেশের মসনদ দখল করলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠবে। একজন ছাত্র নেতাকে গুলি করে খুনের সঙ্গে ছায়ানটের সম্পর্ক থাকতে পারে না। অথচ সেখানে হামলা চালিয়ে মব সন্ত্রাসীরা বুঝিয়ে দিয়েছে, তারা কোন পথে বাংলাদেশকে নিয়ে যেতে চাইছে। ওই হাজার হাজার ধর্মোন্মাদকে যাঁরা মদত দিচ্ছেন, তাঁরা আর যাই হোক বাংলাদেশের মঙ্গল চান না নিশ্চয়ই।

মৌলবাদী শক্তি কখনও উদার, মুক্তমনা, ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ চায় না। বাংলাদেশের ঘটনাবলিতে স্পষ্ট পাকিস্তানের মদতপুষ্ট মৌলবাদী শক্তির ছায়া পদ্মাপারে ক্রমশ লম্বা হচ্ছে। এই উগ্র ভারতবিরোধী শক্তি বাংলাদেশকেও ধ্বংসের পথে নিয়ে যেতে চাইছে। এই তাণ্ডবলীলায় বাংলাদেশের ইতিহাস নতুন বাঁক নেওয়ার সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। বাংলাদেশের এই ঘটনায় সতর্কতা প্রয়োজন ভারতে। পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে।

পরেশ বড়ুয়ার মতো ভারতবিরোধী শক্তির বাংলাদেশে পুনর্বাসনে মরিয়া আইএসআই। ঢাকার মসনদে যাঁরা রয়েছেন বা যাঁদের আসার সম্ভাবনা, তাঁরা সকলেই পাকিস্তানের হাতে তামাক খাচ্ছেন। ইতিমধ্যে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুরের নেতৃত্বাধীন সংসদের বিদেশ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি বাংলাদেশ ভারতের কাছে রণকৌশলগত চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছে। কথাটি যে ভুল নয়, তা পদ্মাপারে নতুন করে শুরু হওয়া নৈরাজ্য ও ভারত বিরোধিতার ক্ষেত্র চওড়া হওয়া থেকে স্পষ্ট।

অমৃতধারা

মানুষের ইচ্ছা বজায় থাকে এক মিনিট, দু'মিনিট, দশ মিনিট, বড় জোর এক ঘণ্টা। সে চায় ভগবানে অভিনিবিষ্ট হতে, ব্যস। তারপর সে চায় আরও অনেক কিছু। মানুষ ভগবানের চিন্তা করে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। তারপর হয়ে গেল। তার চিন্তা তখন হাজারও অন্য বিষয়ে চলে গেল। অবশ্য তেমনটা হলে স্বভাবতই তোমার অনন্তকাল লাগতে পারে। কারণ মানুষ বস্তুসমূহকে বিন্দু বিন্দু করে যোগ করে বাড়াতে পারে না, যদি সেগুলোকে বালির কণার মতো জড়ো করা যেত, যদি ভাগবতমুখী প্রতিটি চিন্তার দরুন তুমি একটি বালিকণা কোথা জমা করে রাখতে পারতে, তাহলে কিছুকাল পরে সেটা একটা পর্বত প্রমাণ হয়ে দাঁড়াত।

-শ্রীমা

বদলের বলিউডে জীবন অক্ষয়

পরপর দুটি হিট ছবির পর দেশজুড়ে চর্চায় তিনি। দিনের শেষে অক্ষয় খান্নার প্রত্যাবর্তন শুধুই সিনেমার গল্প থাকে না।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

'ধুরন্ধর'-এ অক্ষয় খান্না।

বলিউডের কোনও পার্টিতে যান না তিনি।

সোশ্যাল মিডিয়ায় একেবারেই সক্রিয় নন।

নিজের কোনও ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট নেই।

কোনও পিআর এজেন্সি নেই।

প্রেসের সঙ্গে কথা বলতে আদৌ আগ্রহী নন।

একেবারে একান্তে নিজের বাড়িতেই সময় কাটাতে বেশি ভালোবাসেন।

তাঁকে মাঝে মাঝেই বিমানবন্দরে দেখা যায় না। অনেক স্টার সেখানে পাপারাজ্জি রেখে দেন প্রচার পাওয়ার জন্য।

পডকাস্টের চক্করেও তিনি একেবারে নেই।

তাঁর অ্যাফেয়ার বা ডিভোর্সের খবর কোথাও দেখতে পাবেন না।

রিল তৈরির যুদ্ধে তিনি নেই।

পোস্ট প্রোডাকশন ইন্টারভিউ? সেখানেও তাঁকে পাবেন না।

কে তিনি? তিনি কে? খানেদের কেউ, না হৃত্বিক রোশন বা অক্ষয়কুমার? নতুন প্রজন্মের ভিকি কৌশল, আয়ুষ্মান খুরানা বা রাজকুমার রাওয়ের কেউ?

একদমই নয়। তাঁর মাথাজোড়া টাক এখন। টিভি বা পেজ থ্রি'র পাতায় দেখাই যাবে না তাঁকে। অথচ ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম বা টুইটারে কিছুক্ষণ অন্তরই তাঁকে নিয়ে পোস্ট। পোস্টানোর লোকেরা সবই জেন জেড বা মিলেনিয়ালসের ছেলেমেয়ে। এক্কেবারে নতুন প্রজন্ম। ইনস্টা খুললেই দেখা যাচ্ছে, তাঁর স্টাইলে সেই নাচ নাচার চেষ্টায় তারা।

তিনি অক্ষয় খান্না। ধুরন্ধর ছবির দৌলতে বিশ্বজুড়ে তাঁর নাম এখন। ছবির আসল নায়ক রণবীর সিং, অন্য সহ অভিনেতা সঞ্জয় দত্ত এবং মাধবনকে অনেকটা আড়ালে ফেলে তাঁর নাম নিয়েই যত আলোচনা সোশ্যাল মিডিয়ায়। তাঁর অভিনয়, তাঁর নাচ। বাহরিনের এক গায়কের অ্যারাবিক গানের সঙ্গে নেচেছেন অক্ষয়। এতটাই জনপ্রিয় সেই নাচ, বাংলাদেশের যুব ক্রিকেটাররা এশিয়া কাপ খেলতে গিয়ে সেই নাচ নাচছেন সবাই মিলে। অথচ ভারতের নাম শুনলে তাঁদের দাদারা সবাই মারাত্মক ক্ষিপ্ত। ভারতের নাম মুখে আনা মানেই ক্রিকেটারদের দাদার কাছে একেবারে পাপ। ওদিকে বাপরে বাপ, অক্ষয়ের 'ধুরন্ধর' নাচ নেচে বেড়াচ্ছেন বাংলাদেশি তরুণরা!

একেবারে আড়ালে চলে যাওয়া অক্ষয়ের রাতারাতি সাফল্য দুটো-তিনটে সত্যের জন্ম দিয়ে যাচ্ছে আমাদের সামনে। অপেক্ষা এবং প্রতিভার বিকল্প নেই কোনও। আর বদলে যাওয়া বলিউডও এখন আরও বেশি করে শুধু স্টারদের দিকে তাকাচ্ছে না, দেখছে তাঁর অভিনয় ক্ষমতা। তুমি দেখতে সুন্দর, তাই তুমি স্টার হয়ে গেলে, সেই দিন বোধহয় আজ চলে যেতে বসেছে। সাধারণ দেখতে অভিনেতাদের জন্য বলে যাচ্ছে, আঁধারের শেষে ভোর হবে। আর একটা সত্য হল, স্টারকিডদের কাছেও লড়াই কতটা জরুরি।

দিনের শেষে অক্ষয়-সাফল্য শুধুই সিনেমার গল্প থাকে না। হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষের লড়াই করে উঠে দাঁড়ানোর কাহিনী। এক আদর্শ উদাহরণ।

অক্ষয় খান্নাকে দেখুন। ১৯৯৭ সালে, আজ থেকে ২৮ বছর আগে তিনি 'বর্ডার' ছবিতে অসাধারণ অভিনয় করেছিলেন। পেয়েছিলেন ফিল্মফেয়ারে সেরা অভিষেককারী অভিনেতার ট্রফি। 'দিল চাহতা হ্যায়' ছবিতে চমকে দেওয়া অভিনয়ের জন্য পেলেন ফিল্মফেয়ারের সেরা সহ অভিনেতার পুরস্কার। মাঝে 'তাল' ছবিতে অসামান্য কমেডি করলেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোনও ওষুধ ছিল না তাঁর হাতে। শুধু ছিল অপেক্ষা, ধৈর্য ধরা। এবং সুযোগ পেলেই সেটা কাজে লাগিয়েছেন। 'তারে জমিন পর' ছবিতে আমির খান, 'পরিণীতা' ছবিতে সইফ আলি খানের চরিত্রেতে অভিনয় করার কথা ছিল তাঁর। হাত থেকে ফসকে যায়। খান্না জুনিয়ার দেখাচ্ছেন, জীবন থেমে থাকবে না। লেগে থাকলে সাফল্য আসবেই।

অক্ষয়ের এই মুহূর্তে মাথাভরা টাক। ধুরন্ধরে অভিনয় করেছেন পরচুলা পরে। কার্যত খলনায়ক। তার জন্য তাঁর সুপারহিরো হওয়া আটকায়নি। এখানেই বোঝা যায়, নওয়াজউদ্দিন সিদ্দিকী, পঙ্কজ ত্রিবেদীর মতো তথাকথিত সাধারণ দেখতে অভিনেতারা কী করে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় ডাক পাচ্ছেন। এর আগে নানা পাটেকর বা ইরফান খানরাও ওই গোত্রেরই।

হলিউডে ব্রুস উইলিস, স্যামুয়েল জ্যাকসন, ডোয়েন জনসন, ভিন ডিজেল, উডি হারেলসন, স্ট্যানলি টুসি, লরেন্স ফিসবার্ন, জেসন স্ট্যাথাম— টাকমাথার কত পরিচিত নাম। টাক তাঁদের অভিনয় প্রতিভার ক্ষেত্রে বাধা হতে পারেনি কখনও। আমাদের বলিউডেই টাকে আপত্তি। চরিত্রের প্রয়োজনে শাহরুখ, আমির, সঞ্জয় দত্ত, রণবীর সিং, শাহিদ কাপুরকে টাক নিয়ে কাজ করতে হয়েছে। তবে টাকে কী প্রবল আপত্তি, তা বোঝা যায় অমিতাভ বচ্চনকে দেখে। পরচুলা না থাকলে তাঁর মাথা সবসময় ঢাকা থাকে টুপিতে।

ইদানীং সিনেমার পাশাপাশি সিরিজ হচ্ছে চুটিয়ে। এই সিরিজের জন্যও দেখতে সুন্দর অভিনেতা-অভিনেত্রীর ডাক পাওয়া বাধ্যতামূলক হচ্ছে না। সিনেমায় অভিনেত্রীদের ক্ষেত্রে এখনও আগের নিয়ম চালু রয়েছে অবশ্য। দেখতে ভালো না হলে ডাক পাওয়া খুব কঠিন। তবে সিরিজের ক্ষেত্রে সেই প্রচলিত নিয়ম অনেকটাই পালটে যাচ্ছে।

খুব আগ্রহ নিয়ে দেখতে বসেছিলাম, অক্ষয়ের ধুরন্ধরের নাচের মধ্যে কী এমন রয়েছে, যা এভাবে বিশ্বে সাড়া ফেলে দিল? এখানে গানটা বাহরিনের র‍্যাপার ফ্লিপারেচির। যাঁর নাম আসলে হুসাম আসিম। তিনি নিজেই বিস্মিত এ গান বলিউডের ছবিতে ব্যবহার হওয়ায়। এই গানটা আসলে মুক্তি পেয়েছিল ২০২৪ সালে। সে বছরের শেষদিকে অনেক বেশি পরিচিতি পায় বিশ্বে। ধুরন্ধরে অক্ষয়ের প্রবেশের দৃশ্যে গানটা ব্যবহার করা হয়। ছবিতে আর একটা গান বহু বিখ্যাত। রিমেকই ব্যবহার হয়েছে। মহম্মদ রফি, মান্না দে, আশা ভোঁসলে, সুধা মালহোত্রার গাওয়া 'বরসাত কি রাত' ছবির 'না তো কারভাঁ কি তালাশ হ্যায়।' ১৯৬০ সালের এই কাওয়ালি হিন্দি সিনেমায় সর্বকালের সেরা কাওয়ালির স্বীকৃতি পায় অনেকের কাছে।

সবকিছু ছাপিয়ে গিয়েছে অক্ষয়ের অভিনয় এবং নাচ। তাঁর বাবা বিনোদ খান্না বেঁচে থাকলে গর্বিত হতে পারতেন ছেলের জন্য। একটি চ্যারিটি ইভেন্টে ১৯৮৯ সালে বিনোদের একটি নাচের সঙ্গে ছেলের নাচের মিল পাচ্ছেন অনেকে। তাঁর খবরের শিরোনামে আসার আর একটা কারণ, এ বছরেরই আর একটা সুপারহিট ছবি 'ছাওয়া'তে আওরংজেবের চরিত্রে অক্ষয়ের দুরন্ত অভিনয়। সেখানে আওরংজেবও নেগেটিভ চরিত্র ধুরন্ধরের রেহমান ডাকাইতের মতো। অথচ সেই ছবিতেও অক্ষয় নায়ক ভিকি কৌশলের মতোই জনপ্রিয়তা পেয়েছেন। ধুরন্ধরে যেমন প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন নায়ক রণবীর সিংকেও। কোথাও পড়লাম, 'ছাওয়া'র শুটিংয়ের সময় অক্ষয় নায়ক ভিকিকে গুড মর্নিং পর্যন্ত বলতেন না। সিনেমার চিত্রনাট্যে দুজনের মারাত্মক সংঘাত ছিল। তা বাস্তবে রেখে দেওয়ার জন্যই শুটিংয়ের সময় ওইরকম শত্রুতার মুখোশ পরে থাকা।

বাহরিন র‍্যাপারের যে গানে ছবিতে প্রবেশ অক্ষয়ের, সেটা একটা টেকে নেওয়া। ছবির কোরিওগ্রাফার বিজয় গাঙ্গুলি বলেছেন, অক্ষয়ই প্রথমে বলেন, তিনি একেবারে নাচতে নাচতে ঢুকবেন এই দৃশ্যে। সেটাই মেনে নেওয়া হয়। এবং সেটা জেনারেশন জেডের কাছে অত্যন্ত প্রাণের হয়ে উঠেছে। ঠিক যেমন 'অ্যানিমাল' ছবিতে তাদের মন কেড়েছিল ববি দেওলের মাথার ওপর পানীয়র গ্লাস রেখে নাচ। কোনটা যে কখন হিট হয়ে যাবে কেউ জানে না।

অক্ষয়ের আগের ছবিগুলো যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা মানবেন, প্রতিটিতেই তাঁর অভিনয় প্রতিভার ছাপ রয়েছে। চোখমুখের অভিব্যক্তি চোখে লেগে থাকার মতো। জেনেলিয়া ডিসুজার সঙ্গে তাঁর কমেডি 'মেরে বাপ পহলে আপ' মনে পড়ছে সবার আগে। 'গান্ধি মাই ফাদার', 'সেকশন ৩৭৫', 'ইত্তেফাক'-এর মতো সমালোচকদের প্রশংসাধন্য সিনেমাগুলোতে বিনোদ-পুত্রের অভিনয় প্রশংসা পেয়েছে। পাশাপাশি হিট সিনেমার মধ্যে মনে পড়ে যাবে 'হাঙ্গামা', 'হালচাল', 'হামরাজ', 'দৃশ্যম ২' বা 'রেস'। 'হালচাল' ছবিতে করিনা কাপুরের সঙ্গে তাঁর 'রাফতা রাফতা' গানের সঙ্গে নাচের দৃশ্যও এখন ভাইরাল। ধুরন্ধরের নাচের সঙ্গে সেই নাচের মিল কতটা, তা বোঝানোর জন্যই।

হিন্দি সিনেমায় অনেক মহাতারকার ছেলের উদাহরণ রয়েছে, যাঁরা একবার ফ্লপ করলে একেবারে আড়ালেই চলে যান। আবার নতুন করে ফিরে আসতে পারেন না। অক্ষয়ের দাদা রাহুলই এক বড় উদাহরণ। সেখানে অক্ষয় নিজে বছরচারেক স্বেচ্ছা নির্বাসনে থেকে ফিরে এলেন প্রবলভাবে। নিজস্ব টার্মে। তাঁর সঙ্গে একসময় করিশমা কাপুরের বিয়ের কথা হচ্ছিল। করিশমার বাবা রণধীর কাপুর বেশ আগ্রহী ছিলেন। কথা বলেন বিনোদ খান্নার সঙ্গে। তিনিও রাজি। অনেকদূর কথা এগোনোর পর তা ভেস্তে যায় করিশমার মা ববিতার আপত্তিতে। ববিতা চাননি, মেয়ে দ্রুত সিনেমা থেকে সরে যান।

তারপর থেকে অক্ষয় একা। তারা শর্মা, পূজা বাত্রা, রিয়া সেনদের সঙ্গে নাম জড়ালেও ছাড়াছাড়ি হয়েছে নিঃশব্দে। কোনও কেচ্ছায় নাম জড়াননি। উটিতে লাভডেলের স্কুলে পড়ার সময় থেকে তাঁর একা থাকার অভ্যাস। স্কুল সোশ্যালে যাওয়ার বদলে নিজেই হাঁটতে বেরিয়ে যেতেন। করণ জোহর একবার বলেছিলেন, 'অক্ষয় একেবারে নিয়ম মেনে চলা মানুষ। সোম থেকে শুক্র মুম্বই থাকবে। শনি-রবি শহরের বাইরে আলিবাগে ওর খামারবাড়িতে। রাত ন'টায় ঘুমোবে। শনিবার যদি ওকে অস্কার পাওয়ার জন্যও ডাকা হয়, ও কিছুতেই আসবে না। ওর কাছে ছুটি মানে ছুটিই।'

এই নিয়ম মেনে চলা, একাকিত্বের মাঝে বড় হওয়া বছর পঞ্চাশের অক্ষয় বলিউডের অন্য রূপ তুলে ধরলেন সাধারণের কাছে। যে কোনও গ্রামের সাধারণ ছেলেটাও এবার ভাবতে বসবে...।

আজ

২০২৪

চলচ্চিত্র পরিচালক রাজা মিত্র প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯১৫

আজকের দিনে জীবনাবসান হয় সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর।

আলোচিত

ইসলামিক স্টেট বা আইএস যেভাবে সিরিয়ার সংস্কৃতির গণহত্যা করেছিল, বাংলাদেশে এখন তাই হচ্ছে। এতে মুসলিম ধর্ম সম্পর্কে ভুল বার্তা যাচ্ছে। ছায়ানটের মতো গৌরবময় সংস্কৃতি কেন্দ্রে হামলার পেছনে রবীন্দ্র বিরোধ থাকতেই পারে। রবীন্দ্রনাথ তো ওদের শত্রু।

- পবিত্র সরকার

ভাইরাল/১

মহারাষ্ট্রের ভাইন্দরের আবাসনে ঢুকে পড়ল 'অবাঞ্ছিত' অতিথি। আগন্তুককে দেখে হুড়োহুড়ি শুরু হয়। অতিথির থাবার আঘাতে রক্তাক্ত হন একাধিক আবাসিক। বনকর্মী ও পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে। দীর্ঘ চেষ্টার পর চিতাবাঘটিকে কাবু করেন তাঁরা।

ভাইরাল/২

লখনউয়ের রাস্তায় স্কুটি দাঁড় করিয়ে বোতল থেকে পানীয় খাচ্ছেন আর টলছেন এক তরুণী। স্কুটির সামনে পুলিশ লেখা স্টিকার জ্বলজ্বল করছে। নেটিজেনদের প্রশ্ন, তিনি কি সত্যিই পুলিশ না অন্য কারোর ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন?

জনমন

জনমত

দেবীঝোরা নদী ও জনস্বাস্থ্য নিয়ে চূড়ান্ত উদাসীনতা

ক্রান্তি ব্লক হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর ক্রান্তি বাজার এলাকার পরিধি ও ব্যস্ততা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। বর্তমানে বাজার এলাকা দক্ষিণ দিকে দেবীঝোরা হাইস্কুল সংলগ্ন অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। ওই স্কুলের পাশ দিয়ে প্রবাহিত দেবীঝোরা নদী এবং তার ওপর নির্মিত কালভার্টটি লাটাগুড়ি থেকে ওদলাবাড়ি সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য সড়কের অন্তর্ভুক্ত। অথচ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এই গুরুত্বপূর্ণ নদী ও কালভার্ট সংলগ্ন এলাকাটি বর্তমানে কার্যত একটি উন্মুক্ত আবর্জনার ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে।

বাজার এলাকার একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী এবং কিছু অসচেতন স্থানীয় বাসিন্দা প্রতিদিন গৃহস্থালির বর্জ্য, দোকানের আবর্জনা এমনকি পচা মৃত জীবজন্তু নির্বিচারে দেবীঝোরা নদীতে ও কালভার্টের নীচে ফেলছেন। এরফলে নদীর স্বাভাবিক জলপ্রবাহ মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে এবং নদীর জল ভয়াবহভাবে দূষিত হচ্ছে।

এই অব্যবস্থার সরাসরি প্রভাব পড়ছে জনস্বাস্থ্যের ওপর। আবর্জনার তীব্র দুর্গন্ধে স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষকবৃন্দ ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দাদের দৈনন্দিন জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। এলাকাটি সংক্রামক রোগের সম্ভাব্য কেন্দ্রস্থলে পরিণত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। পাশাপাশি কালভার্টের নীচে ক্রমাগত জঞ্জাল জমে নাব্যতা কমছে, যাতে বর্ষাকালে জল জমে কৃত্রিম বন্যার কারণ হতে পারে - এ এক গুরুতর বিপদের পূর্বাভাস।

একটি বর্ধিষ্ণু ও জনবহুল এলাকা হওয়া সত্ত্বেও ক্রান্তিতে এ ধরনের চরম অবহেলা ও দায়িত্বজ্ঞানহীন আচরণ কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। দীর্ঘদিন ধরে এই পরিস্থিতি চললেও সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ও ব্লক প্রশাসনের তরফে কার্যকর ও দৃশ্যমান কোনও পদক্ষেপ এখনও করা হয়নি, যা সাধারণ মানুষের মধ্যে গভীর ক্ষোভ ও হতাশার জন্ম দিচ্ছে।

অতএব, এই চিঠির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের কাছে জোরালোভাবে দাবি জানানো হচ্ছে, দেবীঝোরা নদী ও কালভার্ট সংলগ্ন এলাকায় অবিলম্বে আবর্জনা ফেলা নিষিদ্ধ করতে হবে। নিয়মিত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা করতে হবে এবং প্রয়োজনে সিসিটিভি নজরদারি ও দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে হবে। পাশাপাশি, এবিষয়ে সচেতনতামূলক প্রচারের প্রয়োজন। আমরা নিজেরাই যদি সাবধান না হই, তবে বিপদ কোনওভাবে ঠেকানো যাবে না। নদী, পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য রক্ষায় এখনই কঠোর পদক্ষেপ না করলে ভবিষ্যতে এর ভয়াবহ পরিণতির দায় এড়ানো সম্ভব হবে না।

অলোক দাস
ক্রান্তিহাট, জলপাইগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

ঘটকালি করেছিলেন রবীন্দ্রনাথও

সময়ের কোপের কারণে অনেক কিছুর মতো আমাদের জীবন থেকে এক সময়ের উজ্জ্বল ঘটকরাও হারিয়ে যাচ্ছেন।

অচিন্ত্য সরকার

-এআই

মাসিমা ঘটকালি করতে এলাম। বিদায়বেলায় কার্পণ্য করবেন না।

.....আগে নাম ধাম বিবরণটা বলো।

নাম নিয়ে পাত্রটির দাম নয়। -শেষের কবিতা

কয়েক দশক আগে বাঙালির শুভবিবাহের অনুষ্ঠানে ঘটক নামে একজনের উপস্থিতি ছিল অত্যাবশ্যক। ঘটক ছাড়া চার হাত এক হওয়ার কথা ভাবাই যেত না। যখন সংবাদপত্রে বিয়ের বিজ্ঞাপন, 'প্রজাপতি নির্বন্ধ' লেখা সাইনবোর্ড ঝোলানো বৈবাহিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান কিংবা ইন্টারনেটের মাধ্যমে জোড় মেলানোর কল্পনা ছিল অনেকটাই দূরের, সেই সময় পরিবারে পরিবারে পরাগমিলনের প্রজাপতি ছিলেন এই ঘটকরাই। তাঁরা ঘুরে ঘুরে বিবাহযোগ্য ছেলে-মেয়ের হদিস করতেন। তথ্য সংগ্রহ করতেন। পরে সেসব উপস্থাপন করতেন উপযুক্ত জায়গায়। ঘটকের মাধ্যমেই যোগাযোগ তৈরি হত। দেনাপাওনা, কথার মারপ্যাঁচ অনেককিছু এদিক-ওদিক করে শুভপরিণয় সম্পন্ন হলে তাঁদের পাওনা ছিল দু'পক্ষ থেকে নগদ দক্ষিণা সহ যোগ্য বিদায়। তখন রঙ্গে ভরা বঙ্গে ঘটকালি ছিল রীতিমতো এক পেশা। দেনাপাওনার সুরাহা, কাঁচা দেখা পাকা দেখা এমনকি বিয়েতে উপস্থিত থেকে বরকনে-কে ছাঁদনাতলা থেকে বাসরঘর পৌঁছে দেওয়া প্রভৃতির উপর নির্ভর করত ভালো ঘটকের মান।

বঙ্গসমাজ পাত্র-পাত্রী খোঁজার আগে ভালো ঘটক খুঁজত। যাচাই করা হত বাজার চলতি ঘটকচূড়ামণিদের হালহকিকত। তাঁরা কতগুলি বিয়ে দিয়েছেন, সেই সমস্ত বিয়ের কারেন্ট স্ট্যাটাসের বিষয়ে খোঁজ নেওয়া হত, এমনকি আতশকাচের তলায় থাকত ঘটকের ব্যক্তিগত জীবনযাত্রাও। সে সময়ও টুকটাক প্রতারণা হত। যেনতেনপ্রকারে কাজ হাসিল করার জন্য অনেক 'স্কন্ধকাটা' পাত্রীর সঙ্গে 'ঠুঁটো জগন্নাথ' পাত্রের মালাবদল করাতেন।

তৎকালীন বঙ্গসমাজে পেশাদার ঘটকের পাশাপাশি জোড় মিলান্তির কাজ করে যেতেন ফ্রিল্যান্স ঘটকরা অর্থাৎ আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব অথবা পরিচিত মুখ। এই ফ্রিল্যান্স ঘটকরা উঠে আসতেন চণ্ডীমণ্ডপের আখড়া, অফিস কাছারি, সেলুন, চায়ের দোকান কিংবা কোনও বৈঠকি আড্ডা থেকে।

এইসব ঘটকের জীবনে ঘটকালির সংখ্যা দু'-একটি মাত্র। যেমন রবীন্দ্রনাথের বিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর দূরসম্পর্কের আত্মীয়া আদ্যাসুন্দরী। রবীন্দ্রনাথ নিজেও জীবনে একবার ঘটকালি করেছিলেন ঠাকুরবাড়ির প্রতিভা দেবীর সঙ্গে আশুতোষ চৌধুরীর। বিদ্যাসাগরের বিয়ের ঘটকালি করেছিলেন তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও সহযোগী শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। জীবনানন্দ দাশের বিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর মা কুসুমকুমারী দাশের আপন মামা যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। এমন অনেক বঙ্গরত্নের শুভপরিণয় হয়েছিল ঘটকের ঘটকালির মাধ্যমে।

সে সময় গোটা পরিবার সহ ঘটক নিয়ে অন্য পরিবারের সম্বন্ধ করতে যাওয়ার মধ্যে একটা আনন্দ ছিল। উৎসবমুখর পরিবেশ গড়ে উঠত। সবার মধ্যে আত্মীয়ভাবের সৃষ্টি হত। সময়ের আবর্তে, প্রযুক্তির উন্নতিতে এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুকরণে অতীত ঘটকের রূপ পরিবর্তিত হয়ে এখন হয়েছে ভার্চুয়াল ঘটক। পুরোনো ঘটকরা বিদায় নিয়েছেন। এখন জোড় মেলানোর কাজ করছে ইন্টারনেট, মোবাইল, সোশ্যাল মিডিয়া কিংবা কিছু ম্যাট্রিমনি অ্যাপ। এরাই এখন আধুনিক ঘটক। ভার্চুয়াল ঘটকরা বিয়ে দিচ্ছে ঠিকই কিন্তু অসতর্ক হলে তাদের একাংশের প্রতারণার জালে আটকে যেতে হতে পারে।

(লেখক শিক্ষক ও গবেষক, রায়গঞ্জের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩২৩

পাশাপাশি : ১। ঘরবাড়ি সাফাইয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত সামগ্রী ৩। বাবা-মা ছাড়া অন্যের কাছে প্রতিপালিত কন্যা ৫। প্রাচীন ভারতীয় চৌষট্টি বিদ্যার একটি ৭। বরফের গুঁড়ো বা তুষার ৯। খাবারের পর দাঁত পরিষ্কার করার কাঠি ১১। ফলের রাজা আম, আমের রাজা ১৪। ধুমসো বা ঢ্যাপসা ১৫। গরীয়ান বা গরীয়সী।

উপর-নীচ : ১। জীবনদায়ী বা প্রাণদায়ক ভেষজ বা উদ্ভিদ ২। পুরোপুরি নীল নয়, নীল রংয়ের আভাস ৩। পুণ্যবান ব্যক্তির ঠিক বিপরীত প্রকৃতির মানুষ ৪। গানের সঙ্গে সম্পর্কিত ৬। বিশেষ ধরনের সবজির ব্যঞ্জন ৮। সন্তানধারণ বা গর্ভ সঞ্চার ১০। সেলুলার জেল ১১। শিথিল করা ১২। ব্যবসায় লাভ ১৩। আদর করা।

সমাধান ■ ৪৩২২

পাশাপাশি : ১। কাগজ ৩। অস্থি ৫। গয়া ৬। অধীর ৮। গাড়ল ১০। খটকা ১২। বিচার ১৪। শখ ১৫। যণ্ডা ১৬। সঙ্গিন।

উপর-নীচ : ১। কাজে লাগা ২। জগদ্দল ৪। স্থিতধী ৭। রম্ভা ৯। ঢিবি ১০। খসখস ১১। কালজিন ১৩। চাক্ষুষ।

বিন্দুবিসর্গ

KOSMODEN Dental Clinic
OUR SERVICES
• Restoration • Scaling & Polishing • Simple Extraction
• Complicated Extraction • Root Canal Treatment
• Dental Crowns • Fixed Prosthesis/Dental Bridges
• Removable Partial Denture • Complete Denture • IOPA-X-Ray
Shivmandir, Opp. Narasingha School, Siliguri
CONT. : 7076790267

পরিদর্শনে ব্যবসায়ী সমিতি

শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : পুলিশ ও প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকের পর ফুটপাথ থেকে দোকান সরিয়ে নিয়েছেন হকাররা। বর্তমানে মার্কিং করে দেওয়া জায়গাতে ব্যবসা করছেন তাঁরা। যদিও বেশ কিছু বড় দোকানদার এখনও রাস্তা দখল করে ব্যবসা করছেন বলে অভিযোগ। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখতে শুক্রবার পরিদর্শন করে হিলকার্ট রোড ব্যবসায়ী সমিতি।

হিলকার্ট রোড ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি সনৎ ভৌমিক বলেন, 'পুলিশ হকারদের বিষয়টি দেখছে। আমরা আমাদের সংগঠনে থাকা ব্যবসায়ীদের সচেতন করছি। সাধারণ মানুষের চলাচলের পথ সুগম রাখতে হবে। এরপরেও যদি ব্যবসায়ীরা ফুটপাথ দখল করে থাকেন তাহলে পুলিশ ও প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে। তখন সমিতি কোনও দায় নেবে না।'

বড়দিনের প্রাক্কালে সেজে উঠছে প্রধাননগরের আওয়ার লেডি কুইন ক্যাথোলিক চার্চ। শুক্রবার সূত্রধরের ক্যামেরায়।

অভিযোগের তির টোটোচালকের দিকে

আইনজীবীকে মার, হেনস্তা সঙ্গিনীকেও

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : এবার টোটোচালকের মারধরের মুখে পড়তে হল এক আইনজীবীকে। হেনস্তা করা হয়েছে তাঁর সঙ্গে থাকা এক মহিলা আইনজীবীকেও। বৃহস্পতিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে শিবমন্দির-মেডিকেল মোড় এলাকায়। যদিও স্থানীয়রা এগিয়ে এসে দুই আইনজীবীর পাশে দাঁড়ানোর পাশাপাশি টোটোচালক ভবানী বর্মনকে আটকে রেখে খবর দেন মাটিগাড়া থানায়। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। শুক্রবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

শিলিগুড়িতে একশ্রেণির টোটোচালকের দৌরাত্ম্য এবং অভব্য আচরণ নিয়ে ক্ষুব্ধ শহরবাসী। কিন্তু এবার আইনজীবী সঞ্জিত প্রসাদকে মারধরের অভিযোগ উঠল টোটোচালক ভবানীর বিরুদ্ধে। ঘটনায় ওই আইনজীবীর মুখের একাধিক জায়গায় চোট লেগেছে। ঘোষপুকুর এলাকার বাসিন্দা সঞ্জিতের বক্তব্য, বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত থেকে সহকর্মী মহিলা আইনজীবীর সঙ্গে বাড়ির দিকে ফিরছিলাম। মেডিকেল মোড়ে ট্রাফিক সিগন্যালে ব্রেক কষলে একটি টোটো হঠাৎ তাঁদের মোটরবাইকে ধাক্কা মারে। ঘটনায় ছিটকে পড়েন সঞ্জিত ও তাঁর সহকর্মী। সঞ্জিতের অভিযোগ, 'এরপর প্রতিবাদ করলেই ওই টোটোচালক আমাকে হুমকি দেয়। তার কাছ থেকে পাঁচশো টাকা নিয়ে চলে যেতে বলে।'

আটক অভিযুক্ত

- মোটরবাইকে টোটোর ধাক্কা, প্রতিবাদ করলে আইনজীবীকে মার টোটোচালকের
- ওই আইনজীবীকে বাঁচাতে গেলে মহিলা আইনজীবীকে হেনস্তা করা হয়
- অভিযুক্ত টোটোচালক ফোন করে ডেকে নেয় কয়েকজন টোটোচালককে
- টোটোচালককে আটকে রেখে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে

যদিও এরপর ওই আইনজীবী টোটোচালকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করার কথা বললে তাঁর মুখে ঘুসি চালিয়ে দেয় ওই টোটোচালক। তিনি বলেন, 'সহকর্মী মহিলা আইনজীবী আমাকে বাঁচাতে গেলে তাঁকে শারীরিকভাবে নিগ্রহ করে ওই টোটোচালক। এর মধ্যে সে ফোন করে আরও কয়েকজন টোটোচালককে ডাকে। ওই টোটোচালকদের মধ্যে কয়েকজন ধারালো জিনিসও নিয়ে আসে। আমাকে বেধড়ক মারধর করা হয়। পরবর্তীতে স্থানীয় কয়েকজন আমাদের দুজনকে উদ্ধার করে মাটিগাড়া ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যান।' এখানে চিকিৎসা হয় সঞ্জিত ও তাঁর মহিলা সহকর্মীর।

এদিকে, এই ঘটনা প্রথম নয়। এর আগেও একাধিকবার টোটোচালকদের একাংশের দৌরাত্ম্যের বিষয়টা সামনে এসেছে। এমনকি ট্রাফিক পুলিশকে হেনস্তার অভিযোগে বিভিন্ন সময় টোটোচালক গ্রেপ্তার হওয়ার মতো ঘটনাও সামনে এসেছে। এবার ঘটল দুই আইনজীবীকে হেনস্তার ঘটনা। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এক কর্তার কথায়, 'প্রতিটি ক্ষেত্রেই আইনত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সাংবাদিক বৈঠকে গৌতম দেব সহ অন্যরা।

শহরে ফের বইয়ের হাট

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : শীতের শহরে ফের বইয়ের গন্ধ। ৪৩তম উত্তরবঙ্গ বইমেলা শেষ হওয়ার ১০ দিন পরেই শুরু হতে চলেছে ১৫তম শিলিগুড়ি মহকুমা বইমেলা। ২৫ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়ে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত শহরের প্রাণকেন্দ্র বাঘা যতীন পার্কে বসবে বইয়ের হাট।

মহকুমা বইমেলার সূচনার আগে শুক্রবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সাংবাদিক বৈঠক করেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। সেখানে তিনি জানান, এবছর বইমেলার থিম রাখা হয়েছে 'ভাষার ঐতিহ্য রক্ষা আমাদের অঙ্গীকার'। কলকাতা থেকে আসা সংস্থা, স্থানীয় প্রকাশক, সরকারি স্টল মিলিয়ে মোট ৭০টি স্টল থাকবে এই বইমেলায়। মেয়র ছাড়াও এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে ছিলেন জেলা সহকারী গ্রন্থাগার আধিকারিক সৈকত গোস্বামী, শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্ত, শোভা সুব্বা সহ আরও অনেকে।

মেয়র বলেন, 'এই বইমেলা আগে একটা প্রতীকী বইমেলা হয়ে থেকে যেত। তবে এখন মহকুমা বইমেলাতেও প্রচুর মানুষ আসেন। বই কেনেন। পড়ুয়াদের টানতে নানা প্রতিযোগিতা, সেমিনার করা হয়। গতবছর ৮০ লক্ষ টাকার বই বিক্রি হয়েছে মহকুমা বইমেলা থেকে। আশা করছি এবছর বিক্রি আরও বাড়বে।' গৌতম আরও জানান, এই বইমেলা থেকে রুরাল ও প্রাইমারি ইউনিট লাইব্রেরি অন্তত ১৮ হাজার টাকার বই কিনবে। এছাড়াও টাউন ও সাব-ডিভিশন লাইব্রেরি কিনবে ২৫ হাজার টাকার বই। জেলার লাইব্রেরিও ৪৫ হাজার টাকার বই কিনবে মেলা থেকে।

> এই বইমেলা আগে একটা প্রতীকী বইমেলা হয়ে থেকে যেত। তবে এখন মহকুমা বইমেলাতেও প্রচুর মানুষ আসেন। বই কেনেন। গতবছর ৮০ লক্ষ টাকার বই বিক্রি হয়েছে মহকুমা বইমেলা থেকে। আশা করছি এবছর বিক্রি আরও বাড়বে।
>
> **গৌতম দেব** *মেয়র*

বইমেলা কমিটির আধিকারিকরা জানিয়েছেন, ২৫ তারিখ বইমেলার সূচনার দিন কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম থেকে বাঘা যতীন পার্ক পর্যন্ত একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছে। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কবি ও সাহিত্যিক অর্পিতা সরকার। ২৮ ডিসেম্বর কবি সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন সাহিত্যিক বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়াও সমাপ্তি অনুষ্ঠানে একটি সেমিনারে যোগ দিতে পারেন জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী।

হেলমেট পরুন বার্তা সাইকেল আরোহীর

শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : হেলমেট ছাড়া যাতে কেউ বাইক বা স্কুটার না চালান, সেজন্য ট্রাফিক পুলিশ একাধিক কর্মসূচি করছে। হেলমেট বিলি, বাইক, স্কুটারচালকদের ফুল, চকোলেট দিয়ে সচেতন করার পাশাপাশি হেলমেটহীন বাইক, স্কুটারচালকদের ফাইন পর্যন্ত করা হচ্ছে। তারপরেও সাধারণ মানুষ যে সচেতন হননি প্রায়দিনই পুলিশের অভিযানে বিষয়টি স্পষ্ট হচ্ছে। শুক্রবারও ইস্টার্ন বাইপাসে হেলমেটহীন বাইক, স্কুটারচালকদের দাঁড় করিয়ে ফাইন করছিল পুলিশ। তবে শুধু যে ফাইন করে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছিল এমন নয়। বাইক বা স্কুটারে উঠলে কেন হেলমেট পরতে হবে, সে বিষয়েও সচেতন করা হচ্ছিল। এরইমধ্যে সকলের নজর কাড়লেন এক সাইকেল আরোহী। তাঁকে দাঁড় করাতে উদ্যত হলেন ট্রাফিক পুলিশকর্মীরা। কিন্তু বাইক ছেড়ে সাইকেল আরোহীর দিকে নজর পড়ল কেন? ব্যাপারটা ঠিক কী?

আসলে অন্য কিছু নয়। ইস্টার্ন বাইপাস হয়ে যাওয়া ওই সাইকেল আরোহীর মাথায় হেলমেট দেখে অবাক হয়ে যান ওই এলাকায় উপস্থিত বাইক, স্কুটারচালক এবং পুলিশকর্মীরা। সাইকেল আরোহীর মাথায় হেলমেট থাকা নিয়ে দু'একজন পুলিশকর্মীকে বলতে শোনা যায়, 'আসলে নিজের নিরাপত্তা নিয়ে নিজেকেই সচেতন হতে হবে। পুলিশ শুধু ফাইন কেটে সচেতন করা সম্ভব না।'

এক পুলিশকর্মী ওই সাইকেল আরোহীর কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করে বসলেন, 'আপনি হেলমেট পরেছেন কেন?' পাপ্পু মণ্ডল নামে সাইকেল আরোহী তরুণের জবাব, 'জীবনের দাম সবচেয়ে বেশি। নিজের জীবন বাঁচানোর জন্যই আমি হেলমেট পরে বেরিয়েছি। কোনও গাড়িতে ধাক্কা মারলে কিংবা কোনওভাবে পড়ে গেলে মাথায় হেলমেট থাকার কারণে জীবনটা অন্তত বেঁচে যাবে।'

পাপ্পুর এই জবাবের পরই তিনি যেন পুলিশের কাছে ঢাল হয়ে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাপ্পুকে দাঁড় করিয়ে হেলমেটহীন বাইক, স্কুটারচালকদের উদ্দেশে ট্রাফিক কর্মীরা পাপ্পুকে দেখিয়ে বললেন, 'একেই বলে সচেতনতা। আপনারা কবে বিষয়টি বুঝবেন?'

সম্প্রতি ইস্টার্ন বাইপাসে পথ দুর্ঘটনায় সাত বছরের এক শিশুর মৃত্যুর ঘটনা ঘটে। এরপরই বাইক, স্কুটারচালকদের হেলমেট পরার বিষয়টি নিয়ে নড়েচড়ে বসে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। শুক্রবারও ট্রাফিক প্রশাসনের তরফে হেলমেট ছাড়া বাইক-স্কুটারচালকদের ফাইন করার জন্য অভিযান চালানো হয়। এতকিছুর পরেও অনেক বাইক, স্কুটারচালকরা সচেতন হচ্ছেন না।

এদিকে বাইক, স্কুটারচালকদের হেলমেট না পরার বিষয়টি নিয়ে হতবাক সাইকেল আরোহী পাপ্পুও। তিনি বলেন, 'লক্ষ লক্ষ টাকার বাইক, স্কুটার চালাচ্ছে অথচ একটা হেলমেট পরতে পারছে না! এর থেকে দুর্ভাগ্যের কিছু হতে পারে না।' বিষয়টি নিয়ে আশিঘর ট্রাফিক গার্ডের ওসি তনয়কুমার সরকার বলেন, 'সাইকেলচালককে দেখে বেশ ভালো লাগল। সকলে এভাবে সচেতন হলে দুর্ঘটনা থেকে সহজেই রক্ষা পাওয়া সম্ভব।'

হেলমেট পরে সাইকেল যাত্রা পাপ্পুর। শুক্রবার ইস্টার্ন বাইপাসে।

> জীবনের দাম সবচেয়ে বেশি। নিজের জীবন বাঁচানোর জন্যই আমি হেলমেট পরে বেরিয়েছি। কোনও গাড়িতে ধাক্কা মারলে কিংবা কোনওভাবে পড়ে গেলে মাথায় হেলমেট থাকার কারণে জীবনটা অন্তত বেঁচে যাবে।
>
> **পাপ্পু মণ্ডল** *সাইকেল আরোহী*

এসডিও'র দ্বারস্থ

ইসলামপুর, ১৯ ডিসেম্বর : এলাকায় দুটি বড় মাঠের পাশাপাশি একটি স্টেডিয়ামও রয়েছে। তা সত্ত্বেও ইসলামপুরের খেলাধুলোর সেভাবে উন্নয়ন আর হচ্ছে কই! মাঠের অবস্থা বেহাল। দুটি মাঠের মধ্যে একটিতে বেশিরভাগ সময়ই নানা মেলার আয়োজন করা হয়। সমস্যা মেটানোর দাবিতে ইসলামপুরের ক্রীড়াবিদরা শুক্রবার মহকুমা শাসকের (এসডিও) দ্বারস্থ হলেন। সেখানে মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভও প্রকাশ করা হয়। জ্যোতির্ময় দাস বললেন, 'শহরের খেলাধুলোর মান তলানিতে ঠেকেছে। ফলে যুবসমাজ বিভ্রান্ত হচ্ছে।' তিনি দ্রুতই পদক্ষেপ করবেন বলে মহকুমা শাসক অঙ্কিতা আগরওয়াল আশ্বাস দিয়েছেন।

কুকুর ধরতে গিয়ে বিপাকে পুরকর্মীরা

শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : নির্বীজকরণের জন্য কুকুর ধরতে গিয়ে বিপাকে শিলিগুড়ি পুরনিগমের কর্মীরা। পুরকর্মীদের ঘিরে ধরে পুরনিগমের কুকুর ধরার ভ্যান থেকে পাঁচটি কুকুর নামিয়ে নিয়ে গেল জনতা। বৃহস্পতিবার রাত ১০টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে পুরনিগমের ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের টিকিয়াপাড়া উড়ালপুল সংলগ্ন এলাকায়। ঘটনার জেরে এলাকায় সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়।

এই প্রসঙ্গে শিলিগুড়ি পুরনিগমের পরিবেশ বিভাগের মেয়র পারিষদ সিক্তা দে বসু রায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোন না ধরায় বক্তব্য মেলেনি। শিলিগুড়ি পুরনিগমের তরফে পথকুকুরদের নির্বীজকরণ করা শুরু হয়েছে। তাই শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে পথকুকুর ধরছেন পুরকর্মীরা। এরপর নিয়ে আসা হচ্ছে ইস্টার্ন বাইপাসে পুরনিগমের পশু হাসপাতালে। সেখানেই নির্বীজকরণের কাজ করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার রাতে টিকিয়াপাড়া মোড় এলাকায় পথকুকুরদের ধরতে গিয়েছিলেন পুরকর্মীরা। এলাকা থেকে পাঁচটি কুকুর ধরা হয়। অভিযোগ, ওই সময়েই স্থানীয়রা এসে পুরকর্মীদের ঘিরে ধরে। এরপর পুরকর্মীদের আটকে রেখে ওই পথকুকুরদের ছাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হয় বলে অভিযোগ।

ট্রাফিক সমস্যায় ইসলামপুরবাসী

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ১৯ ডিসেম্বর : 'সমস্যার সময় বাড়ি থেকে চারচাকা বের করার উপায় নেই। যত্রতত্র পার্কিং যেন জীবনের ছন্দ কেড়ে নিয়েছে।' ঠিক এই ভাষাতেই ক্ষোভ উগরে দিলেন ইসলামপুর পুরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ডের গৃহবধূ মিলি ভৌমিক।

ইসলামপুর বাজারের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা জবরদখল ও অবৈধ পার্কিং জোনে পরিণত হয়েছে। কিছু এলাকা তো আবার অলিখিত শৌচাগার বলে চিহ্নিত। বাড়ির মহিলাদের রাস্তায় বের হওয়া দুষ্কর। কিন্তু হুঁশ ফিরছে না কর্তৃপক্ষের। বিশেষ করে ইসলামপুর পুরসভার ভূমিকা নিয়ে এই ইস্যুতে শহরজুড়ে ক্ষোভ রয়েছে। রাজ্য সড়কেও অবৈধ পার্কিং নিয়ে বেসামাল জনজীবন। হাঁসফাঁস অবস্থা সাধারণ মানুষের। 'প্রশাসনই বা কী করছে?' প্রশ্ন ইসলামপুর নাগরিক মঞ্চের। মঞ্চের সম্পাদক হিমাংশু সরকারের মন্তব্য, 'এমন অবস্থায় বড় দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। প্রশাসনের অবিলম্বে এবিষয়ে পদক্ষেপ করা উচিত।' ইসলামপুরের মহকুমা শাসক অঙ্কিতা আগরওয়াল অবশ্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন। অন্যদিকে, পুর চেয়ারম্যান সমস্যার কথা স্বীকার করে টোটো নিয়ন্ত্রণ করলেই অর্ধেক সমস্যা মিটে যাবে বলে দাবি করেছেন।

রাজ্য সড়ক সম্প্রসারণ হওয়ার সময় সড়কের দুই পাশের পার্কিং জট নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন উঠেছিল। সেই সময় পুর বোর্ড পার্কিংয়ের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করা হবে বলে ঘোষণা করেছিল। কিন্তু ঘোষণাই সার! রাজ্য সড়কের পাশে পার্কিংয়ের জন্য আলাদা ব্যবস্থা আজও করে উঠতে পারেনি পুরসভা। ফলে বরোট থেকে শুরু করে কলেজ মোড় পর্যন্ত সকাল হতেই অবৈধ পার্কিং আমজনতার নাভিশ্বাস তুলে দেয়। ইসলামপুর বাজারের ভিতরের চিত্র আরও মারাত্মক। ট্রাফিক নিয়ে সুষ্ঠু পরিকল্পনা না থাকায় এলাকার বাসিন্দা সহ বাজারে আসা সাধারণ মানুষের নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে। বিশেষ করে কংগ্রেস রোড, আলুপট্টি রোড, এনএস রোড, উকিলপাড়া রোড সহ বিস্তীর্ণ এলাকায় পথ চলা কার্যত দুষ্কর হয়ে উঠেছে। সোমবার ও বৃহস্পতিবার শহরে হাট বসে। ফলে এই দু'দিন বাজারে ঢুকতে সাধারণ মানুষকে রীতিমতো হিমসিম খেতে হচ্ছে। একে ব্যবসায়ীরা একাংশের রাস্তা দখল করে পসার সাজিয়ে বসেছে। আরেকদিকে যত্রতত্র বাইক, স্কুটার পার্কিং এবং টোটো নিয়ে কার্যত অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে।

স্থানীয় বধূ মিলি বলেন, 'এখানে নিয়ম বলে কিছু নেই। একটি শহরে নিজের বাড়িতে থেকেও বন্দির মতো মনে হয়। আবর্জনা, অলিখিত শৌচাগার, অবৈধ পার্কিং আমাদের রোজকার জীবনযন্ত্রণায় ভরিয়ে দিয়েছে। কাউকে কিছু বলার উপায় নেই। যাঁদের এসব নিয়ে ভাবার কথা তাঁরাও নীরব। এভাবে কতদিন চলবে?' নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক হিমাংশুর প্রতিক্রিয়া, 'পার্কিং জোন করা হবে বলে বড় বড় ঘোষণা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে কিছুই হয়নি। গোটা শহরে সুষ্ঠু ট্রাফিক ব্যবস্থা নেই। বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে আমরা বসবাস করছি। প্রশাসনের দ্রুত পদক্ষেপ করা উচিত।'

মহকুমা শাসক বলেন, 'ইতিমধ্যে টোটো নিয়ন্ত্রণে রেজিস্ট্রেশন সহ অন্যান্য ব্যবস্থা করা হয়েছে। পার্কিং সমস্যা সমাধানে পুরসভার সঙ্গে আলোচনা করে পদক্ষেপ করা হবে।' পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, 'কংগ্রেস রোড সহ বাজার এবং রাজ্য সড়কে পার্কিংয়ের সমস্যা রয়েছে। বাজারের একাধিক রাস্তায় টোটো ঢোকার বিষয়ে ওয়ানওয়ে করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। টোটো নিয়ন্ত্রণে এলেই পার্কিং জট অনেকাংশে কেটে যাবে। জবরদখল নিয়ে ইতিপূর্বেও উচ্ছেদ অভিযান চালানো হয়েছে। প্রয়োজনে ফের ব্যবসায়ীদের সতর্ক করা হবে।'

ইসলামপুর বাজারে কংগ্রেস রোডে পথচলা দায়। -ফাইল চিত্র

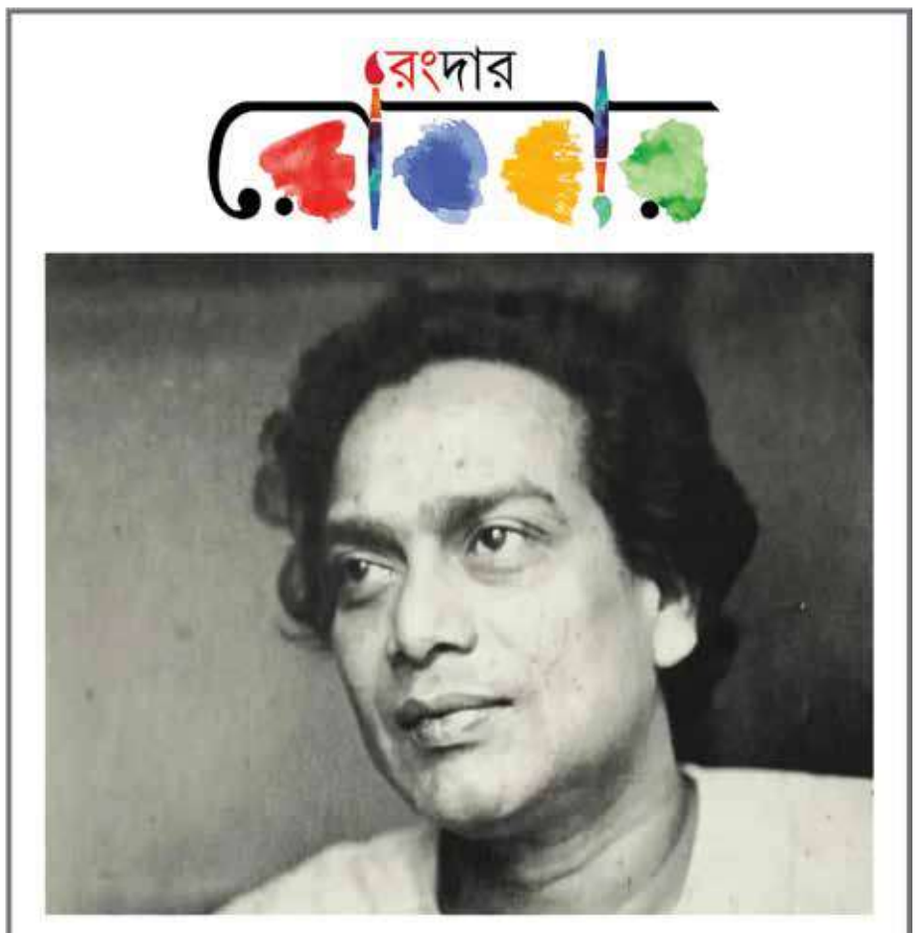

স্মরণে সমরেশ

কোনওরকমে ক্লাস নাইনে ওঠা। তারপর পড়াশোনাটাই ছেড়ে দিয়েছিলেন। তবে তাতে কী! সৃষ্টির ঝুলিতে প্রায় ২০০টি গল্প, একশোরও বেশি উপন্যাস। মূলত বড়দের জন্য লিখলেও ছোটদের জন্য লেখাতেও ছিলেন সমান সাবলীল। বিতর্ক পিছু না ছাড়লেও কলম থেমে থাকেনি। কিছুদিন আগেই তাঁর ১০১তম জন্মদিবস পেরিয়ে গেল। পাঠক-মননে সমরেশ বসু আজও সমান প্রাসঙ্গিক।

প্রচ্ছদ কাহিনী বিপুল দাস, স্বাতি দাশ চৌধুরী ও ঋতুপর্ণা ভট্টাচার্য
ছোটগল্প শ্বেতা সরখেল
অণুগল্প অমিতাভ সরকার ও স্বপন সিংহ
ট্রাভেল ব্লগ মধুমিতা দে রায়
ছড়া ও কবিতা মৈনাক ভট্টাচার্য, রেবা সরকার, সুবীর রায়, সঙ্গীতা চন্দ ও তীর্থরাজ রায়

দুটি ট্রেনের দাবি

জলপাইগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গ থেকে মুম্বই ও বেঙ্গালুরুগামী নতুন দুটি অমৃত ভারত এক্সপ্রেস চালুর দাবি জানালেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায়। শুক্রবার রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোর সঙ্গে দেখা করে নিজের লিখিত দাবিপত্র পেশ করেন তিনি। একটি ট্রেন নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ কোচবিহার, জলপাইগুড়ি রোড, এনজেপি হয়ে মুম্বইয়ের লোকমান্য তিলক টার্মিনাস পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় ট্রেনটি নিউ আলিপুরদুয়ার, নিউ কোচবিহার, নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশন, এনজেপি হয়ে বেঙ্গালুরু পর্যন্ত চালানোর দাবি জানান সাংসদ।

জয়ন্ত বলেন, 'উত্তরবঙ্গ থেকে প্রচুর সংখ্যক মানুষ মুম্বই ও বেঙ্গালুরুতে চিকিৎসা করাতে যান। যে ক'টি ট্রেন চলাচল করে সেগুলিতে অধিকাংশ সময় টিকিট পাওয়া যায় না। তাই উত্তরবঙ্গবাসীর সুবিধার্থে এই নতুন দুটি ট্রেন প্রয়োজন।' রেলমন্ত্রী গুরুত্ব দিয়ে বিষয়টি বিবেচনা করবেন বলে সাংসদ জানিয়েছেন।

পাচারের রমরমা

কিশনগঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর : কিশনগঞ্জ করিডরে গবাদিপশু পাচারকারীরা অতিসক্রিয়। বিশেষত মোষ যায় অসম সহ উত্তর-পূর্ব ভারতে এবং নেপালে। গোরু যায় বাংলাদেশে। জেলা পুলিশের নাকের ডগায় বিভিন্ন থানা এলাকা দিয়ে এই পাচার হচ্ছে। পুলিশের দাবি, বিগত তিন মাসে ১৩ জনের বেশি পাচারকারী গ্রেপ্তার হয়েছেন।

ধৃতদের অধিকাংশ উত্তরবঙ্গ, অসম ও উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। কিশনগঞ্জ করিডরে স্থানীয় রাজনৈতিক নেতারা পশু মাফিয়া এবং পাচারকারীদের আশ্রয় দেন বলে অভিযোগ। ফলে সহজে পশুবোঝাই ট্রাক, ৩২৭ ই জাতীয় সড়ক দিয়ে দার্জিলিং জেলার খড়িবাড়িতে ঢোকে। সূত্রের খবর, একেকটি গবাদিপশুবোঝাই ট্রাক পাচারের খরচ ১৫ থেকে ২৫ হাজার টাকা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মাফিয়ারা অন্তর্দ্বন্দ্বের জেরে বিপক্ষ গোষ্ঠীর ট্রাক ধরিয়ে দেয়। যদিও কিশনগঞ্জের পুলিশ সুপার সাগর কুমারের প্রতিক্রিয়া, 'জেলায় গবাদিপশু পাচারের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযান চালানো হচ্ছে।'

দাদাগিরি

প্রথম পাতার পর

সমস্যা নিয়ে মেডিকেলে চিকিৎসার জন্য এসেছিলেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে নার্সিংহোমে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেয় তাঁর পরিবার। অভিযোগ, বাগডোগরা থেকে আসা অ্যাম্বুল্যান্সটিতে রোগীকে তুলতে গেলে মেডিকেলের অ্যাম্বুল্যান্স সিন্ডিকেটের লোকজন বাধা দেন। তাঁরা দাবি করেন, সিন্ডিকেট থেকেই ভাড়া নিতে হবে। সেইমতো অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া করে বন্ডে সই করে রোগীকে ওয়ার্ড থেকে করিডরে বের করে আনে পরিবার। কিন্তু সময়মতো অ্যাম্বুল্যান্স আসেনি। করিডরেই মৃত্যু হয় ওই ব্যক্তির।

এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে হতাশ শোনাল হাসপাতাল সুপারকে। বললেন, 'বারবার এমন ঘটনা ঘটছে। আমরা আগেও প্রশাসনকে চিঠি দিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছি। লাভ হয়নি। বৃহস্পতিবারের ঘটনা দুঃখজনক। এর পুনরাবৃত্তি যাতে না হয়, সেজন্য জেলা প্রশাসনকে আবারও চিঠি দিয়েছি।' ২০২৩ সালের মে মাসে অ্যাম্বুল্যান্স ভাড়া করতে না পারায় নিজের মৃত শিশুকে ব্যাগে ভরে বাসে চেপে বাড়ি ফিরেছিলেন কালিয়াগঞ্জের বাসিন্দা। সেই ঘটনা রাজ্যজুড়ে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল। চাপে পড়ে সক্রিয় হয়েছিল জেলা প্রশাসন। মেডিকেলে দফায় দফায় বৈঠক করে বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্স সিন্ডিকেটের 'দাদাগিরি' নিয়ন্ত্রণে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপের আশ্বাস দেওয়া হয় সেসময়।

কথা ছিল, ১০টি অ্যাম্বুল্যান্স মেডিকেলে রেখে বাকিগুলোকে সরিয়ে দেওয়া হবে। কিলোমিটার অনুযায়ী অ্যাম্বুল্যান্সের ভাড়া নির্দিষ্ট করে তালিকা টাঙানো, বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্সচালকদের সচিত্র পরিচয়পত্র দেওয়ার মতো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে, সবকিছুই সীমাবদ্ধ থেকে যায় আলোচনা আর খাতায় নথিভুক্ত অবস্থায়।

অভিযোগ, এমন গা ঢিলেমি দেখে বেসরকারি অ্যাম্বুল্যান্সচালকদের একাংশ আশকারা পাচ্ছেন। বাড়ছে গাজোয়ারি। চূড়ান্ত দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

পৃথিবীর পাঠশালা

মাটির তলার আস্ত শহর

অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমি এলাকার তাপমাত্রা এতটাই বেশি যে, সেখানে দিনেরবেলা টেকা দায়। তাই বলে কি মানুষ সেখানে থাকবে না? অবশ্যই থাকবে, তবে মাটির ওপরে নয়, মাটির নীচে! 'কুবার পেডি' হল বিশ্বের একমাত্র ভূগর্ভস্থ শহর। বিশ্বের মূল্যবান রত্ন 'ওপাল'-এর খনি রয়েছে এখানে। খনিশ্রমিকরা অসহ্য গরম থেকে বাঁচতে মাটির নীচেই ঘরবাড়ি বানাতে শুরু করেন। বর্তমানে এই শহরের প্রায় ১৫০০ বাসিন্দা মাটির নীচে দিব্যি সংসার পেতেছেন। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে ধু-ধু মরুভূমি, কেবল মাটির বুক ফুঁড়ে কিছু চিমনি বেরিয়ে আছে। কিন্তু মাটির নীচে নামলে চোখ কপালে উঠবে—সেখানে আছে সুসজ্জিত বেডরুম, আধুনিক রান্নাঘর, লাইব্রেরি, এমনকি আস্ত এক গির্জাও! মাটির নীচে তাপমাত্রা প্রাকৃতিকভাবেই আরামদায়ক থাকে, তাই এসি চালানোর খরচ নেই। আধুনিক মানুষের অভিযোজন ক্ষমতার এক বিস্ময়কর উদাহরণ এই পাতালপুরী। যেখানে জীবন চলে মাটির গভীরে।

বিশ্বের সবচেয়ে নিঃসঙ্গ তিমি

কল্পনা করুন, আপনি চিৎকার করে ডাকছেন কিন্তু সেই ডাক শোনার বা উত্তর দেওয়ার মতো কেউ নেই। সারা পৃথিবীতে আপনি একা। এমনই এক মর্মান্তিক জীবন কাটাচ্ছে ৫২ হার্জ তিমি। যাকে বিজ্ঞানীরা বিশ্বের সবচেয়ে নিঃসঙ্গ প্রাণী বলে আখ্যা দিয়েছেন। ১৯৮৯ সালে আমেরিকার নৌবাহিনী প্রথম এর ডাক রেকর্ড করে। সাধারণ নীল তিমি বা ফিন তিমিরা ১৫ থেকে ২৫ হার্জ ফ্রিকোয়েন্সিতে একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করে। কিন্তু এই বিশেষ তিমিটির ডাকের ফ্রিকোয়েন্সি ৫২ হার্জ, যা অন্য তিমিদের ধরাছোঁয়ার বাইরে। ফলে সে যখন গান গায় বা সঙ্গীর খোঁজ করে, অন্য তিমিরা তা শুনতে পায় না, পেলেও হয়তো বুঝতে পারে না। বছরের পর বছর ধরে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে সে একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার কোনও দল নেই, পরিবার নেই। বিজ্ঞানীরা আজও নিশ্চিত নন সে কেন এমন। হয়তো সে কোনও সংকর প্রজাতি বা তার বাকযন্ত্রে কোনও ত্রুটি আছে।

পৃথিবীর গুঞ্জন বা 'দ্য হাম'

আপনি কি কখনও এমন কোনও শব্দ শুনেছেন যা অন্য কেউ শুনতে পাচ্ছে না? অনেকটা দূর থেকে ভেসে আসা জেনারেটরের আওয়াজ বা একটানা ভনভন শব্দ? যদি শুনে থাকেন, তবে আপনি একা নন। বিশ্বের প্রায় ২ শতাংশ মানুষ এই রহস্যময় শব্দের শিকার, যাকে বলা হয় 'দ্য হাম'। ইংল্যান্ডের ব্রিস্টল থেকে আমেরিকার তাওস, বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় মানুষ এই একই অভিযোগ করেছেন। অদ্ভুত ব্যাপার হল এই শব্দ কোনও মাইক্রোফোনে রেকর্ড করা যায় না। কিন্তু ভুক্তভোগীদের দাবি, এই শব্দ তাঁদের পাগল করে দিচ্ছে। রাতে ঘুমোতে দিচ্ছে না। বিজ্ঞানীরা অনেক তদন্ত করেও এর উৎস সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেননি। কারও মতে এটি সমুদ্রের ঢেউয়ের সঙ্গে মাটির সংঘর্ষের শব্দ, আবার কেউ বলেন এটি কোনও গোপন মিলিটারি প্রযুক্তির আওয়াজ। তবে ডাক্তারদের মতে, এটি কানের কোনও সমস্যা নয়। উৎস যাই হোক, অদৃশ্য এই শব্দ হাজার হাজার মানুষের রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছে, তা নিশ্চিত।

নাচের জাদুতে মৃত্যু

নাচতে কার না ভালো লাগে? কিন্তু সেই নাচই যদি মৃত্যুর কারণ হয়? ১৫১৮ সালে ফ্রান্সের স্ট্রাসবার্গ শহরে ঘটেছিল ইতিহাসের এক অদ্ভুত ঘটনা, যা 'ডান্সিং প্লেগ' বা নাচের মহামারি নামে পরিচিত। জুলাই মাসের এক গরম দুপুরে এক মহিলা হঠাৎ রাস্তার মাঝখানে নাচতে শুরু করেন। কোনও গান-বাজনা ছাড়াই তিনি টানা নাচতে থাকেন। প্রথমে লোকে হাসাহাসি করলেও, এক সপ্তাহের মধ্যে আরও ৩৪ জন তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। এক মাসের মধ্যে সেই সংখ্যা ৪০০ ছাড়িয়ে যায়! এঁরা কেউ ইচ্ছে করে নাচছিলেন না, বরং যেন অদৃশ্য কোনও শক্তি তাঁদের নাচতে বাধ্য করছিল। খাওয়া-ঘুম ভুলে বিরামহীন নাচার ফলে হার্ট অ্যাটাক ও স্ট্রোক হয়ে ডজন ডজন মানুষ মারা যান। চিকিৎসকরা তখন নিদান দিয়েছিলেন—'গরম রক্তের' দোষ! আধুনিক বিজ্ঞানীদের ধারণা, এটি ছিল 'মাস হিস্টিরিয়া' অথবা এরগট নামক এক বিষাক্ত ছত্রাকযুক্ত রুটি খাওয়ার ফল।

সমাজমাধ্যমে ছড়াচ্ছে ভারতবিদ্বেষ

নিউজ ব্যুরো

১৯ ডিসেম্বর : বহু চেষ্টাতেও বিদ্বেষের আগুনটা পুরোপুরি নেভেনি। ধিকিধিকি জ্বলছিলই। যুব নেতা শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর ঘটনায় ভারতবিদ্বেষী আগুনটা বাংলাদেশে ফের প্রবলভাবে জ্বলতে শুরু করেছে। হিন্দু তরুণকে পিটিয়ে-পুড়িয়ে খুন, ব্যাপক ভাঙচুরের মতো ঘটনা তো আছেই, এই মুহূর্তে পড়শি দেশে ভারতবিদ্বেষের মাত্রা কতটা প্রবল হয়েছে তা সোশ্যাল মিডিয়ায় চোখ রাখলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে। সেগুলির এক একটি বেশ ভয় ধরিয়ে দেওয়ার মতোই।

বেশ কিছু পোস্টে ভারতকে 'এশিয়ার ক্যানসার' হিসেবে দাবি করা হয়েছে। রহস্য মানব নামে একজন সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখেছেন, 'এশিয়ার তিন ভাই বাংলাদেশ, চিন ও পাকিস্তান মিলে একসঙ্গে এশিয়ার ক্যানসার ভারতের গলা টিপে ধরবে। তাতে ভারত খানখান হয়ে ভেঙে অসংখ্য ছোট ছোট স্বাধীন রাষ্ট্র তৈরি হবে।' সেই পোস্টে অসংখ্য লাইক, অজস্র কমেন্ট। কামরুল হাসান নামে একজন লিখেছেন, 'ইন্ডিয়াকে ভেঙে দিয়ে আমাদের প্রাপ্য বুঝে নেওয়াই নতুন দিনের নতুন প্রজন্মের শপথ হোক।'

তাণ্ডবের পর ঢাকার ছায়ানটে এক কর্মী। শুক্রবার। ছবি : এএফপি

কী কারণে এদিন এহেন ভারতবিদ্বেষ ছড়াল? একটি সূত্রের খবর, শরিফ ওসমানকে যারা গুলি করেছিল, ভারত তাদের নিজেদের দেশে পালাতে সাহায্য করেছে বলে খবর ছড়ানোর পর থেকেই অসন্তোষ বাড়তে থাকে। তবে শরিফ ওসমানের ওপর হামলাকারীদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক আছে এমন কিছু এখনও জানা যায়নি। কিন্তু কোনও বিদ্বেষের আগুন একবার ছড়াতে শুরু করলে তাকে থামানো সহজ মোটেও হয় না। শুক্রবার রাত যতই গড়িয়েছে সেই সত্য ততই স্পষ্ট হয়েছে। শাহদাত আবরারের মতো অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় লিখে ফেলেন, 'ভারত বাংলাদেশের বিপক্ষে থাকলে বোঝা যায় বাংলাদেশ সঠিক পথেই আছে।'

বেশ কিছু পোস্টে অজস্র বানান ভুল, ঠিক কী বলতে চাওয়া হয়েছে সেটাও স্পষ্ট নয়, কিন্তু সে সব ভুলে সবাই যেন ভারত বিরোধিতায় নেমেছেন। শাহনাস শাহ নামে একজন সেই ভুল বানানেই লিখেছেন, 'ভারত বাংলাদেশে নিতে মরিয়া। কিন্তু জানে না নতুন প্রজন্ম আর ছাড় দেবে না শড়িসার দানা...'

সামনে ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশে সাধারণ ভোট। এই সময় ভারতবিদ্বেষের আগুনটা ভালোমতো জ্বালাতে পারলে তার সুফল অনেকটাই পাওয়া যাবে বলে একটি মহল মনে করছে। আর এই সূত্রেই তাই মোক্ষম সময় হিসেবে একে বেছে নেওয়া হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। আর এই সূত্রে নিজেদের নাগরিকদের দিকেও তোপ দাগা চলছে। বেলাল চৌধুরী নামে একজন লিখেছেন, 'এখানে কিছু বাংলাদেশিদের ভারত প্রীতি আর ভয় দেখে মনে হচ্ছে তারা বাংলাদেশকে প্রতিবেশীর করদ রাজ্য হিসেবে দেখতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন।'

ঘৃণার আগুনটা কখন নিভবে? কারও জানা নেই। মোহাম্মদ কাজি জয়নাল লিখেছেন, 'ভারত তার মনোভাব না পাল্টালে ভারতের সঙ্গে আমাদের কোনও সম্পর্কের প্রয়োজন নেই...পাকিস্তান এদের জন্য ঠিক আছে, তারা প্যাদানি দিলেই ভারতীয়রা ঠিক থাকে।' সমাধানের দিশা দিয়ে রবিউল ইসলাম লিখেছেন, 'ভারত যদি বাংলাদেশের সঙ্গে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সমতার ভিত্তিতে সম্পর্ক রাখতে চায় তাহলে বাংলাদেশও বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেবে।'

ইনফ্লুয়েন্সারের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি থেকে পরিচালিত অবৈধ অনলাইন বেটিং প্যানেলের তদন্তে নেমে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার অনুরাগ ত্রিবেদীর ৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শুক্রবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই পুরো বিষয়টা প্রকাশ্যে আনে ইডি। ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হওয়া শিলিগুড়ির তিন বাসিন্দা অভিষেক বনসল, সোনুকুমার ঠাকুর ও বিশাল ভরদ্বাজকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। সেখান থেকেই অনুরাগের সূত্র মেলে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সোনুদের অবৈধ অনলাইন বেটিং প্যানেলের অংশ ছিলেন অনুরাগ। অবৈধ এই বেটিং প্ল্যাটফর্ম সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রোমোশনাল ভিডিও তৈরি করে ছড়িয়ে দেওয়া হত। পরিবর্তে অনুরাগের সংস্থা ও পরিবারের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে একাধিক 'মোল অ্যাকাউন্ট' বা ভাড়ার অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা ঢুকেছিল। পুরো চক্র প্রকাশ্যে আসার পর অনুরাগ দুবাইয়ে পালান।

বৃহস্পতিবার ইডি'র তরফে লখনউ, উন্নাও এবং দিল্লিতে অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকে ল্যাম্বরগিনি সহ চারটি দামি গাড়ি বাজেয়াপ্ত করা হয়। এছাড়া ২০ লক্ষ টাকা নগদ বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। পাশাপাশি ৩ কোটি টাকার স্থাবর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, দুবাই থেকে হাওয়ালার মাধ্যমে বিভিন্ন রিয়েল এস্টেট কোম্পানিতে টাকা লগ্নি করছিলেন অনুরাগ।

ঘটনার কথা প্রকাশ্যে আসে গতবছর ৬ ডিসেম্বর। ওয়েস্ট বেঙ্গল সাইবার ক্রাইম ব্রাঞ্চ ও বিধাননগর পুলিশ এই আন্তর্জাতিক সাইবার সিন্ডিকেটের চক্র ফাঁস করে। সব মিলিয়ে আড়াইশো কোটি টাকা প্রতারণার হদিস মেলে। ঘটনায় তিনজন গ্রেপ্তার হয়। এরমধ্যে ছিলেন শিলিগুড়ির অভিষেক। পরে দেখা যায়, অভিষেকের বিরুদ্ধে এই ধরনের প্রতারণার একাধিক অভিযোগ রয়েছে। এরপর শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের তরফে ইডি'র কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। তদন্তে নামে ইডি'র টিম। এরপর শিলিগুড়ি থেকে সোনুকুমার ও বিশালকে গ্রেপ্তার করা হয়। ৮ অগাস্ট ইডি'র তরফে প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হয়, ধৃতদের কাছ থেকে কয়েকটি ডিজিটাল ডিভাইস সহ বেশ কিছু সন্দেহজনক কাগজপত্র উদ্ধার করা হয়েছে। এছাড়াও ৮০টি 'মোল অ্যাকাউন্ট' থেকে ১৪ কোটি ২৯ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত হয়। ওই অ্যাকাউন্টগুলির সূত্রে পুলিশ জানতে পারে, কর্পোরেট পদ্ধতিতে অবৈধ অনলাইন ব্যাটিং অ্যাপ চালানো হচ্ছে। ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম, টেলিগ্রাম চ্যানেলের মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছোনোর চেষ্টা চালানো হত। সেই প্রচারের সূত্র ধরে এবার নাম জড়াল সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারের।

প্রতারণার জাল

- সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার অনুরাগ ত্রিবেদীর ৭ কোটি ২০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করল ইডি
- অবৈধ অনলাইন বেটিং প্যানেলের অংশ ছিলেন অনুরাগ
- দুবাই থেকে হাওয়ালার মাধ্যমে বিভিন্ন রিয়েল এস্টেট কোম্পানিতে টাকা লগ্নি করছিলেন পলাতক অনুরাগ

অন্ধকারের উৎস হতে উৎসারিত আলো।। *ক্রিসমাস ফেস্টিভালে দৃষ্টিহীন শিশুরা। শুক্রবার বেঙ্গালুরুতে। -এএফপি*

সভা ও মিছিল

শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : শ্রমকোড বাতিল, ওষুধের ওপর থেকে জিএসটি প্রত্যাহার সহ বেশ কিছু দাবি নিয়ে অল ওয়েস্ট বেঙ্গল সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউনিয়ন শুক্রবার শিলিগুড়িতে মিছিল ও পথসভা করে। মিছিলটি হিলকার্ট রোড থেকে শুরু হয়ে সেবক রোড, পানিট্যাঙ্কি মোড় হয়ে বিধান মার্কেট অটোস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলে শতাধিক মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ পা মেলান। মিছিল শেষে বিধান মার্কেট অটোস্ট্যান্ডে পথসভা হয়।

সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সংগঠনের দার্জিলিং জেলা সভাপতি কাশীনাথ সাহা বলেন, 'মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের স্কিলড লেবার হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে। সকলের জন্য ন্যূনতম মজুরির ব্যবস্থাও করতে হবে।' সংগঠনের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক পলাশ সাহা বলেন, 'কোম্পানিগুলির চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগের বিষয়টির আমরা তীব্র বিরোধিতা করছি।' পাশাপাশি, চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দিতে হবে বলে দাবি জানানো হয়েছে।

বিশেষ সতর্কতা

কিশনগঞ্জ, ১৯ ডিসেম্বর : কিশনগঞ্জ জেলার দুটি জাতীয় সড়ক ও ডালখোলা থেকে বিপ্রিত ভায়া ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে এন্ট্রি মাফিয়াদের রমরমা। গত ১৬ ডিসেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদে এই খবর প্রকাশিত হতেই শুক্রবার জেলা শাসক বিশাল রাজ ও পুলিশ সুপার সাগর কুমারের যৌথ লিখিত নির্দেশে ৩২৭ ই জাতীয় সড়কে গলগলিয়া চেকপোস্ট থেকে আরারিয়া পর্যন্ত শুরু হল বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে নাকা চেকিং।

স্বাগত সংঘের

প্রথম পাতার পর

ছিলেন চিকিৎসক শঙ্খ সেন।

পরিবেশকর্মী সুজিত রাহা বৈঠকে পরিবেশকে পাঠ্যসূচিতে মূল বিষয় হিসেবে রাখার দাবি তোলেন। পরে তিনি বলেন, 'পরিবেশ ঐচ্ছিক বিষয় থাকায় কেউ সেভাবে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। এতে পরিবেশের আরও ক্ষতি হচ্ছে।' অধ্যাপক বিদ্যাবতী আগরওয়ালের বক্তব্য, 'আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল, তাই গিয়েছিলাম। অনেকে অনেক কথা বলেছেন, সেগুলি শুনেছি। সংঘ প্রধানের বক্তব্যও শুনেছি।'

মনে করা হচ্ছে, তৃণমূল বা কংগ্রেস ঘনিষ্ঠ এবং বাম মনোভাবাপন্ন বিশিষ্টজনকে ডেকে সংঘের বীজ বপন করে গেলেন আরএসএস প্রধান। এই বুদ্ধিজীবী সম্মেলন সেই অর্থে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে নতুন সমীকরণ তৈরির ইঙ্গিত। বুদ্ধিজীবীদের সংঘের পাঠ পড়িয়েছেন ভাগবত। সংঘ কী, সংঘের কাজ কী ইত্যাদি ব্যাখ্যা করে তিনি বুঝিয়েছেন, সংঘ কোনও রাজনৈতিক দলের নয়। সংঘ সমাজের কাজ করে।

তিনি কুলরীতি, সুসংগত প্রথা এবং দেশের কল্যাণে সহায়ক আচরণগুলির নিয়মিত চর্চার ওপর জোর দেন। তাঁর ভাষায়, সমাজের উপর নিজের পরিবারের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তা নির্ভরশীল- এই উপলব্ধি থেকে সময় ও সামর্থ্য অনুযায়ী অবদান রাখার দরকার আছে সবার। বিশিষ্টদের তিনি সংঘের কাজকর্ম দেখার, সংঘের দপ্তরে যাওয়ার, ইচ্ছা হলে সংঘের সঙ্গে কাজ করার ডাক দেন।

সরসংঘচালক বলেন, 'সংঘকে কোনও নির্দিষ্ট পদ্ধতি বা প্রচলিত সংগঠন কাঠামোর মধ্যে বেঁধে বোঝা যায় না।' তাঁর কথায়, 'সংঘ কারও বিরোধিতা করার জন্য বা নিজের জন্য কিছু অর্জনের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়নি। বরং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের নিঃস্বার্থ সেবার মানসিকতা গড়ে তোলা এবং প্রসিদ্ধি থেকে দূরে থেকে আত্মতৃপ্তির সঙ্গে সমাজসেবায় যুক্ত মানুষদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন সংঘের লক্ষ্য।'

বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বৈঠকের পর মাটিগাড়ার একটি উপনগরীতে সংঘের উত্তরবঙ্গ প্রান্তের বিভিন্ন কর্মকর্তার পরিবারের সঙ্গে এক ঘণ্টার চা বৈঠকে যোগ দেন সংঘ প্রধান। সেখানে ছিলেন দার্জিলিং ও জলপাইগুড়ির দুই সাংসদ রাজু বিস্ট ও জয়ন্ত রায়। বিজেপির কেন্দ্রীয় মুখপাত্র প্রদীপ ভাণ্ডারীও সেখানে দেখা করেন ভাগবতের সঙ্গে। সেখানে নির্বাচন সংক্রান্ত আলোচনা হয়।

যদিও পরে রাজু বলেন, 'আরএসএস প্রধান এসেছেন সংঘের কাজে। সেখানে সাংসদ এবং আরএসএস কর্মী হিসেবে আমি গিয়েছি। নির্বাচন সংক্রান্ত কী আলোচনা হয়েছে বা আমাদের তিনি কী বলেছেন সেটা সংবাদমাধ্যমে বলার জন্য নয়।' বুদ্ধিজীবীদের বৈঠকে চিকেন নেকের সুরক্ষা, উত্তরবঙ্গে মাদকের কারবার বৃদ্ধি, পরিবেশ সচেতনতা নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

বিশিষ্টজনরা এসব নিয়ে প্রশ্ন করলেও চিকেন নেকের সুরক্ষার বিষয়টি সরকারের বলে মন্তব্য করেছেন সংঘ প্রধান। তবে মাদকের কারবার রুখতে সমাজকে জাগ্রত হওয়ার বার্তা দিয়েছেন।

খুন হিন্দু তরুণকে

প্রথম পাতার পর

করে ঝুলিয়ে তারপর আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়।'

ইতিমধ্যে সেই ভয়াবহ দৃশ্য সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। তাতে দেখা গিয়েছে, যারা ওই হত্যালীলা ঘটাচ্ছে তাদের অধিকাংশই তরুণ। সবার হাতে স্মার্টফোন, চোখেমুখে পৈশাচিক উল্লাস স্পষ্ট। পুলিশ এসে মৃতদেহ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে পাঠায়। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও মামলা রুজু হয়নি। পরিবারের তরফে যদি মামলা দায়ের করা হয় তাহলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে রিপন জানিয়েছেন।

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডঃ মুহাম্মদ ইউনূস এহেন পৈশাচিক ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন। এক বিবৃতিতে তিনি বলেছেন, 'নতুন বাংলাদেশে এই ধরনের হিংসার কোনও স্থান নেই। যারা এই নৃশংস অপরাধে জড়িত তাদের কাউকে ছাড়া হবে না।' ইউনূসের প্রেস সচিব শফিকুল আলম সমাজমাধ্যমে বলেছেন, 'বাংলাদেশে যে হিংসা, লুটপাট, জানমালের ধ্বংসলীলা হয়েছে তা কঠোর ভাষায় নিন্দা জানাচ্ছি।' এতে অবশ্য নিন্দা থামছে না। নির্বাসিত বাংলাদেশি লেখিকা তসলিমা নাসরিন বাংলাদেশকে 'জেহাদিস্তান' বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি সমাজমাধ্যমে দীপুচন্দ্র দাসকে পুড়িয়ে দেওয়ার একটি ভিডিও পোস্ট করে লিখেছেন, 'একজন জেহাদির মৃত্যুর পরই যেন গোটা বাংলাদেশজুড়ে তাণ্ডব নামল। লক্ষ লক্ষ জেহাদি রাস্তায় নেমে যা সামনে পেয়েছে, ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে। আগুন ধরিয়েছে সর্বত্র। সবকিছু পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।' তসলিমা লিখেছেন, 'দীপুচন্দ্র দাসকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়। তারপর তাঁর নিথর দেহ গাছে ঝুলিয়ে আগুনে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। কারও চোখে জল ছিল না, কারও হাতে কাঁপুনি ধরেনি, কারও হৃদয় কেঁপে ওঠেনি।'

ঘাঁটি গাড়ছে সেনা

প্রথম পাতার পর

পশ্চিমবঙ্গের তিরিশটিরও বেশি স্পর্শকাতর এলাকায় অস্থায়ী সেনা তাঁবু তৈরি হতে পারে। সেই তাঁবুগুলি থেকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে সীমান্তে নজরদারি চালাবেন সেনা জওয়ানরা।

শুধু বিএসএফের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করাই নয়, সীমান্ত সুরক্ষায় রাজ্য পুলিশের সঙ্গে যৌথ মহড়া করবে সেনা। প্রয়োজনে পুলিশকে প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে বলেই জানিয়েছেন সেনাকর্তারা। সেই পরিকল্পনা অনুসারে ইতিমধ্যেই অসম রাজ্য পুলিশের সঙ্গে যৌথ মহড়া শুরু করেছে সেনার আসাম রাইফেলস। বাংলাদেশ সীমান্তে থাকা অন্য রাজ্যের পুলিশের সঙ্গেও পর্যায়ক্রমে যৌথ মহড়া হবে। সেনার ইস্টার্ন কমান্ডের এক আধিকারিকের কথা, 'বিএসএফকে সহযোগিতার জন্য আমরা বিশেষ পদক্ষেপ করেছি। কিন্তু রাজ্য পুলিশের এলাকায় হঠাৎ অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্যও প্রস্তুত থাকা দরকার। তাই রাজ্য পুলিশের সঙ্গে যৌথ মহড়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে।'

সেনা সূত্রের খবর, উত্তরবঙ্গে এগারোটি এলাকাকে প্রাথমিকভাবে 'স্পর্শকাতর' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। আপাতত চারটি এলাকায় সেনার তাঁবু তৈরি হতে পারে। তারমধ্যে কোচবিহার জেলায় দুটি, উত্তর দিনাজপুরে একটি এবং মালদায় একটি তাঁবু তৈরির প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। বাকি স্পর্শকাতর এলাকাগুলির কাছাকাছিই স্থায়ী সেনাছাউনি রয়েছে। সেই ছাউনি থেকেই নজরদারি চালানো হবে। নজরদারির জন্য সেনা তাঁবুতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ড্রোন থাকবে। অস্ত্র সরবরাহকারী ড্রোনও রাখা হবে। হঠাৎ আক্রমণ হলে তার মোকাবিলার জন্য প্রয়োজনীয় যুদ্ধাস্ত্রও থাকবে প্রতিটি তাঁবুতে। পরিস্থিতি বুঝে তাঁবুতে কতজন জওয়ান থাকবেন তা ঠিক করা হবে। স্থায়ী সেনাছাউনি থেকে যে তাঁবুর দূরত্ব যত বেশি সেই তাঁবুতে তত বেশি সংখ্যায় জওয়ান রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সিনিয়ার সেনা আধিকারিকদের সঙ্গে এদিন দক্ষিণ ত্রিপুরার একাধিক বিএসএফ ক্যাম্প ঘুরে দেখেন লেফটেন্যান্ট জেনারেল আরসি তিওয়ারি। বিএসএফ আধিকারিকদের বেশকিছু বিষয়ে জরুরি পরামর্শও দেন তিনি। এদিন মিজোরামে বাংলাদেশ সীমান্ত সুরক্ষার বিশেষ দায়িত্বে থাকা আসাম রাইফেলসের কোম্পানি অপারেটিং বেস পরিদর্শন করেন তিওয়ারি। সেখানে সেনা ও বিএসএফ কর্তাদের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠক করেন। আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই অসম ও পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত এলাকাও পরিদর্শন করবেন তিনি। সেনা সূত্রের খবর, ধুবড়ি, চোপড়া এবং কিশনগঞ্জের প্রস্তাবিত সেনাছাউনিগুলিতেও অস্থায়ী তাঁবু তৈরি করে যুদ্ধাস্ত্র মজুত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হওয়া পর্যন্ত নির্দিষ্ট কিছু সীমান্তে বিএসএফ এবং সেনার যৌথ টহলদারি চালু করার ভাবনাচিন্তাও করছে সেনা। কীভাবে টহলদারি চালানো যায় তারজন্য দুই বাহিনীর বাছাই করা জওয়ানদের নিয়ে বিশেষ দল তৈরির প্রস্তাব দিয়েছে বিএসএফ। সেইমতো জওয়ানদের বাছাই করার কাজও শুরু হয়েছে।

ছাত্র নেতার মৃত্যুতে দক্ষযজ্ঞ

প্রথম পাতার পর

আওয়ামী লিগ নেতা মহিবুল আলম চৌধুরী নওফেলের চট্টগ্রামের বাড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে। চট্টগ্রামে ভারতের উপ দূতাবাসের বাইরে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ২০-২৫ জন তরুণ হাসিনা ও ভারতের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন, পাথর ছোড়েন। রাজশাহিতেও ভারতীয় উপ দূতাবাসের বাইরে বিক্ষোভ হয়েছে।

জুলাই অভ্যুত্থানে যুক্ত থাকলেও ওসমান হাদি প্রচারের আলোয় আসেন আওয়ামী লিগ ও ভারতের বিরুদ্ধে একের পর এক মন্তব্য করে। তাঁর সেই প্রচারের ভাষা অনেক সময় শালীনতার গণ্ডি পার হয়ে যেত। ইনকিলাব মঞ্চ নামে একটি দল গড়েছিলেন তিনি। ১২ ডিসেম্বর ঢাকায় এক হামলায় মাথায় গুলিবিদ্ধ হন তিনি। তারপর থেকে তিনি সংকটেই ছিলেন। সরকারি খরচে তাঁকে গত সোমবার সিঙ্গাপুরে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হলেও শেষরক্ষা হয়নি।

বৃহস্পতিবার রাতে সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে মৃত্যু হয় ওই ছাত্র নেতার। তারপর থেকেই আগুন জ্বলছে গোটা বাংলাদেশে। যার পিছনে জামায়াতের ছায়া স্পষ্ট। নৈরাজ্যের নিন্দা করার পাশাপাশি হাদির স্মরণে শনিবার দেশে রাষ্ট্রীয় শোকদিবস পালনের ঘোষণা করেন ইউনূস। শুক্রবার সন্ধ্যায় বিশেষ বিমানে হাদির দেহ ঢাকায় নিয়ে আসা হয়। সেখানে অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা ছাড়াও বিএনপি, জামায়াতে ইসলামি ও এনসিপির নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

খবর ছড়িয়েছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কবি নজরুলের সমাধির পাশে হাদির দেহ কবর দেওয়া হবে। যাতে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছে, যে শক্তি রবীন্দ্রনাথের ছবিতে আগুন দেয়, ছায়ানটকে ধ্বংস করে, তাদের নেতাকে কি নজরুলের মতো উদার, ধর্মনিরপেক্ষ কবির পাশে সমাহিত করা উচিত?

সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'বাংলাদেশে বাঙালিয়ানাকে হত্যার চেষ্টা চলছে। সেখানে কোনও নির্বাচিত সরকার নেই। দেশটায় আত্মনাশের আয়োজন চলছে। সংস্কৃতি ধ্বংস হলে একটা জাতির কী থাকে! এতে বাংলাদেশেরই ক্ষতি হচ্ছে। শুক্রবার ইউনূস ফোন করে প্রথম আলো ও ডেইলি স্টার পত্রিকার দুই সম্পাদককে পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন বটে, কিন্তু দুটি সংবাদপত্রেরই বিরাট ক্ষতি হয়েছে।

প্রথম আলো দপ্তরে আগুন ধরানো হলে অন্তত ৩০ জন সংবাদকর্মী দীর্ঘসময় আটকে থাকেন মৃত্যুভয়কে সঙ্গী করে। পরে ক্রেনের সাহায্যে তাঁদের উদ্ধার করেন সেনা ও দমকলকর্মীরা। ছায়ানটের ৭ তলা ভবনে লুটপাট চালানোর পর বাড়িটি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ভবনে রাখা হারমোনিয়াম, তবলা বাইরে এনে আছাড় মেরে ভেঙে ফেলে দুর্বৃত্তরা।

শুক্রবার ঢাকার শাহবাগ চত্বরে জমায়েত করেন জুলাইযোদ্ধা নামধারী কয়েক হাজার তরুণ। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টার পদত্যাগ দাবি করেছেন তাঁরা। ইউনূস অবশ্য বলেন, 'হাদি ছিলেন সন্ত্রাসবাদের শত্রু। তাঁকে হত্যা করে মানুষের কণ্ঠরোধ করতে পারবে না গণতন্ত্রের শত্রুরা। হাদির আদর্শ ও ত্যাগকে ধৈর্যে পরিণত করে আমাদের নির্বাচন ও গণতন্ত্রের মঞ্চ থেকে লড়াই করতে হবে। গণতান্ত্রিকভাবে সন্ত্রাসবাদীদের পরাজিত করেই প্রকৃত শ্রদ্ধা জানানো সম্ভব।'

মেট্রো-নির্দেশ

জানুয়ারির মধ্যে চিংড়িঘাটা মেট্রোর কাজ শেষ করতে হবে বলে জানিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। কবে মেট্রোর কাজ শুরু করা হবে তা আগামী সোমবার রাজ্যকে জানাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যাবজ্জীবন

গড়বেতা জঙ্গলে প্রেমিকাকে গণধর্ষণের ঘটনায় তিনজনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিল মেদিনীপুরের নিম্ন আদালত। ২০২০ সালে প্রেমিকাকে নিয়ে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে।

বহিষ্কৃত নেতা

মহিলাঘটিত অভিযোগে এবার দলের রাজ্য কমিটির সদস্য ইন্দ্রজিৎ ঘোষকে বহিষ্কার করল সিপিএম। শুক্রবার রাজ্য কমিটির বৈঠক শেষে ঘোষণা করেছেন দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।

গোলাপ উৎসব

বড়দিনের আগে ক্ষীরাইয়ের পাবলংকা গ্রামে গোলাপ উৎসবের আয়োজন করা হল। শনি, রবি ও সোমবার উৎসব চলবে। গোলাপ বাগানের পাশেই পিকনিকের আয়োজনও করা হয়েছে।

ধর্মীয় মেরুকরণে পদ্ম

স্নিফার ডগ দিয়ে সভাস্থল পরিদর্শন। নদিয়ার তাহেরপুরে। -পিটিআই

মতুয়া গড়ে আজ মোদি

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : এসআইআর-এর আবহে নদিয়ার রানাঘাটে মতুয়া-গড়ে শনিবার সভা করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সভা থেকে মতুয়াদের নাগরিকত্ব নিয়ে সংশয় কাটাতে বার্তা দেবেন প্রধানমন্ত্রী, এমনটাই আশা রাজ্য বিজেপির। ঘটনাচক্রে মোদির সভার ঠিক আগেই বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর নতুন করে যে আক্রমণ হয়েছে, তাকে ইতিমধ্যেই হাতিয়ার করে ধর্মীয় মেরুকরণে শান দিচ্ছে বিজেপি।

শনিবার সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছে হেলিকপ্টারে রানাঘাট হেলিপ্যাডে পৌঁছোবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সেখান থেকে সওয়া ১১টায় তাহেরপুরে নেতাজি পার্কের সভাস্থলে সড়কপথে পৌঁছোবেন তিনি। প্রথমে প্রশাসনিক সভা থেকে বারাসত-বড়জাগুলির মধ্যে জাতীয় সড়কের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও বড়জাগুলি থেকে কৃষ্ণনগরের মধ্যে ৪ লেনের জাতীয় সড়কের উদ্বোধন করবেন মোদি। এরপরই পার্শ্ববর্তী দলীয় মঞ্চে সভা করবেন মোদি। সেই সভার দিকেই তাকিয়ে আছে বিজেপি ও বিশেষত মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ।

সম্প্রতি এসআইআর-এ মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁ এলাকা থেকে প্রায় ১ লক্ষ ৭৫ হাজার নাম বাদ পড়েছে। শুক্রবার গাইঘাটার বিজেপি বিধায়ক ও মতুয়া সংঘের নেতা সুব্রত ঠাকুর তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেছেন, বাদ পড়া ভোটারদের অধিকাংশই মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ। সম্প্রতি বনগাঁয় গিয়ে সিএএ-তে আবেদন করার ব্যাপারে ভেবে দেখতে বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কমিশনের কাছে বিজেপির দাবি, আপাতত সিএএ আবেদনকে রক্ষাকবচ করে ভোটার তালিকা থেকে মতুয়াদের নাম যেন বাদ না দেওয়া হয়। কিন্তু আগে নাগরিকত্ব, পরে ভোট, সুপ্রিম কোর্টের এই ঘোষণার পর কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ও কমিশন কার্যত চুপ। বিজেপি মনে করে সিএএ-র আবেদনকারীদের দাবি দ্রুত নিষ্পত্তি করে তাঁদের হাতে নাগরিকত্বের শংসাপত্র তুলে দিতে না পারলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ধস নামতে পারে বিজেপির মতুয়া ভোটে। শনিবারের সভা থেকে সেই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী কী আশ্বাস দেন, তার দিকেই তাকিয়ে রয়েছে বিজেপি ও মতুয়ারা।

বাংলাদেশকে অস্ত্র করছেন মালব্য

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের অরাজকতা পরিস্থিতির সঙ্গে এই রাজ্যের তুলনা টেনে বাংলায় ধর্মীয় মেরুকরণের রাজনীতিতে আরও শান দেওয়ার চেষ্টা করছে বিজেপি। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর তাদের হাতিয়ার হবে বলে আশা করেছিল বিজেপি। কিন্তু রাজনৈতিক মহল মনে করছে, কার্যত তা তাদের কাছে বুমেরাং হয়ে গিয়েছে। তাই বাংলাদেশের পরিস্থিতির ভিডিও পোস্ট করে এই রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করে সমাজমাধ্যমে একাধিক পোস্ট করেছেন বিজেপির শীর্ষ নেতারা। পালটা তৃণমূলও কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতাকে সামনে এনে প্রচারের রাস্তায় হাঁটছে। সীমান্ত এলাকার বাসিন্দাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক কী পদক্ষেপ করেছে, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। তবে পরিস্থিতি যে যথেষ্ট উদ্বেগজনক, তা বিএসএফ-এর দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের পদক্ষেপেই স্পষ্ট। পেট্রাপোল ও ঘোজাডাঙা সীমান্তে হাই অ্যালার্ট জারি করেছে বিএসএফ। সেখানে নিরাপত্তাও এক ধাক্কায় অনেকটা বাড়ানো হয়েছে।

ইনকিলাব মঞ্চের নেতা শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর পর বৃহস্পতিবার রাত থেকেই জ্বলছে বাংলাদেশ। এক সাংবাদিক ও এক হিন্দুকে খুন করার অভিযোগ উঠেছে। শুধু ঢাকা নয়, চট্টগ্রাম, খুলনা, শাহবাগ সহ একাধিক জায়গায় গোলমালের আঁচ পৌঁছেছে। সেই ঘটনার ভিডিও প্রকাশ করে সমাজমাধ্যমে বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য

> ২০২৬-এর পরও যদি বাংলায় মমতার শাসন চলে, তাহলে বাংলার পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাবে।
>
> **অমিত মালব্য**

লিখেছেন, 'বাংলাদেশে আজ যে মৌলবাদীদের দাপাদাপি শুরু হয়েছে, আগামীদিনে তা বাংলার ভবিষ্যৎ। বাংলাদেশের এই ঘটনা আমাদের জন্য হুঁশিয়ারির সমান। এটাই হয়, যখন মৌলবাদ ও উগ্রপন্থাকে প্রশ্রয় এবং উৎসাহ দেওয়া হয়। ঠিক সেই কারণেই বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসন উদ্বেগজনক। বহু বছরের রাজনৈতিক আশ্রয়, স্বাধীন সংস্থাগুলির অবক্ষয় এবং ক্ষেত্রবিশেষ নীরবতা বাংলাকে বিপজ্জনক পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।'

এরপরই সতর্কতার সুরে অমিত মালব্য লিখেছেন, '২০২৬-এর পরও যদি বাংলায় মমতার শাসন চলে, তাহলে বাংলার পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাবে।' তবে শুধু অমিত মালব্য নন, বঙ্গ বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যও এই ইস্যুতে রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করেছেন। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের ঘটনা প্রমাণ করছে, আমরা কোথায় আছি। বাংলাদেশের ঘটনার প্রতিফলন পড়ছে এই রাজ্যে। ১৯৪৬ সালের মতো পরিস্থিতি এখন পশ্চিমবঙ্গে।'

বিজেপি নেতাদের এই মন্তব্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে তৃণমূল। তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, 'অমিত মালব্যর এই প্ররোচনামূলক পোস্টের জন্য তাঁর বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করা উচিত। ওপার বাংলায় বিপন্ন সংখ্যালঘুদের পাশে দাঁড়ানো কেন্দ্রীয় সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। কেন্দ্র তার অবস্থান জানাক। বিদেশনীতিতে কেন্দ্রীয় সরকারকে সমর্থন করে এসেছে তৃণমূল। এখনও করবে। কিন্তু অমিত মালব্য যে পোস্ট করেছেন, তার তীব্র নিন্দা করছি। পুলিশের উচিত ব্যবস্থা নেওয়া। বাংলাদেশে থাকা সংখ্যালঘু, ভারতীয় ও সংবাদমাধ্যমের কর্মীদের যথাযথ নিরাপত্তার দাবি আমরা জানাচ্ছি।' রাজ্যের পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'প্রতিবেশী দেশের অশান্ত পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কী পদক্ষেপ করেছে, তা আগে জানাক। আমরাও এই ইস্যুতে কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে দাঁড়াব। কিন্তু প্ররোচনা সৃষ্টি করে বিভেদ করার চেষ্টা করলে তার প্রতিরোধও আমরা করতে পারি।'

এদিনই বাংলাদেশের বেনাপোল সীমান্তে ভারতের দিকে লক্ষ্য করে বিক্ষোভ দেখান কয়েকজন আন্দোলনকারী। অভিযোগ, হাদির মৃত্যুর জন্য ভারত দায়ী। এই ঘটনা নজরে আসতেই বিএসএফ-এর দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের নিরাপত্তা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। বৈঠকে বসেন বিএসএফের পদস্থ কর্তারা। বাণিজ্য স্বাভাবিক থাকলেও ওপারের আঁচ যাতে এপারে না আসে, তার জন্য সীমান্তরক্ষী বাহিনীকে সতর্কও করেছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক।

পাঠক্রমে লেপচা ভাষার অন্তর্ভুক্তিকরণের দাবিতে কালিম্পং থেকে কলকাতায় মিছিল। ছবি : রাজীব মণ্ডল

পাঠক্রমে লেপচা ভাষার দাবিতে মিছিল

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : রাজ্যের প্রতিটি স্কুলের পাঠক্রমে লেপচা ভাষা অন্তর্ভুক্তির দাবিতে কালিম্পং থেকে কলকাতায় পদযাত্রা করলেন লেপচারা। চলতি মাসের ৯ তারিখ থেকে শুরু হয়ে মিছিল শুক্রবার কলকাতায় পৌঁছোয়। ধর্মতলা থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত মিছিল করে আন্দোলনকারীরা।

তাঁদের মধ্যে হেমন্ত পোশা বলেন, '১৯১১ সালের আগে লেপচা ভাষা সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃত ছিল। স্বাধীনতার পর স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। লেপচাদেরও অধিকার আছে নিজের ভাষায় পড়াশোনা করার।' একাদশ শ্রেণির ছাত্র পুনা লেপচা বলে, 'নিজের ভাষা বাঁচাতে এখানে এসেছি। সাংবিধানিক অধিকার রক্ষা করতে হবে।' শনিবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারস্থ হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে আন্দোলনকারীদের।

ইডি'র নজরে শতদ্রু

রিমি শীল

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে বিশৃঙ্খলার ঘটনায় নবান্নে প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট জমা দিল বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট। শুক্রবার সিটের প্রধান পীযূষ পান্ডে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এই রিপোর্ট জমা দেন। ১৫ দিনের মধ্যে সিট চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেবে বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে। এই ঘটনায় তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে সিট। তবে তদন্তকারী আধিকারিকরা মনে করছেন, যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে লিওনেল মেসির ভারত সফরের আয়োজনে কালো টাকা বিনিয়োগ করা হয়ে থাকতে পারে। এই অনুষ্ঠান আয়োজনে কয়লা পাচারের কালো টাকার ছায়া থাকতে পারে বলে প্রাথমিক অনুসন্ধানে জানতে পেরেছে ইডি। তাই ইসিআইআর দায়ের করে তদন্ত করতে চলেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বা ইডি। এই নিয়ে প্রসঙ্গ উঠতেই এদিন শতদ্রু দত্তর হুগলির রিষড়ার বাড়িতে হানা দিয়েছে পুলিশ। ঝাঁ চকচকে বিলাসবহুল বাড়ি। তার মধ্যে রয়েছে সুইমিংপুল ও খেলার মাঠও। সেখানেই সাতসকালে পৌঁছোয় পুলিশ। সূত্রের খবর, এই অনুষ্ঠানের জন্য শতদ্রুর সংস্থার আয়ের উৎস ও একাধিক নথিপত্র খতিয়ে দেখতে চাইছেন তদন্তকারীরা।

সূত্রের খবর, প্রধান আয়োজক সংস্থার সঙ্গে আরও একটি সহযোগী সংস্থা ছিল। সেই সহযোগী সংস্থার লেনদেন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার নজরে রয়েছে। তাই শতদ্রুর সঙ্গেও কোনওরকম চুক্তি হয়েছিল কি না, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশও।

প্রথম রিপোর্ট পেশ

এদিন শতদ্রুর বাড়িতে বিধাননগর দক্ষিণ থানার পুলিশ প্রতিটি ঘরে তল্লাশি চালায়। সকাল ৬টা নাগাদ শতদ্রুর চারুসুধা নামক বাড়িতে যান তদন্তকারীরা। ওই সময় পরিচারিকা ছাড়া বাড়িতে কেউ ছিলেন না। তাঁর সঙ্গেও কথা বলা হয়।

তিন ঘণ্টা পর শতদ্রুর বাড়ি থেকে বেরিয়ে রিষড়া থানায় যায় বিধাননগর পুলিশ। তবে বিষয়টি এখনই খোলসা করতে রাজি নন তদন্তকারীরা। আর এদিকে স্টেডিয়াম ভাঙচুরের ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ফলে এই ঘটনায় গ্রেপ্তারি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯।

আন্দোলনে অসুস্থ বিশেষভাবে সক্ষম চাকরিপ্রার্থী

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : গত ৫ দিন ধরে বিকাশ ভবনের সামনে অবস্থানে রয়েছেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের পুনর্নিয়োগ পরীক্ষার লোকোমোটর ডিজেবিলিটি বা অস্থি, পেশি, স্নায়ুর সমস্যাগ্রস্ত পরীক্ষার্থীরা। শুক্রবার হঠাৎই আন্দোলনরত অবস্থায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন বিশেষভাবে সক্ষম পরীক্ষার্থী তোজ্জামেল শেখ। ঠান্ডায় টানা খোলা আকাশের নীচে অবস্থানের কারণে ও সঠিকভাবে খাবার না পাওয়ার কারণেই এই অসুস্থতা বলে অভিযোগ করেছেন বাকি আন্দোলনকারীরা। বিধাননগর মহকুমা হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছে। বিক্ষোভকারীদের দাবি, লোকোমোটর প্রতিবন্ধকতার ক্ষেত্রে সংরক্ষণ নীতি না মানায় যে রাজ্য সরকারের কারণে তাঁরা চাকরি থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তাদের তোজ্জামেলের এই অসুস্থতার দায় নিতে হবে।

কেউ ২০২২ সালে টেট উত্তীর্ণ, কেউ বা আবার গবেষণা করছেন। এরপরও শুধুমাত্র সংরক্ষণের অভাবে ২০২৫ সালে এসএসসি পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়েও তাঁরা সুযোগ পাননি। মুর্শিদাবাদের সাদ্দাম হোসেনের অভিযোগ, '২০১৯ সাল থেকে সরকারি চাকরির বিভিন্ন পরীক্ষায় লোকোমোটর প্রতিবন্ধী প্রার্থীদের মধ্যে শুধুমাত্র তপশিলি জাতিভুক্ত প্রার্থীরাই সংরক্ষণ পাচ্ছেন। জেনারেল, ওবিসি, এসটি সম্প্রদায়ের লোকোমোটর প্রার্থীরা বঞ্চিত হচ্ছেন। এটি ২০১৬ সালের প্রতিবন্ধী অধিকার আইনের পরিপন্থী। আইনে কোথাও জাতিগতভাবে সংরক্ষণ নিয়ে বিভাজনের কথা নেই। তাহলে এই ক্যাটিগোরিতে শুধুমাত্র তপশিলিরাই সুযোগ পাবেন কেন?' শেখ সেহেরাজ আলি, সহরজান লস্করদেরও প্রশ্ন, প্রতিবন্ধীদের মধ্যে আবার জাতিগত বিভাজন করে তাঁদেরকেও কেন বঞ্চিত করছে সরকার?

পুনর্নিয়োগ পরীক্ষায় ভালো নম্বর পেয়েও জাতিগত বিভাজনের কারণে বিশেষভাবে সক্ষম হয়েও ইন্টারভিউতে ডাক পাননি আন্দোলনকারীরা। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে তাঁদের হুঁশিয়ারি, 'বারবার চিঠি দেওয়া সত্ত্বেও আমাদের সঙ্গে কেন সাক্ষাৎ করছেন না? যতদিন না দাবিকে মান্যতা দেওয়া হচ্ছে, ততদিন আন্দোলন চলবে।' ২২ ডিসেম্বর বিকাশ ভবন অভিযানের ডাক দিয়েছেন 'যোগ্য' শিক্ষাকর্মীরাও।

অন্যদিকে, এদিন শিক্ষকদের বিএলওদের কাজে যুক্ত করে পঠনপাঠনে ব্যাঘাত ঘটানোর অভিযোগ তুলে ব্রাত্য বলেন, 'পরিকল্পিতভাবে শিক্ষা দপ্তরকে পাশ কাটিয়ে নির্বাচন কমিশন বিএলওদের কাজে শিক্ষক নিয়োগ করছে।'

জনজাতি নেতাদের সঙ্গে কথা তৃণমূলের

নথি খুঁজতে সাহায্য করার পরিকল্পনা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-এর পর খসড়া তালিকায় দেখা গিয়েছে, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদায় হিন্দু সম্প্রদায়ের নাম বাদ গিয়েছে। আবার এইসব জেলার কিছু এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের লোকজনকে স্থানান্তরিত বলে দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যেই বুথভিত্তিক এসআইআর রিপোর্ট তৃণমূলের রাজ্য দপ্তরে এসে পৌঁছেছে। সেখানেই দেখা গিয়েছে, মূলত সীমান্তবর্তী এলাকায় এই ধরনের অনিয়ম সবচেয়ে বেশি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বুথে বুথে অনিয়ম খুঁজে বের করে শুনানির সময় প্রয়োজনীয় কাগজপত্র জমা দিতে দলের স্থানীয় নেতাদের নির্দেশ দিলেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। প্রয়োজনে স্থানীয় জনজাতি সম্প্রদায়ের নেতাদের এই কর্মকাণ্ডে যুক্ত করার কথাও বলা হয়েছে। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, স্থানীয় জনজাতি সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন দলের শীর্ষনেতারা।

উত্তর দিনাজপুরে ৫১ শতাংশ, মালদায় ৩২ শতাংশ ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ২৯ শতাংশ নস্যশেখ সম্প্রদায়ের লোক রয়েছেন। উত্তরবঙ্গের মোট ৫৪টি আসনের মধ্যে এই তিন জেলাতেই রয়েছে ২৭টি আসন। তার মধ্যে ২০টি আসন সংখ্যালঘু সম্প্রদায় অধ্যুষিত। গত বিধানসভা নির্বাচনে এই তিনটি জেলায় তৃণমূল অধিকাংশ আসনই পেয়েছিল। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকায় বাদ যাওয়া ভোটারদের পাশে দাঁড়াতে দলীয় নেতাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেইসঙ্গে কতগুলি আপত্তিপত্র জমা পড়ল, তা প্রতিদিন রাজ্য দপ্তরে পাঠাতে বলা হয়েছে।

প্রবীণ তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'সংখ্যালঘুদের নাম পরিকল্পিতভাবে বাদ দেওয়ার জন্যই এসআইআর করেছে নির্বাচন কমিশন।' নস্যশেখ ডেভেলপমেন্ট সোসাইটির কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি ও ভূমিপুত্র রক্ষা কমিটির আহ্বায়ক শেখ সারওয়ার্দি বলেন, 'উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এবং মালদা জেলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাস। কিন্তু দেখা গিয়েছে, এসআইআর-এর ফলে উত্তর দিনাজপুরে ৮৪,৪০৩ জন মৃত, ১৭,১২২ জনকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এবং ৬৪,৭৫৮ জন স্থায়ীভাবে অন্যত্র চলে গিয়েছেন। আবার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় ৮০.৯৮৪ জনের নাম বাদ গিয়েছে, মালদায় প্রায় ৯২ হাজার লোকের নাম বাদ গিয়েছে। এঁরা অধিকাংশই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের। তাই আমরা এই ইস্যুতে নির্বাচন কমিশনের অফিসে স্মারকলিপি দেব। কারণ, বিজেপিকে খুশি করতে কমিশন পরিকল্পিতভাবে সংখ্যালঘুদের নাম বাদ দিয়েছে।'

গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব মেটাতে নির্দেশিকা বক্সীর

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। কিন্তু জেলায় জেলায় যেভাবে তৃণমূলের অন্তর্দ্বন্দ্ব প্রকট হচ্ছে, তাতে দলের নেতাদের জন্য একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করতে বাধ্য হল তৃণমূল। দলের জেলা সভাপতি ও চেয়ারম্যানদের দ্রুত এই নির্দেশিকা কার্যকর করতে বলেছেন দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। সম্প্রতি বিভিন্ন জেলায় সাংগঠনিক রদবদল ও চেয়ারম্যান বদল নিয়ে দলের আদি ও নব্যদের মধ্যে দ্বন্দ্ব প্রকট হয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে আদিদের সম্মান দিয়ে যোগ্য নব্যদের সামনে আনার নির্দেশ দিয়েছে তৃণমূল। তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, দলের আদি নেতাদের যেমন প্রতিটি সভায় গুরুত্ব দিতে হবে এবং বৈঠকে ডাকতে হবে, তেমনই দলের পদাধিকারীদেরও সম্মান জানাতে হবে। কয়েকটি ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, নতুন পদ পেয়ে দলের প্রবীণ নেতাদের নবীনদের কাছে অসম্মানিত হতে হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এই ধরনের অভিযোগ পরবর্তীকালে এলে পদাধিকারীদের যে পদ থেকে সরিয়ে দিতে দল দ্বিধা করবে না, সেই সতর্কবার্তাও দেওয়া হয়েছে।

কোচবিহার জেলায় রবীন্দ্রনাথ ঘোষ ও পার্থপ্রতিম রায়ের গোষ্ঠীর সঙ্গে রাজ্যের মন্ত্রী উদয়ন গুহ ও জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ত বলেই রাজনীতিতে পরিচিতি। সম্প্রতি কোচবিহার সফরে গিয়ে অভিজিৎকে সতর্ক করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে গুরুত্ব দিতে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও পরিস্থিতি বদলায়নি বলে কালীঘাটের কাছে খবর।

একইভাবে হুগলির চুঁচুড়ায় স্থানীয় বিধায়ক অসিত মজুমদারের সঙ্গে সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরোধও সকলে জানেন। এরই মধ্যে রচনা-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত চুঁচুড়া পুরসভার চেয়ারম্যান অমিত রায়কে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে রচনা-ঘনিষ্ঠদের হেনস্তা হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ জমা পড়েছে দলের রাজ্য নেতৃত্বের কাছে। সেই কারণেই দ্রুত এই মতবিরোধ মিটিয়ে ফেলতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহে জেলাস্তরের নেতাদের নিয়ে বৈঠক করার কথা আছে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

সচিবদের ওপর আপাতত ভরসা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : চলতি এসআইআর-এর কাজের বোঝায় জেলাস্তরে সরকারের উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হচ্ছে। বিভিন্ন দপ্তরের মন্ত্রীরাও এখন তাঁদের এলাকার এই কাজ নিয়ে ব্যস্ত। দপ্তরের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনায় 'মনিটরিং'-এ সময় দিতে পারছেন না। দপ্তর-সচিবদের ভরসায় উন্নয়নের কাজ হচ্ছে। ভোটের আগে যা মোটেই চাইছেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি চান, এসআইআর-এর কাজের পাশাপাশি জেলাস্তরে সরকারের উন্নয়নমূলক কাজও চালিয়ে যেতে হবে। দপ্তর-মন্ত্রীদের অনুপস্থিতিতে দপ্তর-সচিবদের এই ব্যাপারে আরও সক্রিয় ও তৎপর হতে হবে।

শুক্রবার নবান্ন সূত্রে খবর, দপ্তর-সচিবদের এই কাজের মনিটরিংয়ের দায়িত্ব মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থকে দিয়েছেন। সম্প্রতি এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যসচিবের কথাও হয়েছিল। তারপরও পরিস্থিতির তেমন উল্লেখযোগ্য বদল না হওয়াতে আবার এই ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করে দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রীর মনোভাবের ওপর নবান্ন প্রশাসন ও সরকারের বিভিন্ন দপ্তর-সচিবদের মধ্যে জরুরি তৎপরতা শুরু হয়েছে।

ছুটি বাতিল

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : বড়দিন ও নতুন বছরের উৎসবের সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাজ্যের সর্বস্তরে পুলিশের ছুটি বাতিল করল রাজ্য সরকার। বাদ যাচ্ছে না র‍্যাফ, ইএফআর, গোর্খা কিংবা নারায়ণী ব্যাটালিয়নও। ২৪ ডিসেম্বর থেকে ২০ জানুয়ারি পর্যন্ত ছুটি বাতিল তাঁদের। নিয়মিত ছুটিও নিতে পারবেন না তাঁরা। খুব জরুরি প্রয়োজন ছাড়া তাঁদের ছুটির আর্জিও ওই সময়ে মঞ্জুর করা হবে না। নবান্নে স্বরাষ্ট্র দপ্তরের এক নির্দেশিকায় পুলিশের ছুটি বাতিলের বিষয়টি জানানো হয়েছে।

শুনানি কবে, বলতে পারছে না কমিশন

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : রাজ্যের ভোটার তালিকায় সন্দেহজনকদের শুনানি করে নির্বিঘ্নে দ্রুত নিষ্পত্তি করাই এই মুহূর্তে কমিশনের একমাত্র লক্ষ্য। তাই শুনানির জন্য চিহ্নিত ভোটারদের তালিকা ধরে নোটিশ পাঠাতে হবে কমিশনকে। কিন্তু সেই নোটিশ পাঠানোর কাজই এখনও শুরু করতে পারছে না কমিশন। শুনানির নীতিগত নানা বিষয়ে (এসওপি) কমিশনের সিদ্ধান্ত নিয়েও অন্ধকারে সিইও দপ্তর। সব মিলিয়ে এসআইআর-এর প্রথম দফার পর সিইও দপ্তরের আধিকারিকদের কপালে চিন্তার ভাঁজ।

এদিন সিইও মনোজ আগরওয়াল বলেছেন, 'কমিশনের থেকে এসওপি এখনও পাইনি। সম্ভবত শনিবার থেকে নোটিশ পাঠানো শুরু হবে। আশা করছি ২৬ বা ২৭ ডিসেম্বর থেকে শুনানি শুরু করতে পারব।' দেরির কারণ নিয়ে সহাস্যে বলেছেন, তাড়া কীসের। এই তো এসআইআর-এর ফর্ম জমা শেষ হবে না মনে হচ্ছিল, হয়ে তো গেল। তেমনি এটাও হবে। তবে রোল অবজার্ভার প্রধান সুব্রত গুপ্ত বলেছেন, 'এই মুহূর্তে আমরা দ্রুত শুনানি শুরু করতে চাইছি। কমিশনের লক্ষ্য শান্তিপূর্ণ ভাবে দ্রুত শুনানি শেষ করা। কিন্তু শুনানির নীতিগত বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে কমিশন। সে বিষয়ে এখনও কমিশন জানায়নি।'

কমিশনের সফটওয়্যারের নির্দিষ্ট প্রোগ্রামিংয়ের ভিত্তিতে শুনানির নোটিশ তৈরি হচ্ছে কমিশনের সিস্টেমে। কিন্তু সেই নোটিশ কীভাবে পাঠানো হবে? নোটিশ হাতে পাওয়ার পর শুনানিতে হাজিরার জন্য কতদিন সময় মিলবে? হাজিরার জন্য মোট কতবার সুযোগ দেওয়া হবে? এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত এখনও জানায়নি কমিশন। ফলে শুনানি নিয়ে আতঙ্ক ও উদ্বেগ দুইই বাড়ছে। এটাই দুশ্চিন্তায় ফেলেছে সিইও দপ্তরকে।

রাজ্য সরকারের এসডিও, বিডিও বা গ্রুপ-বি ডব্লিউবিসিএসদের দিয়ে শুনানির স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিক ও গোটা শুনানি পর্ব লাইভ স্ট্রিমিং করার জন্য এদিনও দাবি করেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। কিন্তু এদিন সিইও জানিয়েছেন, কোনও লাইভ স্ট্রিমিং বা ওয়েবকাস্টিং হচ্ছে না। সিসিটিভি বসানোর পরিকল্পনাতেও সায় দেয়নি কমিশন। তবে মাইক্রো অবজার্ভার থাকবে বিধানসভা পিছু গড়ে ১০ জন করে মোট ৩ হাজার। এঁরাই শুনানির সময় ইআরও, এইআরওদের ওপর কার্যত নজরদারি করবেন। মাইক্রো অবজার্ভার হিসাবে নিয়োগের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারি আধিকারিকদের তালিকা তৈরির পর তা সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে জানানো হবে। দপ্তরের থেকে অনুমোদন পেলে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। শুধু মাইক্রো অবজার্ভাররাই নন, প্রশিক্ষণ দিতে হবে ইআরও, এইআরওদেরও। কিন্তু সেই প্রশিক্ষণের মডিউলও এখনও চূড়ান্ত করেনি কমিশন।

বিহারের শুনানিতে ছিল না লাইভ স্ট্রিমিং বা মাইক্রো অবজার্ভার। কিন্তু কমিশনের মতে, এরাজ্যের বিশেষ পরিস্থিতি এবং রাজনৈতিক দাবি ও পালটা দাবির জেরে কমিশনকে মাইক্রো অবজার্ভার নিয়োগ করতে হয়েছে। শমীকের লাইভ স্ট্রিমিং বা শুভেন্দুর ওয়েব কাস্টিং-এর দাবি না মানলেও, কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের মাইক্রো অবজার্ভার করে ব্যালান্স করতে চেয়েছে বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

খসড়া তালিকা থেকে ৫৮ লাখ নাম বাদ যাওয়ার পরেই ভোটার তালিকায় নাম তুলতে নেমে পড়েছে সব রাজনৈতিক দল। এদিন পর্যন্ত নাম তুলতে ১ লাখ ৪৯ হাজার ও নাম বাদ দেওয়ার দাবি করে ৩০ হাজার আবেদন জমা পড়েছে।

ভোটার তালিকায় জীবিতকে মৃত করে দেখানো নিয়ে অভিযুক্ত বিএলও, ইআরও ও এইআরওদের বেশ কয়েকজনকে সাসপেন্ড করার দিকে এগোচ্ছে কমিশন। কমিশনের নির্দেশ লঙ্ঘন করে অপসারিত বিএলওকে রেখে কাজ করানোর দায়ে অভিযুক্ত বারুইপুরের পাঁচ নির্বাচনি আধিকারিককে এদিন সিইও দপ্তরে ডেকে রিপোর্ট নেন সুব্রত গুপ্ত।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা বিপুল দাস - কে 18.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 53J 58159 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এই অভিজ্ঞতা আমাকে বুঝিয়েছে, একটি সুযোগই পুরো জীবন বদলে দিতে পারে। এটি আমার আত্মবিশ্বাসকে শক্তিশালী করেছে এবং আমার পরিবারের জন্য উন্নত ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে সাহায্য করেছে। ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি আমাকে এই সুযোগ দিয়েছে এবং আমি তাদের প্রতি চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকব।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

পদ্মাপারের নৈরাজ্যে উদ্বেগ নয়াদিল্লির

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের ছাত্র নেতা শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে নৈরাজ্যের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে তাতে উদ্বিগ্ন ভারত। বিশেষ করে সামনেই যখন বাংলাদেশে ত্রয়োদশ সাধারণ নির্বাচন, তার আগে কেন এমনটা ঘটল এবং তার কী প্রভাব বাংলাদেশে আগামী দিনে পড়বে সেদিকেই এখন নজর কেন্দ্রীয় সরকারের।

ইতিমধ্যে পদ্মাপারের হিংসাত্মক পরিস্থিতির জেরে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। হাইকমিশনের সামনের রাস্তা ব্যারিকেড দিয়ে পুরো আটকে দেওয়া হয়েছে। সম্পূর্ণ ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে ওই এলাকায়। কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুরো এলাকা ঘিরে রেখেছে দিল্লি পুলিশ।

পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, 'আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভঙ্গ করতে কাউকেই দেওয়া হবে না। হাইকমিশনের চারপাশে অতিরিক্ত নিরাপত্তা মোতায়েন করা হয়েছে।' এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত এবং বর্তমান রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বলেন, 'বাংলাদেশের পরিস্থিতির ওপর সম্পূর্ণ নজর রাখা হচ্ছে এবং তার রেশ যাতে কোনভাবেই ভারতে না ছড়িয়ে পড়ে সেদিকে নজর রাখছে ভারত সরকার। নিজেদের রাজনৈতিক ফায়দার জন্য ভারতের বিরুদ্ধে যে ধরনের মুভমেন্ট চলছে তা বন্ধ করা উচিত।'

এদিকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, 'বাংলাদেশের এই ঘটনার জেরে উত্তরবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায়

নজরদারি আরও বাড়ানো হয়েছে। কয়েকদিন আগেই উত্তরবঙ্গের কিছু এলাকায় জঙ্গি কার্যকলাপ দেখা গিয়েছিল বলে খবর হোম মিনিস্ট্রির কাছে। তাই আরও তৎপর হওয়া দরকার।'

কূটনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ মনে করছেন, বাংলাদেশের পরিস্থিতি যেদিকে গড়াচ্ছে তাতে নয়াদিল্লি-ঢাকা দূরত্ব বাড়তে চলেছে। গতবছর ৫ অগাস্টের পর থেকে ভারতের নিরাপদ আশ্রয়ে রয়েছেন বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বারবার তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানানো সত্ত্বেও তাতে কর্ণপাত করেনি নয়াদিল্লি।

এই অবস্থায় শশী থারুরের নেতৃত্বাধীন সংসদের বিদেশ বিষয়ক স্থায়ী কমিটি জানিয়েছে, বাংলাদেশের পরিস্থিতি রণকৌশলগত দিক থেকে ভারতের কাছে অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং হয়ে পড়েছে।

আলফা নেতা পরেশ বড়ুয়াকে ইতিমধ্যে বাংলাদেশে পুনর্বাসনের তোড়জোড় চলছে। এর নেপথ্যে রয়েছে পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই।

উলটোদিকে ভারতকে লাগাতার হুঁশিয়ারি দিয়ে চলেছে বাংলাদেশের ছাত্র নেতারা। যা ঢাকা-নয়াদিল্লি মৈত্রীর সম্পর্ককে ক্রমশ তলানিতে নিয়ে যাচ্ছে। কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর বলেছেন, 'হিংসার কারণে দুটি ভিসা কেন্দ্র বন্ধ করে দিতে হয়েছে। যা সাধারণ বাংলাদেশিদের কাছে হতাশার। কিন্তু পরিস্থিতির চাপে ভারতের পক্ষে তাঁদের সাহায্য করা কঠিন হয়ে পড়েছে।'

রাম জি বিল গ্রামবিরোধী রাহুল

ঠান্ডা উপেক্ষা করে সংসদ চত্বরে রাত জাগলেন তৃণমূল সাংসদরা

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : বিরোধীদের তুমুল আপত্তির মধ্যে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে সংসদে পাশ হয়েছে জি রাম জি বিল। এর প্রতিবাদে শুক্রবার ওই বিলকে গ্রামবিরোধী, রাজ্যবিরোধী বলে আক্রমণ শানালেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। জার্মানি সফররত কংগ্রেস নেতা সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'গত রাতে মোদি সরকার একদিনে ২০ বছরের মনরেগাকে ধ্বংস করে দিয়েছে। ভিবি জি রাম জি মোটেই মনরেগার সংস্কার নয়। এটি অধিকার ভিত্তিক চাহিদা নির্ভর গ্যারান্টিকে ধ্বংস করে একটি র‍্যাশন প্রকল্পে পরিণত করেছে যা দিল্লি থেকে নিয়ন্ত্রিত। গঠনগত দিক থেকে এই বিলটি রাজ্য ও গ্রাম বিরোধী।'

রাহুলের মতে, মনরেগা গ্রামীণ শ্রমিকদের দরকষাকষির ক্ষমতা দিয়েছিল। তিনি জানিয়েছেন, 'কাজ বেঁধে দিয়ে এবং কাজ না দেওয়ার অজুহাত তৈরির আরও চেষ্টার মাধ্যমে ভিবি জি রাম জি বিল গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষদের হাতে থাকা অস্ত্রকে দুর্বল করে দিয়েছে। মনরেগার অর্থ কী সেটা কোভিডের সময় আমরা দেখেছি। অর্থনীতি যখন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, জীবন-জীবিকা ভেঙে পড়েছিল, তখন কোটি কোটি পরিবারকে ক্ষুধা ও দেনার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল মনরেগা। কাজের প্রকল্পকে যখন আপনি বেঁধে দেন তখন মহিলা, দলিত, আদিবাসী, জমিহীন মজুর এবং দরিদ্রতম ওবিসি সম্প্রদায়কেই সবার আগে ঘাড়ধাক্কা দেওয়া হয়।'

এদিকে শীতকালীন অধিবেশন শেষের পর কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশের তোপ, 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে অপমান করে অধিবেশন শুরু হয়েছিল আর মহাত্মা গান্ধির অপমানের মধ্যে দিয়ে অধিবেশন শেষ হল।' শীতকালীন অধিবেশনকে 'প্রদূষণকালীন অধিবেশন' বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লির দূষণ নিয়ে আলোচনা থেকে পালিয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

ভিবি জি রাম জি বিলের বিরোধিতায় সংসদ চত্বরে লেপ-কম্বল মুড়ি দিয়ে রাতভর ধর্নায় বসে থাকেন ডেরেক ও'ব্রায়েন, ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, দোলা সেন, সাগরিকা ঘোষ সহ প্রমুখ সাংসদ। দিল্লির কনকনে ঠান্ডার মধ্যে সংসদ ভবনের সামনেই লেপ-কম্বল মুড়ি দিয়ে রাত কাটান সাংসদরা। ধর্নাস্থলে মহাত্মা গান্ধি ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি

সংসদের বাইরে ধর্না তৃণমূল সাংসদদের। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে।

> কাজ বেঁধে দিয়ে এবং কাজ না দেওয়ার অজুহাত তৈরির আরও চেষ্টার মাধ্যমে ভিবি জি রাম জি বিল গ্রামাঞ্চলের গরিব মানুষদের হাতে থাকা অস্ত্রকে দুর্বল করে দিয়েছে। মনরেগার অর্থ কী সেটা কোভিডের সময় আমরা দেখেছি। অর্থনীতি যখন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, জীবন-জীবিকা ভেঙে পড়েছিল, তখন কোটি কোটি পরিবারকে ক্ষুধা ও দেনার হাত থেকে বাঁচিয়েছিল মনরেগা। কাজের প্রকল্পকে যখন আপনি বেঁধে দেন তখন মহিলা, দলিত, আদিবাসী, জমিহীন মজুর এবং দরিদ্রতম ওবিসি সম্প্রদায়কেই সবার আগে ঘাড়ধাক্কা দেওয়া হয়।
>
> **রাহুল গান্ধি, লোকসভার বিরোধী দলনেতা**

টাঙিয়ে রাখা হয়। সেই ছবির ঠিক নীচেই শুয়ে পড়েন ক্ষুব্ধ সাংসদরা।

দলের প্রবীণ সাংসদদের কথা মাথায় রেখে আগেভাগেই চাদর, গরম পোশাক ও কম্বলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অবস্থান বিক্ষোভের নেতৃত্বে ছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ও'ব্রায়েন। মনরেগার হত্যা গরিব বিরোধী, যুক্তরাষ্ট্রীয় বিরোধী পোস্টার হাতে অবস্থানে বসেন তৃণমূল সাংসদরা। সকাল থেকেই ধর্নাস্থলে বারে বারে এসে সমর্থন জানান কংগ্রেস, ডিএমকে, সমাজবাদী পার্টি, শিবসেনা (উদ্ধব), আম আদমি পার্টির সাংসদরা। রাতভর দলের সাংসদদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ধর্নারত সাংসদদের রাতের খাবার আসে সমাজবাদী পার্টির সাংসদ জয়া বচ্চনের বাড়ি থেকে। সকালের প্রাতরাশ ইডলি-সম্বর আসে সাংসদ টিআর বালুর বাড়ি থেকে। ধর্নাস্থলে সপা সাংসদ জয়া বচ্চন ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা গান গান। জয়া বচ্চন এদিন যখন তৃণমূলের ধর্নাস্থলে আসেন, তখন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে বলেন, 'দিদি আপনি এসেছেন। এবার জামাইবাবু অর্থাৎ অমিতাভ বচ্চনকেও আনতে হবে বাংলায়।' তার উত্তরে জয়া বচ্চন বলেন, 'সেটা উনি জানেন। ওনার বিষয়।' প্রত্যুত্তরে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'উনি আমাদের জামাইবাবু। একবার তো আনতেই হবে।' জয়া বচ্চন উত্তরে বলেন, 'তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলুন, উনিই পারেন আনতে।'

ত্রিপুরায় বিক্ষোভ তিপরা'র যুবদের

হাদি হত্যার জেরে উত্তপ্ত সীমান্তের দুই পার

আগরতলা, ১৯ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে ভারতবিরোধী উত্তেজনার পারদ চড়তে থাকায় দু-দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে চরম অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে বাংলাদেশে উগ্র ভারতবিরোধী বিক্ষোভ এবং এর পালটা প্রতিক্রিয়ায় ত্রিপুরার আগরতলায় বাংলাদেশের উপদূতাবাসে নজিরবিহীন প্রতিবাদের ঘটনায় পরিস্থিতি আরও অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছে।

শুক্রবার আগরতলায় ইয়ুথ তিপরা ফেডারেশন-এর ব্যানারে এক বিশাল মিছিল বাংলাদেশের উপদূতাবাস অভিযান করলে উত্তেজনা তুঙ্গে পৌঁছায়। আন্দোলনকারীরা বাংলাদেশের বর্তমান অস্থিরতা এবং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে বিচ্ছিন্ন করার হুমকির তীব্র প্রতিবাদ জানান।

আগরতলার সার্কিট হাউস এলাকায় পথ অবরোধ করে কয়েকশো বিক্ষোভকারী বাংলাদেশের মৌলবাদী শক্তি এবং ভারতবিরোধী নেতাদের বিরুদ্ধে স্লোগান দেন। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, বাংলাদেশের ন্যাশনাল সিটিজেনস পার্টি (এনসিপি)-র নেতা হাসনাত আবদুল্লা সহ কয়েকজন নেতা উত্তর-পূর্ব ভারতের ৭ রাজ্য বা 'সেভেন সিস্টার্স' নিয়ে উসকানিমূলক মন্তব্য করছেন।

প্রতিবাদসভায় বক্তারা স্মরণ করিয়ে দেন যে, ১৯৭১ সালে ভারতের সহায়তায় বাংলাদেশের জন্ম হয়েছিল, অথচ আজ সেই ভারতের বিরুদ্ধেই প্রচার চালানো হচ্ছে বাংলাদেশজুড়ে। তিপরা মথা সুপ্রিমো প্রদ্যোত মাণিক্য দেববর্মাও এই পরিস্থিতির কড়া সমালোচনা করে সামাজিক মাধ্যমে সরব হয়েছেন। আগরতলার উপদূতাবাস এলাকায় অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস এবং সিআরপিএফ মোতায়েন করেছে প্রশাসন।

বাংলাদেশে ভারতীয় দূতাবাস ও উপদূতাবাসগুলিতেও হামলার আশঙ্কায় নিরাপত্তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

ইনকিলাব মঞ্চের নেতা হাদির মৃত্যুর পর ঢাকার গুলশানে ভারতীয় হাইকমিশনের সামনে বিক্ষোভের চেষ্টা চলে। বিক্ষোভকারীরা অভিযোগ করছেন যে, হাদির খুনিরা ভারতে আশ্রয় নিয়েছে।

এমনকি চট্টগ্রামের ভারতীয় সহকারী হাইকমিশন এবং রাজশাহির কূটনৈতিক কার্যালয়গুলিতেও পাথর নিক্ষেপ ও ঘেরাওয়ের ঘটনা ঘটেছে। অনেক রাজনৈতিক দল ভারতীয় হাইকমিশন বন্ধ রাখার দাবি তুলেছে।

সীমান্তবর্তী রাজ্য ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের আশঙ্কায় বিএসএফ-কে হাই অ্যালার্টে রাখা হয়েছে।

বাংলাদেশ উপদূতাবাসের বাইরে বিক্ষোভ। শুক্রবার আগরতলায়।

ভারতের বিদেশমন্ত্রক ইতিমধ্যে বাংলাদেশে ভারতীয় সম্পদ ও কর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য ঢাকার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে কড়া বার্তা দিয়েছে। সব মিলিয়ে দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে এই মুহূর্তে কূটনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

স্পিকার, মোদি, রাজনাথের সঙ্গে চা-চক্রে প্রিয়াংকা। নয়াদিল্লিতে।

চায়ের আড্ডায় মোদি-প্রিয়াংকা

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : রাজনৈতিক সৌজন্যের নজির দেখা গেল সংসদে। মনরেগা থেকে মহাত্মা গান্ধির নাম মুছে জি রাম জি বিল পাশ হয়েছে বৃহস্পতিবার। সেই আবহে শুক্রবার শীতকালীন অধিবেশনের শেষদিনেও বিরোধিতা বজায় ছিল পুরোমাত্রায়। কিন্তু অধিবেশন শেষে লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লার ডাকা চায়ের আড্ডায় সেই বিরোধিতা বেমালুম উধাও হয়ে গেল। চায়ের পেয়ালায় তুফান উঠল বটে। কিন্তু সেটা শাসক-বিরোধী চিরাচরিত রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের নয়। বরং পারস্পরিক শিষ্টাচার, কুশল বিনিময় এবং হালকা আবদার, বায়নার। স্পিকারের দপ্তর থেকে ইতিমধ্যে ওই বৈঠকে ছবিও শেয়ার করা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে স্পিকারের পাশে বসে রয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর পাশে রয়েছেন রাজনাথ সিং ও প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। এর আগে কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নীতিন গড়করির সঙ্গেও খোশমেজাজে আড্ডা দিতে দেখা গিয়েছিল প্রিয়াংকাকে।

ত্রিদেশীয় সফর সেরে স্পিকারের চায়ের আড্ডায় হাজির হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, চিরাগ পাসোয়ান প্রমুখ এনডিএ নেতামন্ত্রীরাও। রাহুল গান্ধি জার্মানি সফরে থাকায় এদিন কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন তাঁর বোন তথা ওয়েনাডের সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা। ছিলেন সুপ্রিয়া সুলে, আরএসপি-র এনকে প্রেমচন্দ্রন, সপার ধর্মেন্দ্র যাদব প্রমুখ বিরোধী নেতানেত্রীরাও। মিনিট কুড়ি ধরে চলে ওই 'চায়ে পে চর্চা'।

লোকসভায় বন্দেমাতরম নিয়ে চর্চায় বিজেপির বিরুদ্ধে চাঁছাছোলা আক্রমণ শানিয়েছিলেন প্রিয়াংকা। জি রাম জি বিল নিয়েও তাঁর আক্রমণ যথেষ্ট ধারালো ছিল। কিন্তু এদিন মোদি-রাজনাথের সঙ্গে আড্ডায় সেই আক্রমণের বদলে ছিল সৌজন্যতা।

সূত্রের খবর, প্রিয়াংকা এদিন জানান, ওয়েনাড থেকে তিনি একটি ভেষজ উদ্ভিদ নেন। যা অ্যালার্জি প্রতিরোধে সাহায্য করে। তাঁর মন্তব্যে হাসি দেখা যায় মোদি-রাজনাথের মুখে।

প্রধানমন্ত্রীর সদ্যসমাপ্ত ইথিওপিয়া, জর্ডন এবং ওমান সফর কেমন গেল তা জানতে চান প্রিয়াংকা। জবাবে মোদি জানান, সফর বেশ ভালোই হয়েছে।

কিছু বিরোধী সাংসদ মোদির কাছে আর্জি জানান, নতুন সংসদ ভবনেও যেন পুরোনো সংসদ ভবনের মতো একটি সেন্ট্রাল হল রাখা হয়। যাতে সেখানে পুরোনো ও বর্তমান সাংসদরা আড্ডা মারতে পারেন। জবাবে মোদি তাঁদের বলেন, 'এসব তো অবসর নেওয়ার পর। আপনাদের এখনও অনেক সেবা দেওয়ার বাকি আছে।'

তামিলনাড়ুতে বাদ ৯৭ লক্ষ ভোটার

গুজরাটেও তালিকাচ্যুত ৭৩ লক্ষ নাম

চেন্নাই, ১৯ ডিসেম্বর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের (এসআইআর) পর পশ্চিমবঙ্গে ১ কোটি নাম বাদ যাবে বলে বারবার প্রচার করেছিলেন রাজ্য বিজেপির নেতারা। কিন্তু যে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হয়েছে, তাতে শেষমেশ ৫৮ লক্ষের কিছু বেশি নাম বাদ গিয়েছে। এই নিয়ে চাপানউতোরের মধ্যেই শুক্রবার তামিলনাড়ুর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তাতে প্রায় ১ কোটি ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, এসআইআরের পর বাদ পড়া ভোটারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৯৭ লক্ষ ৩৭ হাজার ৮৩২ জন। তামিলনাড়ুর মোট ভোটারের সংখ্যা ৬.৪১ কোটি। এসআইআরের ফলে একধাক্কায় তামিলনাড়ুর ভোটারের সংখ্যা ১৫.২ শতাংশ কমে ৫ কোটি ৪৩ লক্ষ ৭৬ হাজার ৭৫৫ জনে দাঁড়িয়েছে।

একইভাবে তামিলনাড়ুর মতো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির রাজ্য গুজরাটেও খসড়া ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে ৭৩.৭৩ লক্ষের নাম। তাঁদের মধ্যে স্থানান্তরিত বা খুঁজে পাওয়া যায়নি এমন ভোটারের সংখ্যা ৫১.৮৬ লক্ষ। একাধিক স্থানে নাম রয়েছে এমন ভোটারের সংখ্যা ৩.৮১ লক্ষ। ১৮.০৭ কোটি ভোটার মৃত। এদিন ৪.৩৪ কোটি ভোটারের নাম তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন। তামিলনাড়ু ও গুজরাটে এই বিপুল সংখ্যক ভোটার খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়ায় স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল পড়েছে

এসআইআর

বিজেপির অন্দরে।

স্বাভাবিকভাবেই এসআইআর নিয়ে কেন্দ্র এবং নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ডিএমকে সভাপতি তথা তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। ইতিমধ্যে এসআইআরের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে একটি মামলা করেছেন তাঁরা। স্ট্যালিন বলেন, 'এই অগণতান্ত্রিক পদক্ষেপ রুখতে আমরা সর্বদল বৈঠক ডেকেছি। এসআইআরের নিন্দা জানিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ করিয়েছি। ভোটের ঠিক কয়েক মাস আগে এই প্রক্রিয়ার অর্থ হল বৈধ ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার একটি সুপরিকল্পিত চক্রান্ত।' তাঁর সমালোচনা করেছেন এআইএডিএমকে নেতা ই পালানিস্বামী।

সবথেকে বেশি ভোটারের নাম বাদ পড়েছে চেন্নাইতে। সেখানকার ৪০.০৪ লক্ষ ভোটারের মধ্যে থেকে নাম বাদ গিয়েছে ১৪.২৫ লক্ষের। চেঙ্গালপাত্তু, তিরুপ্পুর, কোয়েম্বাটোর এবং কাঞ্চিপুরমেও যথাক্রমে ৭, ৫.৬, ৬.৫ এবং ২.৭ লক্ষ ভোটারের নাম বাদ পড়েছে। যে ৯৭ লক্ষ নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে, তাদের মধ্যে ৫৩ লক্ষ নাম শুধু স্থানান্তরিত বলে জানা গিয়েছে। ২৭ লক্ষ মৃত, ১৩.৬ লক্ষ ভোটার অনুপস্থিত নয়তো কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি, ৩.৯৮ লক্ষ ডুপ্লিকেট ভোটার এবং ১৬,৪০০ জন অন্য কারণে খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। ১৪ ডিসেম্বর পর্যন্ত তামিলনাড়ুতে এনুমারেশন ফর্ম বণ্টন ও জমা পর্ব চলেছিল। আগামী একমাস ধরে চলবে আপত্তি জানানোর পর্ব।

লিভ-ইন সম্পর্ক বেআইনি নয়, সুরক্ষার দায় রাষ্ট্রের

প্রয়াগরাজ, ১৯ ডিসেম্বর : লিভ-ইন সম্পর্ককে বেআইনি বলা যায় না এবং বিয়ে ছাড়াই একসঙ্গে বসবাস করা কোনও অপরাধ নয়— এই পর্যবেক্ষণের সঙ্গে ১২ জন মহিলাকে সুরক্ষা দেওয়ার নির্দেশ দিল এলাহাবাদ হাইকোর্ট। নিজেদের জীবনের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কার কথা জানিয়ে দায়ের করা একাধিক মামলার শুনানিতে আদালত সাফ জানিয়ে দিয়েছে, 'অবিবাহিত কোনও নাগরিককে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যায় না।'

সম্প্রতি বিচারপতি বিবেক কুমার সিংয়ের একক বেঞ্চ জানায়, 'লিভ-ইন সম্পর্ক সমাজে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য না-ও হতে পারে। কিন্তু আইনত একে অবৈধ বলা যায় না।' মামলাকারীরা অভিযোগ করেছিলেন, পরিবার ও আত্মীয়দের হুমকির মুখে পড়েও তাঁরা পুলিশের কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাননি। সেই প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ কর্তাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কারও শান্তিপূর্ণ সহবাসে বিঘ্ন ঘটলে অবিলম্বে সুরক্ষা দিতে হবে।

আদালতে রাজ্য সরকারের তরফে যুক্তি দেওয়া হয়েছিল, লিভ-ইন সম্পর্ক দেশের সামাজিক কাঠামোর পরিপন্থী এবং এতে আইনি জটিলতা বাড়ে। অবিবাহিত যুগলদের ব্যক্তিগত নিরাপত্তা দেওয়া পুলিশের দায়িত্ব নয় বলেও দাবি করা হয়। তবে আদালত সেই যুক্তি খারিজ করে জানায়, 'সংবিধান অনুযায়ী প্রতিটি নাগরিকের জীবন ও স্বাধীনতা রক্ষা করা রাষ্ট্রের বাধ্যতামূলক দায়িত্ব।' আদালত আরও বলে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় পরিবার বা সমাজের নীতি-পুলিশগিরি করা চলবে না। কারণ, সামাজিক নৈতিকতার চেয়ে ব্যক্তির সাংবিধানিক অধিকার অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

আদালতের মন্তব্য

- প্রাপ্তবয়স্কদের সম্মতিতে লিভ-ইন সম্পর্ক কোনওভাবেই অবৈধ বা অপরাধ নয়
- লিভ-ইন দম্পতিদের নিরাপত্তা দেওয়া রাষ্ট্রের মৌলিক আইনি কর্তব্য
- ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় পরিবার বা সমাজের নীতি-পুলিশগিরি করা চলবে না
- সামাজিক নৈতিকতার চেয়ে ব্যক্তির সাংবিধানিক অধিকার অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ

আদালত আরও উল্লেখ করে, গৃহহিংসা প্রতিরোধ আইনেও 'স্ত্রী' শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। প্রাপ্তবয়স্ক কেউ স্বেচ্ছায় সঙ্গী বেছে নিলে তাতে অন্য কারও আপত্তি জানানোর অধিকার নেই। বিচারকের মন্তব্য, 'আদালতের কাজ ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের বিচার করা নয়, কোনও অপরাধ না হলে সুরক্ষা চাওয়ার

ঘুষ নিয়ে প্রশ্ন মামলায় স্বস্তি মহুয়ার

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : সংসদে 'ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্ন' করার অভিযোগে বিদ্ধ তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র আইনি লড়াইয়ে বড় জয় পেলেন। তাঁর বিরুদ্ধে সিবিআই-কে চার্জশিট পেশ করার যে অনুমতি লোকপাল দিয়েছিল, তা শুক্রবার খারিজ করে দিয়েছে দিল্লি হাইকোর্ট।

বিচারপতি অনিল ক্ষেত্রপাল এবং বিচারপতি হরিশ বৈদ্যনাথন শংকরের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, লোকপালের ওই নির্দেশে আইনি ত্রুটি রয়েছে। আদালতের পর্যবেক্ষণ, অভিযুক্তের বক্তব্য যথাযথভাবে বিবেচনা না করেই চার্জশিটের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল, যা ন্যায়বিচারের পরিপন্থী। হাইকোর্ট লোকপালকে নির্দেশ দিয়েছে, আগামী এক মাসের মধ্যে পুরো বিষয়টি নতুন করে খতিয়ে দেখে একটি যুক্তিসংগত সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে।

বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবের অভিযোগের ভিত্তিতে লোকপাল মহুয়ার বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল। সিবিআই তদন্ত শেষে চার্জশিট জমা দেওয়ার অনুমতি চাইলে লোকপাল তাতে সবুজ সংকেত দেয়। সেই সিদ্ধান্তকেই চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে গিয়েছিলেন মহুয়া। আদালতের এই রায়ে আপাতত সিবিআই-এর চার্জশিট পেশের প্রক্রিয়া থমকে গেল, যা মহুয়ার জন্য রাজনৈতিক ও আইনি, উভয় ক্ষেত্রেই বড় স্বস্তি বলে মনে করা হচ্ছে।

২৯ কর্মীর জঙ্গিযোগ, সতর্কবার্তা পুলিশের

কাশ্মীরের জলবিদ্যুৎ প্রকল্প

শ্রীনগর, ১৯ ডিসেম্বর : জম্মু ও কাশ্মীরের অধিবাসীদের দূষণহীন জ্বালানি দিতে কিস্তওয়ারের দ্রাবশাল্লায় চন্দ্রভাগা নদীর ওপর নির্মীয়মাণ র‍্যাটলে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে ২৯ জন কর্মীর বিরুদ্ধে জঙ্গিযোগের অভিযোগ উঠেছে। এই অভিযোগ পুলিশের। বিষয়টি নিয়ে প্রকল্পের কনট্রাক্টর এমইআইএল (মেঘা ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার লিমিটেড)-কে চিঠি দিয়েছে পুলিশ। সেই চিঠি প্রকাশ্যে এসে শোরগোল ফেলে দিয়েছে। প্রকল্পটির যৌথ দায়িত্বে রয়েছে এনএইচপিসি (ন্যাশনাল হাইড্রোইলেক্ট্রিক পাওয়ার কর্পোরেশন) ও জম্মু-কাশ্মীর সরকার।

পুলিশ এমইআইএল-কে অভিযোগ সমন্বিত চিঠি দিয়েছিল চলতি বছরের নভেম্বরের ১ তারিখে। তাতে নির্মাণ-কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, নির্মীয়মাণ প্রকল্পটির ২৯ জন কর্মীর জঙ্গি যোগসূত্র রয়েছে। রিপোর্ট বলছে, ২৯ জন কর্মীর প্রত্যেকেই জুনিয়ার পদে। ২৯ জনের মধ্যে পাঁচজনের জঙ্গিযোগ সক্রিয়। তারা সক্রিয় অথবা আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকা কিংবা আত্মসমর্পণকারী জঙ্গির সন্তান বা আত্মীয়। ২৩ জন সম্পর্কে অপরাধের রেকর্ড রয়েছে। তারা মারধর, অনুপ্রবেশ অথবা ব্যক্তি বা সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করার মতো অপরাধমূলক কাজ করেছে। তাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা আছে। একজন সম্পর্কে স্পষ্টভাবে কিছু উল্লেখ নেই।

কিস্তওয়ারের এসএসপি নরেশ সিং জানিয়েছেন, তাঁর আশঙ্কা, কৌশলগত জাতীয় প্রকল্পে এ ধরনের ব্যক্তিরা থাকলে তা নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটাতে পারে। শত্রুপক্ষের নিশানা হয়ে উঠতে পারে জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি।

৮৫০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন র‍্যাটলে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পে নিয়োগ নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক ও পালটা অভিযোগও রয়েছে।

কিস্তওয়ারের বিজেপি বিধায়ক শাগুন পরিহার জানিয়েছেন, এমইআইএল বা মেঘা ইঞ্জিনিয়ারিং কর্তৃপক্ষ টাকার বিনিময়ে কর্মী নিয়োগ করেছে। অভিযোগ মানতে নারাজ এমইআইএল-এর মুখ্য অপারেটিং অফিসার (সিওও) হরপাল সিং। তিনি পালটা অভিযোগে জানিয়েছেন, স্থানীয় বিজেপি নেতাদের চাপেই অনেক কর্মীকে নিয়োগ করা হয়।

হরপালের বক্তব্য, যাঁদের বিরুদ্ধে আদালতে দোষ প্রমাণিত হয়নি, শুধুমাত্র সন্দেহের ভিত্তিতে তাঁদের ছাঁটাই করা আইনিভাবে কঠিন। বিধায়কের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ, গত বছর নির্বাচনের পর বিধায়ক তাঁর নিজের লোকেদের নেওয়ার জন্য চাপ দিয়েছিলেন। গত সেপ্টেম্বরে কোম্পানি ২০০ কর্মী ছাঁটাইয়ের সিদ্ধান্ত নেয়। তাতে উত্তেজনা বেড়েছিল।

সিওও জানিয়েছেন, র‍্যাটলে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য কোম্পানি ১,৪৩৪ জন স্থানীয় ব্যক্তকে নিয়োগ করেছিল। তাঁদের মধ্যে ৯৬০ জন কিস্তওয়ার জেলার, ২০০ জন ডোডার বাসিন্দা। তাঁদের মধ্যে ৫০ শতাংশ হয় জানেন না তাঁদের কোন কাজের জন্য নিয়োগ করা হয়েছে অথবা তাঁরা কাজ করতে চান না। তিনি এও জানান, জঙ্গি নিয়ে যে বিতর্ক উঠেছে তাতে প্রকল্পের কাজ ব্যাহত হওয়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

অ্যাপ কাণ্ডে ইডি'র জালে মিমি, সোনু

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : অবৈধ অনলাইন বেটিং অ্যাপ সংক্রান্ত প্রায় ১,০০০ কোটি টাকার তদন্তে বড় পদক্ষেপ করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। শুক্রবার ইডি জানিয়েছে, প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ) অনুযায়ী মোট ৭.৯৩ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

তালিকায় রয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার যুবরাজ সিং ও রবিন উথাপ্পা, অভিনেতা সোনু সুদ, অভিনেত্রী ও প্রাক্তন তৃণমূল সাংসদ মিমি চক্রবর্তী, বলিউড অভিনেত্রী উর্বশী রাউতেলা ও তাঁর মা মীরা রাউতেলা এবং বাংলা অভিনেতা অঙ্কুশ হাজরা।

ইডির দাবি, যুবরাজের সঙ্গে যুক্ত ২.৫ কোটি, সোনু সুদের ১ কোটি ও মিমি চক্রবর্তীর ৫৯ লক্ষ টাকা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। তদন্তে উঠে এসেছে, অনলাইনে জুয়া খেলার প্ল্যাটফর্ম 'ওয়ানএক্সবেট' ও তার ছদ্ম ব্র্যান্ডের প্রচারে জড়িত ছিলেন একাধিক সেলিব্রিটি।

রোহিতের বিচারে সেরা কিপার ঋদ্ধি

বিজয় হাজারের স্কোয়াডে নেই হিটম্যান ■ দুই ম্যাচ খেলবেন বিরাট ■ দিল্লির নেতৃত্বে ঋষভ

মুম্বই, ১৯ ডিসেম্বর : ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে তিনি এখন কোচ। বাংলার অনূর্ধ্ব-২৩ দলের কোচ হিসেবে কাজে ডুবে রয়েছেন ঋদ্ধিমান সাহা।

অতীত হয়ে যাওয়া আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কেরিয়ার নিয়ে তিনি এখন আর বেশি ভাবেন না। তার মধ্যেই আজ প্রাক্তন এক সতীর্থের থেকে ঢালাও শংসাপত্র পেয়েছেন পাপালি। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা আজ জানিয়েছেন, তাঁর দেখা সেরা ভারতীয় উইকেটকিপার ঋদ্ধিমান। সম্প্রতি সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। যেখানে ঋদ্ধির কাঁধে হাত রেখে কিছু কথা বলছেন হিটম্যান। সেই ভিডিও নিয়েই আজ মুখ খুলেছেন রোহিত। মহেন্দ্র সিং ধোনি, ঋষভ পন্থদের সঙ্গে দীর্ঘসময় খেলার পরও ঋদ্ধিকে সেরা বেছে নিয়ে রোহিত বলেছেন, 'একসঙ্গে অনেক টেস্ট খেলেছি আমরা। স্লিপে ঋদ্ধির পাশেই দাঁড়াতাম। খুব কাছ থেকে ওকে দেখেছি। মনে হয়েছে, ওর মতো নিখুঁত উইকেটকিপার হয় না। আমার দেখা সেরা ভারতীয় উইকেটকিপার ঋদ্ধিই।'

দেশের মাটিতে স্পিন সহায়ক পিচই হোক বা বিদেশে গতি-বাউন্সের উইকেট, সর্বত্রই ঋদ্ধিমান সাবলীল। রোহিতের কথায়, 'ভারতের মাটিতে বল ঘোরে। নীচু হয়ে আসে। আবার বিদেশের ছবিটা ভিন্ন। উইকেট যেমনই হোক, কখনোই ঋদ্ধিকে উইকেটের পিছনে সমস্যায় পড়তে দেখিনি। রবীন্দ্র জাদেজার বলে গতি রয়েছে। রবিচন্দ্রন অশ্বীন আবার ক্যারম বলের ওস্তাদ ছিল। কারোর বিরুদ্ধেই দেখিনি ঋদ্ধির কিপিংয়ে সমস্যা হয়েছে বলে।' উল্লেখ্য, পাপালির কেরিয়ারের একটা বড় সময় কেটেছে ধোনির ছায়ায়। মাহির অবসরের পর যখন তিনি নিয়মিত হয়েছিলেন, তখনই কোনা ভরতকে জায়গা দেওয়ার জন্য ঋদ্ধিকে ছেঁটে ফেলা হয়। যা নিয়ে আজও ক্ষোভ রয়েছে ঋদ্ধির মনে।

এদিকে, মুম্বইয়ের বিজয় হাজারে স্কোয়াডে রোহিতের নাম নেই বলে খবর। দিনকয়েক আগে শোনা গিয়েছিল, বিরাট কোহলির মতো রোহিতও মুম্বইয়ের হয়ে বিজয় হাজারে খেলবেন। আজ জানা গিয়েছে, রোহিত বিজয় হাজারে খেললেও শুরু থেকে খেলবেন না। হিটম্যান ছাড়াও যশস্বী জয়সওয়াল, সূর্যকুমার যাদব, শিবম দুবেদের নামও নেই মুম্বইয়ের দলে। জানা গিয়েছে, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের মাঝে সময় বার করতে পারলে তাঁরা খেলতে পারেন ঘরোয়া ক্রিকেট।

রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজাদের বোলিংয়ে উইকেটকিপিং করতে ঋদ্ধিমান সাহাকে সমস্যায় পড়তে দেখেননি রোহিত।

এদিকে, বিজয় হাজারেতে দিল্লির ২০ জনের স্কোয়াডে প্রত্যাশিতভাবে জায়গা পেয়েছেন বিরাট। তবে তিনি প্রথম দুই ম্যাচ খেলবেন। নেতৃত্বে ঋষভ পন্থ। দিল্লির ম্যাচগুলি বেঙ্গালুরুর এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে পড়েছে। ফলে ফের একবার বিরাট-চিন্নাস্বামী রিইউনিয়ন হতে চলেছে।

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি নিয়ে ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেনের সঙ্গে দেখা করলেন ঈশান কিষান। শুক্রবার।

আজ টি২০ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা

হঠাৎ দৌড়ে ঈশান, গিল নিয়ে ধোঁয়াশা

মুম্বই, ১৯ ডিসেম্বর : অস্বস্তি রয়েছে। উদ্বেগও রয়েছে। সঙ্গে রয়েছে আগামীর কাউন্ট ডাউনও।

অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। তারপরই শনিবার দুপুরে মুম্বইয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের সদর দপ্তরে আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চের টি২০ বিশ্বকাপের দল ঘোষণা হয়ে যাবে। শুধু কুড়ির বিশ্বকাপই নয়, তার আগে দেশের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজের দল ঘোষণাও হবে আগামীকাল। মনে করা হচ্ছে, নিউজিল্যান্ড সিরিজ ও বিশ্বকাপের একই স্কোয়াড থাকবে।

মাস খানেক আগেও কুড়ির বিশ্বকাপে টিম ইন্ডিয়ার স্কোয়াড কেমন হতে পারে, স্পষ্ট ধারণা ছিল ক্রিকেট দুনিয়ার। সম্প্রতি ছবিটা বদলেছে। আর সেই বদলের নেপথ্যে রয়েছেন দলের অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ও সহ অধিনায়ক শুভমান গিল। দুইজনই রানের মধ্যে নেই। টানা ব্যর্থ হয়ে চলেছেন। আহমেদাবাদে আজ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজের শেষ টি২০ ম্যাচেও স্কাই রান পাননি। আর পায়ের চোটের কারণে ম্যাচ খেলেননি গিল। বিশ্বকাপের আসরে টিম ইন্ডিয়ার নেতৃত্ব বদল হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। ফলে সূর্যের ব্যাটে রান না থাকলেও দলে তাঁর জায়গা নিয়ে সংশয় নেই। কিন্তু গিল?

শুভমানের ঘাড়ের উপর নিঃশ্বাস ফেলছেন সঞ্জু স্যামসন। শুধু সঞ্জু নয়, সদ্য শেষ হওয়া সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র ফাইনালে শতরান সহ ৫১৭ রান করা ঈশান কিষানও শেষবেলায় টি২০ বিশ্বকাপের দৌড়ে ঢুকে পড়েছেন প্রবলভাবে। চাপ বেড়েছে অজিত আগরকারদেরও। যার মূল কারণ, ঈশান নিয়মিত রান করার পাশে মুস্তাক আলির আসরে ৩৩টি ছক্কাও হাঁকিয়েছেন। সাম্প্রতিককালে ঘরোয়া ক্রিকেটে এমন রেকর্ড কারও নেই। ফলে সঞ্জু-ঈশানের চাপে শুভমানের এখন হাঁসফাঁস দশা। ফলে বিশ্বকাপের আসরে অভিষেক শর্মার সঙ্গে টিম ইন্ডিয়ার ইনিংস ওপেন কে করবেন, প্রশ্নটা এখন ঘুরছে ভারতীয় ক্রিকেটমহলে। রাতের দিকে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি বিশেষ সূত্রের দাবি, শুভমানকে নিয়ে সংশয় থাকলেও তিনি দলে থাকবেন। পাশাপাশি তিন নম্বর ওপেনার হিসেবে সঞ্জু-ঈশানের মধ্যে কোনও একজনকে নেওয়া হবে।

টিম ইন্ডিয়ার কোচের দায়িত্ব পাওয়ার পর থেকেই কোচ গৌতম গম্ভীর বারবার প্রমাণ করেছেন, তিনি অলরাউন্ডারদের ভক্ত। দলে অলরাউন্ডার হিসেবে হার্দিক পান্ডিয়া, শিবম দুবেদের থাক নিয়ে কোনও সংশয় নেই। কিন্তু ওয়াশিংটন সুন্দর কি থাকবেন? এশিয়া কাপের স্কোয়াডে ওয়াশিংটন ছিলেন না। দলে ছিলেন রিঙ্কু সিং। রিঙ্কুর বিশ্বকাপের স্কোয়াডে থাকার সম্ভাবনা কম বলেই খবর। বোলারদের মধ্যে জসপ্রীত বুমরাহ, হর্ষিত রানা, অর্শদীপ সিংরা থাকছেনই। আগামীকাল মহম্মদ সামির নাম নিয়ে আলোচনা হবে কি না, আগ্রহ রয়েছে ক্রিকেটমহলে। মহম্মদ সিরাজ নিয়ে জাতীয় নির্বাচকদের ভাবনাও কালই স্পষ্ট হয়ে যাবে। বিশেষজ্ঞ স্পিনার হিসেবে কুলদীপ যাদবকে নিয়ে সংশয় নেই।

গম্ভীর-আগরকাররা কুড়ির বিশ্বকাপের স্কোয়াড নিয়ে শেষপর্যন্ত কোন পথে হাঁটেন, সেটাই এখন দেখার।

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির ফাইনালে ঈশান কিষানের ব্যাট থেকে ৪৯ বলে আসে ১০১ রান।

শ্রীলঙ্কাকে উড়িয়ে খেতাবি লড়াইয়ে বৈভবরা

যুব এশিয়া কাপের ফাইনালে ভারত-পাক

শ্রীলঙ্কা-১৩৮/৮ (২০ ওভারে)
ভারত-১৩৯/২ (১৮ ওভারে)

দুবাই, ১৯ ডিসেম্বর : আড়াই মাস আগের ঘটনা। দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে ২৯ সেপ্টেম্বর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানকে হারিয়ে এশিয়া কাপ জিতেছিল সূর্যকুমার যাদব ব্রিগেড।

দুবাই ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম থেকে দুবাই সেভেনস স্টেডিয়ামের দূরত্ব ৩৪ কিলোমিটার। দাদাদের দেখানো পথে রবিবার এই সেভেনস স্টেডিয়ামেই চলতি অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপের ফাইনালে পাকিস্তানের মহড়া নেওয়ার মঞ্চ তৈরি করে ফেললেন আয়ুষ মাত্রে, বৈভব সূর্যবংশীরা। কারণ শুক্রবার সেমিফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে ৮ উইকেটে হারিয়ে খেতাবি লড়াইয়ে নামার টিকিট পেয়েছে ভারত। মজার বিষয়, অন্য সেমিফাইনালে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ৮ উইকেটেই জয় এসেছে পাকিস্তানের।

এদিন বৃষ্টির জন্য ভারত-শ্রীলঙ্কার সেমিফাইনাল আদতে টি২০ হয়ে দাঁড়ায়। ২০ ওভারের টক্করে টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে শ্রীলঙ্কা ১৩৮/৮ স্কোরে আটকে যায়। ডেল স্টেইনের ভক্ত তামিলনাড়ুর পেসার দীপেশ দেবেন্দ্রন (২৫/১) তৃতীয় ওভারে ধাক্কা দেওয়ার পর শ্রীলঙ্কার কাজ কঠিন করে দেন কনিষ্ক চৌহান (৩৬/২), হেনিল প্যাটেল (৩১/২), খিলান প্যাটেলরা (২৫/১)।

রানতাড়ায় এদিন বৈভব শো (৯) হিট করেনি। ব্যর্থ হন অধিনায়ক আয়ুষও (৭)। কিন্তু অ্যারন জর্জ (অপরাজিত ৫৮) ও বিহান মালহোত্রার (৪৫ বলে অপরাজিত ৬১) ১১৪ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি ভারতের জয় এনে দেয়। তারা ১৮ ওভারে ২ উইকেটে ১৩৯ রান তুলে নেয়।

অন্যদিকে, বৃষ্টিবিঘ্নিত ২৭ ওভারের ম্যাচে প্রথমে বাংলাদেশ ১২১ রানে অল আউট হয়। জবাবে পাকিস্তান ১৬.৩ ওভারে ১২২/২ স্কোরে পৌঁছে যায়।

ম্যাচ জেতানো ১১৪ রানের জুটির পথে অ্যারন জর্জ ও বিহান মালহোত্রা।

মাঠ ভেজা, ভেস্তে গেল বাংলার অনুশীলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : এ যেন আজব গাঁয়ের আজব কথা!

সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র গ্রুপ পর্ব থেকে বিদায়ের পর কলকাতা ফিরে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা সিএবি-কে অনুরোধ করেছিলেন, বিজয় হাজারে ট্রফির প্রস্তুতির জন্য অন্তত ছয়টা অনুশীলন সেশনের। স্থানীয় ক্লাব ক্রিকেট চলার কারণে এমন সুযোগ পাননি তিনি।

রবিবার সর্বভারতীয় একদিনের প্রতিযোগিতা বিজয় হাজারে ট্রফি খেলতে রাজকোট রওনা হচ্ছে টিম বাংলা। তার আগে বৃহস্পতিবার দল নির্বাচনের পর শুক্রবার সকালে সল্টলেকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে ছিল বাংলার অনুশীলন। সকাল সাড়ে

রাজকোটে যোগ দেবেন সামি

আটটা নাগাদ বাংলার ক্রিকেটার, কোচ, সাপোর্ট স্টাফরা মাঠে পৌঁছে আবিষ্কার করেন, মাঠ ভিজে। প্র্যাকটিস উইকেট, বোলারদের রানআপও ভিজে। ফলে ব্যাট-বল নিয়ে অনুশীলন করার কোনও সুযোগই নেই। এক ঘণ্টা মতো ফিল্ডিং চর্চা করে আজকের মতো অনুশীলন পর্ব শেষ করে বাংলা দল। এমন ঘটনায় রীতিমতো ক্ষোভ রয়েছে বাংলা দলের অন্দরে। যদিও কেউ সরকারিভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাইছেন না। শনিবার ফের অনুশীলন ডাকা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আগামীকাল অনুশীলন হলে মাত্র একদিন প্র্যাকটিস করেই রাজকোটে বিজয় হাজারে ট্রফি খেলতে যেতে হবে বাংলা দলকে।

এদিকে, গতকাল দল নির্বাচন হয়ে গেলেও আজ সরকারিভাবে বিজয় হাজারের দল ঘোষণা করল বাংলা। অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের নেতৃত্বাধীন ১৭ সদস্যের স্কোয়াডে মহম্মদ সামিও রয়েছেন। জানা গিয়েছে, সামি সরাসরি রাজকোটে দলের সঙ্গে যোগ দেবেন। তবে বিজয় হাজারে ট্রফির প্রথম তিন ম্যাচে হয়তো খেলবেন না সামি।

হাফডজন বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : শুক্রবার ডায়মন্ড হারবার এফসি-র বিরুদ্ধে প্রস্তুতি ম্যাচে ৬-২ গোলে জয় পেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। জেমি ম্যাকলারেন ও জেসন কামিন্স জোড়া গোল করেন। বাগানের বাকি গোল দুইটি আসে মনবীর সিং ও লিস্টন কোলাসোর থেকে। ডায়মন্ড হারবারের গোলস্কোরার স্যামুয়েল ও মিকেল কোর্তাজার।

'নিজের কাজ ঠিকঠাক করতে চাই'

টিম ইন্ডিয়া নিয়ে ভাবেন না কিষান!

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : প্রথমবার ফাইনালে ওঠা।

আর প্রথম সুযোগেই রাজ্য দল ঝাড়খণ্ডকে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি এনে দিলেন। সামনে থেকে নেতৃত্ব। টুর্নামেন্টের সবাধিক রান। তারপরও একরাশ অভিমান ঝড়ে পড়ল ঈশান কিষানের গলায়। ভারতীয় দলে জায়গা পাওয়া নিয়ে এখন আর ভাবেন না। লক্ষ্য নিজের কাজটুকু করে যাওয়াতে।

একসময় ঋষভ পন্থের পর ভারতীয় দলের দ্বিতীয় উইকেটকিপারের জায়গা প্রায় নিশ্চিত করে ফেলেছিলেন। যদিও মাঝে ছবিটা পুরোপুরি বদলে যায়। একাধিক বিতর্কে জড়িয়ে জাতীয় দল থেকে 'অঘোষিত' নিষেধাজ্ঞা জারির মতো পরিস্থিতির মুখোমুখিও হতে হয়েছে। জটিলতা কাটলেও এখনও টিম ইন্ডিয়ায় ডাক পাননি।

ঝাড়খণ্ডকে চ্যাম্পিয়ন করা, মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-তে ব্যাট হাতে 'মস্তানি' দেখানো ঈশান বলেছেন, 'ভালো পারফর্ম করার পরও যখন ভারতীয় দলে জায়গা হয়নি, খারাপ লেগেছে। নিজেকে বলেছি, এরকম পারফরমেন্সের পরও যদি ডাক না পাই, তাহলে আমাকে আরও ভালো খেলতে হবে। ম্যাচ জেতানো পারফর্ম করতে হবে। দল হিসেবে ভালো কিছু করে দেখাতে হবে।'

ওপেনিং কম্বিনেশন নিয়ে গৌতম গম্ভীররা যখন কিছুটা চিন্তায়, তখন মুস্তাক আলিতে কার্যত রাজত্ব চালিয়েছেন ঈশান। ১০ ম্যাচে ৫১৭ রান করেন ১৯৭.৩২ স্ট্রাইক রেটে। যদিও ডাক আসেনি। সেই হতাশা নিয়ে বলেছেন, 'অনেক কিছুই আশা করি আমরা। দলে নিজের নাম না দেখলে খারাপ লাগা স্বাভাবিক। তবে মানসিকভাবে আমি শক্তিশালী আছি। কোনও প্রত্যাশা নিয়ে খেলি না। শুধু চাই নিজের কাজটা ভালোভাবে সারতে। হতাশ হতে রাজি নই। পরিশ্রম বাড়িয়েছি। সাফল্যের জন্য যার বিকল্প নেই।'

বাড়তি খুশি ঝাড়খণ্ডকে মুস্তাক আলিতে চ্যাম্পিয়ন করা। সামনে থেকে নেতৃত্ব দিয়ে দলকে চ্যাম্পিয়ন করার আত্মবিশ্বাস নিয়ে ঈশান বলেছেন, 'ক্রিকেট কেরিয়ারের অন্যতম খুশির মুহূর্ত। কখনও মুস্তাক আলি ট্রফি জিতিনি আমরা। আমার নেতৃত্বে ট্রফি এল। খুশিটা প্রত্যাশিত।'

বেঙ্গল সুপার লিগ

জিতল রয়্যাল সিটি

মালদা ও কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : বেঙ্গল সুপার লিগে (বিএসএল) দ্বিতীয় জয় পেল মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার প্রতিনিধি জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি। শুক্রবার মালদা জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে তারা ২-০ গোলে হারিয়েছে কোপা টাইগার্স বীরভূমকে। রয়্যাল সিটির হয়ে গোল করেন রবি হাঁসদা ও ম্যাচের সেরা সাজন সাহানি। ম্যাচের সেরা হয়েছেন সাজন সাহানি। রবি, জোয়াও ডি পোলা, আমিল বিপক্ষের রক্ষণে ঢুকে রীতিমতো তাণ্ডব চালান। সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে রয়্যাল অন্তত আরও পাঁচটি গোল করতে পারত।

বিএসএলের অন্য ম্যাচে হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্স ২-১ গোলে হারিয়েছে নর্থ ২৪ পরগনা এফসি-কে। জোসে রামিরেজ ব্যারেটোর দলের হয়ে গোল করেন আকাশ দাস ও সাহিল হরিজন। নর্থ ২৪ পরগনার গোলস্কোরার কুন্তল পাখিরা।

ক্লাব জোটও ফেডারেশনকে টাকা দিতে নারাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : চলতি মরশুমে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ হওয়ার সম্ভাবনা আরও কমে গেল।

বৃহস্পতিবার ক্রীড়ামন্ত্রকের ডাকা বৈঠকে আইএসএল ক্লাবগুলিকে বলা হয়, লিগ আয়োজনের দায়িত্ব নিতে হলে সঠিক পরিকল্পনা ও প্রস্তাব নিয়ে আসতে হবে। এই পরিকল্পনা ক্লাব সিইও-দের দ্রুত দিতে বলা হয়। এদিন সেটাই ক্লাব জোট পাঠায় ক্রীড়ামন্ত্রক এবং এআইএফএফ-কে। যে চিঠিতে ইস্টবেঙ্গল ছাড়া আর সব ক্লাব সই করেছে। তবে যেভাবে এই লিগ চালানোর কথা বলা হয়েছে তাতে এআইএফএফের বার্ষিক সাধারণ সভায় পাশ হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় নেই। কারণ এই প্রস্তাবনায় এআইএফএফের হাতে আর কিছুই যেমন থাকবে না তেমনি ক্লাব জোট এই মরশুমে কোনও টাকাও দেবে না। আগামী মরশুমে ১০ কোটি টাকা দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এই চিঠিতে। কিন্তু টেকনিকাল বিষয় দেখভালের দায়িত্ব, লাইসেন্সিং, রেফারি- এই সবের দায়িত্ব থাকবে এআইএফএফের। পুরো লিগের মালিকানা থাকবে ক্লাব জোটের হাতে। অনুমতি পাওয়ার পর ৪৫ দিন লাগবে লিগ শুরু করতে, এই কথাও লেখা হয়েছে চিঠিতে। এমনকি কোনও বিনিয়োগকারী বা বিপণন সঙ্গী নিয়োগের অধিকারও ক্লাবগুলির হাতে থাকবে। লিগ করতে যে কোম্পানি তৈরি হবে সেখানে এআইএফএফের তরফে একজন ডিরেক্টরই থাকতে পারবেন। চিঠিতে অনুরোধ জানানো হয়েছে, এআইএফএফ নতুন লিগ কাঠামো তৈরির জন্য সংবিধান সংশোধন শীর্ষ আদালত থেকে যেন করিয়ে আনার ব্যবস্থা করার উদ্যোগ নেয়।

আজ সভায় পাশ হওয়ার সম্ভাবনা কম

ক্লাব জোটের এহেন প্রস্তাব ফেডারেশনের বার্ষিক সভায় পাশ হওয়ার আর কোনও সম্ভাবনাই নেই। কিছু কার্যনির্বাহী সমিতির সদস্যও ক্ষিপ্ত ক্লাব জোটের এই অন্যায় আবদারে। ইতিমধ্যেই কোষাধ্যক্ষ অভিজিৎ পাল এদিন সভাপতি কল্যাণ চৌবেকে একটি চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছেন, ক্লাবজোটের পাঠানো এই চিঠি মূলত ৮৮ বছরের পুরোনো সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে ছোট করে দেখানোর চেষ্টা। তিনি প্রশ্ন তোলেন, আইএসএলের বহু ক্লাব অস্তিত্ব বাঁচাতে বারবার ক্লাবের নামবদল, মালিকানা বদল এমনকি জায়গা বদলও ঘটিয়েছে। তিনি লিগ আয়োজনের করার জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাবও রাখেন এই চিঠিতে। অভিজ্ঞমহল মনে করছে, এফএসডিএল-ই পিছন থেকে যাবতীয় কলকাঠি নাড়ছে। ফলে শেষপর্যন্ত ক্রীড়ামন্ত্রকের মধ্যস্থতার চেষ্টাও বিফলে গেলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। বর্তমান পরিস্থিতিতে এআইএফএফের শনিবারের সভা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫ কে-তে দেখা যাবে অলিম্পিকে দুইবারের সোনাজয়ী জোশুয়া চেপ্টেগেইকে। ছবি : ডি মণ্ডল

ভারত আমার দ্বিতীয় দেশ, বলছেন জোশুয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : ভারতে খেলতে এসে এখানকার সংস্কৃতির প্রেমে পড়ে যাওয়া বিদেশি ক্রীড়াবিদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। এবার সেই তালিকায় নবতম সংযোজন দুইবারের অলিম্পিক ও তিনবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ জয়ী দৌড়বিদ জোশুয়া চেপ্টেগেই।

টাটা স্টিল ওয়ার্ল্ড ২৫-কে-তে অংশ নিতে কলকাতায় এসেছেন জোশুয়া। শুক্রবার এক সাক্ষাৎকারে উগান্ডার এই অ্যাথলিট বলেছেন, 'ভারত আমার দ্বিতীয় দেশ। বেশ কয়েকবার এখানে খেলতে এসে এদেশের সংস্কৃতির প্রেমে পড়ে গিয়েছি। ভারতীয় অ্যাথলিটদের পরিশ্রম ও মানসিকতা আমি বেশ পছন্দ করি।' আগামী বছর অবশ্য কমনওয়েলথ গেমসে নামতে নাও পারেন তিনি। এই বিষয়ে তিনি বলেছেন, 'আমার মনে হয় না, আগামী বছর কমনওয়েলথ গেমসে অংশ নিতে পারব।'

ওয়ার্ল্ড ২৫-কে-তে অংশ নিতে আসা দেশের তারকা অ্যাথলিট গুলবীর সিং বলেছেন, 'কমনওয়েলথ গেমস ও এশিয়ান গেমসে পদক জেতাই লক্ষ্য। সেজন্য বিদেশে গিয়েও প্রস্তুতি নেব। বিদেশি অ্যাথলিটরা আমাদের থেকে অনেক এগিয়ে। আগামী বছর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রস কান্ট্রি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ নিচ্ছি।' এদিকে, ওয়ার্ল্ড ২৫ কে মহিলাদের ক্যাটিগোরিতে গত দুইবারের চ্যাম্পিয়ন সঞ্জীবনী যাদব বলেছেন, 'আমার লক্ষ্য এবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে হ্যাটট্রিক করা। গতবারের থেকেও ভালো প্রস্তুতি নিয়েছি। আশা করছি, নিজের সেরাটা দিতে পারব।'

সিরিজ জয়ের পথে অস্ট্রেলিয়া

অস্ট্রেলিয়া-৩৬১ ও ২৭১/৪
ইংল্যান্ড-২৮৬
(তৃতীয় দিনের শেষে)

হেডবাটে আহত ইংল্যান্ড ■ হাতছানি হারের হ্যাটট্রিকে

অ্যাডিলেড, ১৯ ডিসেম্বর : দিনের শুরুতে দুর্দান্ত লড়াই, ম্যাচে ফেরার মরিয়া তাগিদ। বাকি সময়ে অবশ্য ইংল্যান্ডের সেই প্রয়াসে জল ঢেলে তৃতীয় টেস্ট ও সিরিজ জয়ের পথে অস্ট্রেলিয়া। তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে ক্যাঙারু ব্রিগেড ২৭১/৪। লিড ৩৫৬। ইংরেজ বোলারদের ক্লাবস্তরে নামিয়ে আনা ট্রাভিস হেড অপরাজিত ১৪২ রানে। সঙ্গী অ্যালেক্স ক্যারি খেলছেন ৫২-তে।

শনিবার চতুর্থ দিনে প্রথম দুই সেশনে লিডটাকে ৫০০ রানের কাছাকাছি নিয়ে অস্ট্রেলিয়া ছেড়ে দিলে, ইংল্যান্ডের পক্ষে ঘুরে দাঁড়ানো কঠিন। প্যাট কামিন্স, স্কট বোল্যান্ডের পেস-সুইংয়ের পাশাপাশি শেষ দুইদিনে নাথান লায়োনের স্পিন খেলা সহজ হবে না ছন্দহীন ইংল্যান্ডের ব্যাটিং ব্রিগেডের পক্ষে।

বেন স্টোকস-জোফ্রা আর্চারের যুগলবন্দি সকালের সেশনে অবশ্য আশার আলো দেখাচ্ছিল। বৃহস্পতিবার ১৬৮/৮ স্কোরে জুটি বাঁধেন। উইকেট বাঁচিয়ে ফিরেছিলেন। এদিন ২১৩/৮ থেকে শুরু করে ১০৬ রানের জুটিতে ইংল্যান্ডকে তিনশোর কাছাকাছি পৌঁছে দেন! স্টোকসকে আউট করে জুটি ভাঙেন মিচেল স্টার্ক। ঢুকে আসা বল খেলতে গিয়ে ব্যাটের কানা ছুঁয়ে সোজা উইকেটে। স্টোকসের ১৯৮ বলের ৮৩ রানের লড়াকু ইনিংসে ইতি পড়ার পর ইংল্যান্ড আর বেশিদূর এগোতে পারেনি। হাফ সেঞ্চুরি পূরণ করে আউট আচরিও (৫১)।

৮৫ রানের লিড নিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে শুরুতে ধাক্কা খায় অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় ওভারে ব্রাইডন কার্স ফেরান জেক ওয়েদারাল্ডকে (১)। মার্নাস লাবুশেন (১৩), ক্যামেরন গ্রিন (৭) রান পাননি। তবে প্রথমে উসমান খোয়াজা (৪০) এবং পরে ক্যারিকে (অপরাজিত ৫২) নিয়ে ম্যাচের সমীকরণ আবার প্রায় একার হাতে বদলে দেন হেড।

অ্যাডিলেডে টানা চতুর্থ ও সবমিলিয়ে একাদশতম টেস্ট শতরান সেরে নেন হেড। চতুর্থ অজি ব্যাটার হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার কোনও মাঠে হেড টানা চারটি টেস্ট শতরান করে স্যর ডন ব্র্যাডম্যান, মাইকেল ক্লার্ক, স্টিভেন স্মিথের পাশে বসে পড়লেন। ক্যারির মুকুটে সেখানে ১৪৩ বছরের অ্যাসেজ ইতিহাসে প্রথম উইকেটকিপার হিসাবে একই টেস্টে শতরান ও অর্ধশতরানের নজির। আগামীকাল শতরানে পা রাখলে স্পর্শ করবেন উইকেটকিপার হিসেবে অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার ও ঋষভ পন্থের দুই ইনিংসে সেঞ্চুরির বিশ্বরেকর্ড।

হেড-ক্যারির নজির ও ১২২ রানের অবিচ্ছিন্ন যুগলবন্দির মাঝে ইংল্যান্ডের চিন্তা বাড়িয়েছে স্টোকসের ফিটনেস। দ্বিতীয় ইনিংসে এখনও পর্যন্ত বল করতে দেখা যায়নি। পায়ের সমস্যা কাটিয়ে আগামীকাল বল করবেন, নিশ্চয়তা নেই। তৃতীয় দিনের শেষে সবমিলিয়ে প্রবল চাপে ইংল্যান্ড। হারের হ্যাটট্রিক আটকে ম্যাচ বাঁচানোর কঠিন চ্যালেঞ্জে আগামীকাল স্টোকসের দল কতটুকু লড়াই করে, সেটাই এখন দেখার।

শতরানের পর অ্যাডিলেডের পিচে চুমু ট্রাভিস হেডের।

ইতিহাসের সামনে আজ ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : শনিবার মহিলাদের সাফ ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে খেলতে নামছে ইস্টবেঙ্গল। প্রতিপক্ষ নেপালের এপিএফ এফসি। গ্রুপ পর্বে দুই দলের ম্যাচ গোলশূন্য শেষ হয়েছিল। শনিবার জিতলে ভারতের প্রথম ক্লাব হিসেবে মহিলাদের সাফ ক্লাব কাপ চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা ঘরে তুলবে ইস্টবেঙ্গল।

ইতিহাসের সামনে দাঁড়িয়ে ইস্টবেঙ্গল কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ বলেছেন, 'ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের জন্য এই ট্রফিটা গুরুত্বপূর্ণ। এপিএফ এফসি নিজেদের ঘরের মাঠে গ্যালারি ভর্তি দর্শকদের সামনে খেলবে। তবে আমরাও তৈরি রয়েছে। একটা ভালো ম্যাচ হতে চলেছে।'

ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের বাজি আফ্রিকান গোলমেশিন ফাজিল ইকওয়াপুট। এছাড়াও সৌম্যা গুগুলথ, জ্যোতি চৌহানের মতো ফুটবলাররা ইস্টবেঙ্গলকে ভরসা দিতে তৈরি।

মার্চে হবে ফিনালিসিমা

জুরিখ ও আসুনসিয়, ১৯ ডিসেম্বর : কোপা আমেরিকা জয়ী আর্জেন্টিনা ও ইউরো কাপ জয়ী স্পেনের মধ্য বহু প্রতীক্ষিত ফিনালিসিমা ম্যাচটি হতে চলেছে আগামী বছরের ২৭ মার্চ। উয়েফা ও কনমেবল এই ম্যাচের যৌথ আয়োজক। ম্যাচটি খেলা হবে কাতারের লুসাইল স্টেডিয়ামে। এই স্টেডিয়ামেই ২০২২ বিশ্বকাপ জিতেছিল আর্জেন্টিনা।

হার্দিক-তিলকের তাণ্ডবে জয় হো

ভাঙলেন বুমরাহ-বরুণ

ভারত-২৩১/৫
দক্ষিণ আফ্রিকা-২০১/৮
(ভারত ৩০ রানে জয়ী)

আহমেদাবাদ, ১৯ ডিসেম্বর : আর ঠিক ৫০ দিন।

৭ মার্চ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে ভারতের টি২০ বিশ্বকাপ অভিযান শুরু। শনিবার যে মেগা যুদ্ধের দল বাছতে বৈঠকে বসবে অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি। এমন আবহে নরেন্দ্র মোদি ক্রিকেট স্টেডিয়ামে এদিন মুখোমুখি গতবারের ফাইনালিস্ট ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা।

ম্যাচ শুরুর আগে বিশ্বকাপের সঙ্গে আইডেন মার্করাম-সূর্যকুমার যাদবের সেলফি। গতবার মার্করামদের মুখের গ্রাস কেড়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল রোহিত শর্মার ভারত। এবার ঘরের মাঠে ট্রফি ধরে রাখার হাতছানি। তার আগে প্রোটিয়া সিরিজ জিতে পারদ চড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ।

লক্ষ্যপূরণে এদিন শুরুতে রিংটোন সেট করে দেন অভিষেক শর্মা (৩৪)-সঞ্জু স্যামসন (৩৭)। শেষটা হার্দিক পান্ডিয়া (৬৩), তিলক ভার্মার (৭৩)। আগাগোড়া ব্যাটিং তাণ্ডবে ২৩১/৫ স্কোরের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেওয়া। বিশাল যে পুঁজি নিয়ে প্রোটিয়া-বধে ম্যাচ ও সিরিজ জয়ে ভুলচুক করেননি বরুণ চক্রবর্তী (৫৩/৪), জসপ্রীত বুমরাহরা (১৭/২)।

রানতাড়ায় শুরুতে আতঙ্ক ছড়াচ্ছিলেন কুইন্টন ডি কক। সতীর্থ রেজা হেনড্রিক্সকে (১৩) উলটো দিকে দাঁড় করিয়ে পাওয়ার প্লে-তে দলকে ৬৭/০ স্কোরে পৌঁছে দেন। প্রথম উইকেটের জন্য সপ্তম ওভার পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়, যা আসে বরুণের স্পিন-ম্যাজিকে। এক হাতে রেজার দর্শনীয় ক্যাচ নেন শিবম দুবে।

ডিওয়াল্ড ব্রেভিসকে (৩১) নিয়েও চাপটা বজায় রাখেন ডি কক। ১০ ওভারে ১১৮/১। কিন্তু ড্রিঙ্কস ব্রেকের পর বুমরাহ আক্রমণে আসতেই ম্যাচে রং বদল। নিজের বলে ডি ককের (৩৫ বলে ৬৫) মূল্যবান ক্যাচ ধরেন। পরের ওভারে হার্দিকের ঝোলায় ব্রেভিসও। বরুণের জোড়া শিকারে ত্রয়োদশ ওভারে মার্করাম (৬) ও ডোনোভান ফেরেইরা (০) ফিরতে ম্যাচ কার্যত ভারতের দিকে ঢলে পড়ে।

অর্ধশতরানের পর তিলক ভার্মা। আহমেদাবাদে শুক্রবার।

৪ উইকেট নেওয়া বরুণ চক্রবর্তীকে অভিনন্দন সঞ্জু স্যামসনের।

১২০/১ থেকে ১৩৫/৫। কিছুক্ষণের মধ্যে ১৬৩/৭, লড়াই থেকে ছিটকে যায় দক্ষিণ আফ্রিকা। পরে বুমরাহর বলে সঞ্জু স্যামসনের দাবিতে রিভিউ নিয়ে মার্কো জানসেন (১৪) কাটাও দূর। শেষপর্যন্ত ২০১/৮ স্কোরে প্রতিপক্ষকে আটকে দিয়ে ৩০ রানে জয়। কাপযুদ্ধের চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে এবার নতুন বছরে অপেক্ষা নিউজিল্যান্ডের জন্য।

এর আগে শুভমান গিলের চোট না সারায় এদিন অভিষেক-সঞ্জুর নতুন ওপেনিং কম্বিনেশন। ৩৭ বলে ৬৩, নতুন বিকল্পের আশ্বাস। জানসেনের বিরুদ্ধে বাউন্ডারির হ্যাটট্রিকে শুরু করেও অবশ্য বড় রানের সুযোগ আবারও মাঠে ফেলে আসেন অভিষেক (২১ বলে ৩৪)।

সঞ্জুকে নিয়ে বাড়তে থাকা প্রত্যাশার ফানুস ভাঙে বাঁহাতি জর্জ লিন্ডের স্পিনে। বলের লাইন মিস করে আউট। তবে ৪টি চার ও ২টি ছক্কায় সাজানো ইনিংসে (২২ বলে ৩৭) ভালো শুরুর চাহিদা পূরণ করেই ফিরলেন সঞ্জু। বোঝালেন টপ অর্ডারে তাঁর ওপর আস্থা রাখলে ভুল হবে না।

ভালো মঞ্চ পেয়ে এদিনও সূর্য (৫) ব্যর্থতার কাহিনীতে ব্রেক লাগাতে পারেননি। যথাসম্ভব সোজা ব্যাটে খেলছিলেন। কিন্তু টাইমিংয়ের গণ্ডগোলে মিড অফে ক্যাচ দিয়ে বসেন। ফিরলেন হতাশা আরও বাড়িয়ে (২০২৫ সালে ১৯ ম্যাচে ৮.২ ব্যাটিং গড়ে ১২৩ রান)। বিশ্বকাপের আগে বাকি পাঁচ ম্যাচে হতাশা না কাটলে গম্ভীরদের রক্তচাপ বাড়বে।

তিলক-হার্দিক অবশ্য কোনও আক্ষেপ রাখেননি। ঘরের মাঠে খেলতে নেমে প্রথম বলটাই মাঠের বাইরে ফেললেন হার্দিক। সোজা গিয়ে লাগে ক্যামেরাম্যানের গায়ে। আইসপ্যাক, স্প্রে, বেশ কিছুক্ষণের শুশ্রূষা বুঝিয়ে দিচ্ছিল শটের জোর।

প্রথম ৭ বলেই হার্দিকের নামের পাশে ৩১! এরমধ্যে লিন্ডের ১৪তম ওভারের শেষ চার বলে জোড়া চার, জোড়া ছক্কা, যার একটি ৯৭ মিটার! অফসাইডেও গ্রাউন্ড শট বিদ্যুৎ গতিতে ছুটছিল। অপরদিকে তিলকের শট মাঠের দুই প্রান্তেই ছিটকে পড়ছিল। ফল ১০ ওভারে ১০১/২ থেকে পনেরোতে ১৭০/৩।

৩০ বলে তিলকের হাফ সেঞ্চুরি। হার্দিকের পঞ্চাশ মাত্র ১৬ বলে। চারটি চার ও পাঁচটি ছক্কা। যুবরাজ সিংয়ের (১২ বল) পর ভারতীয়দের মধ্যে দ্বিতীয় দ্রুততম। অনায়াসে কভারের ওপর দিয়ে গ্যালারিতে বল ফেললেন। কখনও মিড উইকেটের ওপর দিয়ে।

ছক্কা হাঁকিয়ে হাফ সেঞ্চুরি পূরণ করে হার্দিকের ফ্লাইং কিস গ্যালারিতে উপস্থিত বান্ধবীর উদ্দেশ্যে। তিলক-হার্দিকদের তাণ্ডবে হাফ সেঞ্চুরি পূরণ জানসেনেরও (৫০/০)। লিন্ডে (৪৬/১), করবিন বশ (৪৪/২), ওটনিল বার্টম্যানদের (৩৯/১) হালও তথৈবচ।

৪৪ বলে ১০৫ রানের ঝোড়ো যুগলবন্দির পর শেষ ওভারে ফেরেন হার্দিক (২৫ বলে ৬৩) ও তিলক (৪২ বলে ৭৩)। অনসাইডে ফুলটসকে 'নো লুক' শটে গ্যালারিতে ফেলতে গিয়ে আউট হন হার্দিক। তিলক ফেরেন সতীর্থ শিবমের (অপরাজিত ১০) কাছে হেরে (দুইজনেই একদিকে, তবে আগে ক্রিজে ঢোকেন শিবম) রানআউট হয়ে! অবশ্য ততক্ষণে প্রোটিয়া-বধের মঞ্চ প্রস্তুত। বাকি ম্যাচে ছবিটা বদলায়নি।

সেরার সম্মান মাকে উৎসর্গ বরুণের

বলেছিলাম প্রথম বল থেকেই চালাব : হার্দিক

আহমেদাবাদ, ১৯ ডিসেম্বর : সিরিজে দ্বিতীয়বার ম্যাচের সেরা।

ঘরের মাঠে শুক্রবার রীতিমতো তাণ্ডব। প্রথম বলে ছক্কা হাঁকিয়ে শুরুতেই তা বুঝিয়ে দেন হার্দিক পান্ডিয়া। ১৬ বলে হাফ সেঞ্চুরি, ২৫ বলে ৬৩ রানের ঝোড়ো ইনিংসে কার্যত স্কোরটাকে দক্ষিণ আফ্রিকার নাগালের বাইরে নিয়ে চলে যান।

ম্যাচ শেষে হার্দিক বলেও দিলেন, ব্যাট হাতে নামার আগেই সতীর্থদের বলে এসেছিলেন শুরু থেকেই চালাবেন। গোটা ইনিংসজুড়ে তারই প্রদর্শনী। হার্দিক বলেছেন, 'ব্যাটিং পার্টনার, সতীর্থদের বলে দিয়েছিলাম প্রথম বল থেকেই চালাব। শুরুটাই ছক্কা দিয়ে। আজ যা চেষ্টা করেছি, সেটাই ঠিকঠাক হয়েছে। আমি সন্তুষ্ট।' সিরিজে দ্বিতীয়বার ম্যাচের সেরা হলেও ব্যক্তিগত প্রাপ্তিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ হার্দিক। তাঁর মতে, ম্যাচে সেরা হওয়া নয়, দলকে জেতানোই মূল লক্ষ্য। প্রতিটি ম্যাচে একটাই টার্গেট থাকে, দলের সাফল্যে অবদান রাখা।

তিন ম্যাচে ১০ উইকেট। আজ ঝোলায় চার। পুরস্কারস্বরূপ সিরিজ সেরার সম্মান বরুণ চক্রবর্তীর। যা মা-বাবা-বোনকে উৎসর্গ করলেন। রহস্য স্পিনার বলেছেন, 'উত্তেজক টক্কর। আমার মতে সিরিজের সেরা ম্যাচ। দারুণ উপভোগ করেছি। আর আমার ভূমিকা পরিষ্কার- দলের জন্য উইকেট নেওয়া। সেটা করতে পেরে ভালো লাগছে। প্রতিটি ম্যাচ, সিরিজ নতুন। নিজেকে নতুনভাবে প্রয়োগ করতে হয়। এই পুরস্কারটা মা, বাবা, বোনকে উৎসর্গ করছি।'

সূর্যকুমার যাদব খুশি ব্যাটে-বলে দলের দাপটে। নিজের ব্যাট না চললেও আহমেদাবাদে টিম ইন্ডিয়ার দলগত প্রয়াসে স্বস্তির সুর অধিনায়কের গলায়। সিরিজ জয়ের স্মারক ট্রফি হাতে সূর্য বলে দিলেন, এই ক্রিকেটই তাঁরা খেলতে চান। গত কিছুদিন যা মিলছিল না।

২৫ বলে ৬৩ রান করা হার্দিক পান্ডিয়াকে বাহবা সূর্যকুমার যাদবের।

জাভেদের দাপটে জিতল স্বস্তিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় মণীন্দ্রনাথ সরকার, স্নেহলতা সরকার ও জগদীশ সিনহা ট্রফি নিউ আইডিয়াল ডেকোরেটর ও ফ্লেক্স সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শুক্রবার স্বস্তিকা যুবক সংঘ ১৫৫ রানে নবোদয় সংঘকে হারিয়েছে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে জিতে স্বস্তিকা ৪০ ওভারে ২১০ রানে অল আউট হয়। মহম্মদ জাভেদ আলম ৪৩ রান করেন। প্রেম ঠাকুর ও গৌরব শর্মার অবদান ৩৯। সিতেশ মিশ্র ৩৮ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন রাজ সাহাও (৪৩/২)। জবাবে নবোদয় ১৪ ওভারে ৫৫ রানে গুটিয়ে যায়। টনি দাস ১৭ রান করেন। রাজকুমার রায় ১৯ রানে ফেলে দেন ৬ উইকেট। ভালো বোলিং করেন ম্যাচের সেরা জাভেদও (৩৬/২)। শনিবার খেলবে জিটিএসসি ও আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ।

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন মহম্মদ জাভেদ আলম।

মেয়রস কাপ কাবাডি শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়রস কাপ আন্তঃ স্কুল ছেলে ও মেয়েদের কাবাডি শুক্রবার শুরু হল। রামকৃষ্ণ সারদামণি বিদ্যাপীঠের মাঠে উদ্বোধনী দিনে ছেলেদের বিভাগে ফাইনালে উঠেছে অমিয় পাল চৌধুরী স্মৃতি বিদ্যালয় ও শ্রীগুরু বিদ্যামন্দির। প্রথম সেমিফাইনালে অমিয় পাল ৪৫-১৪ পয়েন্টে ঘোঘোমালি হাইস্কুলকে হারিয়েছে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে শ্রীগুরু ৩১-১৪ পয়েন্টে বাণীমন্দির রেলওয়ে হাইস্কুলের বিরুদ্ধে জয় পায়। শনিবার মেয়েদের বিভাগে সেমিফাইনালে খেলবে শিলিগুড়ি গার্লস স্কুল-ভারতী হিন্দি স্কুল ও শ্রীগুরু-হিন্দি বালিকা বিদ্যাপীঠ। এছাড়াও শনিবার দুই বিভাগের ফাইনাল হবে। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মেয়র ও গৌতম দেব, পুরনিগমের চেয়ারম্যান প্রতুল চক্রবর্তী, মেয়র পারিষদ মানিক দে, দুলাল দত্ত, রামভজন মাহাতো, শোভা সুব্বা, কাউন্সিলার বাসুদেব ঘোষ প্রমুখ।

জয়ী মহানন্দা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শুক্রবার মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাব ১৫ রানে নকশালবাড়ি ইউনাইটেড ক্লাবকে হারিয়েছে। তরাই স্কুল মাঠে টসে হেরে মহানন্দা ৪০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৭৩ রান তোলে। বিশেষ পাসোয়ান ৩৬ ও অনীশ শর্মা ২৫ রান করেন। দিব্যজ্যোতি রায় ৩০ ও অভিজিৎ মজুমদার ৩৭ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে ইউনাইটেড ৩৯.১ ওভারে ১৫৮ রানে সব উইকেট হারায়। অঞ্জন সাহা ৪৬ ও রোহিত দাস ২৮ রান করেন। দিব্যাংশ সেন ২৪ ও ম্যাচের সেরা অনীশ ৩০ রানে নিয়েছেন ২ উইকেট। শনিবার খেলবে বিধান স্পোর্টিং ক্লাব ও এনআরআই।

ম্যাচের সেরা অনীশ শর্মা।

মিত্র ব্রিজে জয়ী সৌরভ-প্রদীপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : মিত্র সম্মিলনীর আন্তঃ সদস্য অকশন ব্রিজে শুক্রবার গ্রুপ লিগের ম্যাচে জিতেছেন প্রদীপ সরকার-সৌরভ ভট্টাচার্য। একইসঙ্গে জয় পেয়েছেন মৃত্যুঞ্জয় ভার্মা-প্রদীপ দে।

KHOSLA ELECTRONICS